بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ'র আলোকে

ঈদে মিলাদুন্নাবী (দঃ) ও কিয়াম

এবং

বিরোদ্ধবাদীদের জবাব

রচনা ও সংকলনে

মুফ্তী মাওলানা আলাউদ্দিন জেহাদী

কোরআন সুন্নাহ'র আলোকে

ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) ও কিয়াম

গ্রন্থনা ও সংকলন ঃ

মুফ্‌তি মাওলানা আলাউদ্দিন জিহাদী

খাদেম, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।
মোবাইল ঃ ০১৭২৩৫১১২৫৩

সম্পাদনা পরিষদ

সুলতানুল মুনাজেরীন, আল্লামা মুফতী আবু নাছের জেহাদী ছাহেব।
মুফতী মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক উছমানী ছাহেব, নেত্রকোনা।
মুফতী মাওলানা আবুল কাশেম জেহাদী ছাহেব, ঢাকা।
মুফতী মাওলানা মাসুদুর রহমান হামিদী, ঠাকুরগাঁও।
মুফতী মাওলানা জহিরুল ইসলাম ফরিদী, ফরিদপুর।
মুফতী শহিদুল্লাহ বাহাদুর, কুমিল্লা।

গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত।
প্রথম প্রকাশ ঃ ১ই নভেম্বর, ২০১৫ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ: ৫ অক্টোবর, ২০১৯ ইং।

প্রচ্ছদঃ শেখ সরওয়ার হুসাইন।
পরিবেশনায়ঃ *আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ।*
শুভেচ্ছা হাদিয়া ১৫০/= টাকা

যোগাযোগঃ দেশ-বিদেশের যে কোনো স্থানে বিভিন্ন সার্ভিসের মাধ্যমে কিতাবটি সংগ্রহ করতে মোবাইলঃ **০১৭২৩-৫১১২৫৩**

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সকল প্রসংশা আল্লাহর যিনি সমস্থ ভূ-মন্ডলে মালিক ও মহান স্রষ্টা। সালাত ও সালাম প্রিয় নবীজি রাসূলে পাক (দঃ) এর প্রতি যিনি আল্লাহ তা'লার একান্ত বন্ধু এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতের রহমত ও সর্বশেষ নবী। এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বাইত, খোলাফায়ে রাশেদীন, উম্মাহাতুল মু'মেনীন, শোহাদায়ে কেরাম তামামের প্রতিও।

প্রিয় মুসলীম ভাই ও বোনেরা! ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং আমরা শান্তিতে বিশ্বাসী। এই শান্তি প্রিয় মুসলীম সমাজে বিভ্রান্তির ও অশান্তির উদ্দেশ্যে তথাকথিত এক শ্রেনির নামধারী উলামা আশেকের পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) এবং মিলাদ উপলক্ষ্যে কিয়াম সম্পর্কে নানা ভাবে ভ্রান্ত ফতোয়া দিয়ে বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ বলছে, মিলাদ-কিয়ামের কোন ভিত্তি নেই, ইহা বিদয়াত নাজায়েয ইত্যাদি। অথচ পবিত্র কোরআন ও রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর সুন্নাহ'র মধ্যে মিলাদ-কিয়ামের পক্ষে অসংখ্য দালায়েল রয়েছে। পাশাপাশি অসংখ্য ফকিহ্, মোজাদ্দিদ, মুজতাহিদ, আউলিয়ায়ে কেরাম ও ইমামগন মিলাদ কিয়ামের আমল করেছেন এবং এর পক্ষে ফাতওয়া দিয়েছেন।

তাই সরলমনা সুন্নী মুসলমানদের ঈমান রক্ষার সহযোগী হিসেবে আমি ছহীহ্, সঠিক ও বিশুদ্ধ বর্ননা সহকারে মিলাদ-কিয়ামের পক্ষে এই বই খানা লিখলাম। এর নাম রাখলাম "ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) ও কিয়াম"। মুদ্রনের ক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব নির্ভূল করার চেষ্টা করেছি। এর পরও ভুল থাকাটা স্বাভাবিক। মহৎ পাঠকগন ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, ইহাই আশা করি। কোন ভুল-ত্রুটি কারো দৃষ্টি গোচর হলে আমাকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করব ইনশা আল্লাহ। সকলের মঙ্গল কামনায়, ইতিঃ-

মুফ্‌তি আলাউদ্দিন জেহাদী।
মোবাঃ ০১৭২৩৫১১২৫৩

উৎসর্গ

আরেফে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, মুজাদ্দেদে জামান,
বিশ্বওলী, আমার দয়াল পীর, দস্তগীর,
খাজাবাবা শাহ্‌সূফী হযরত মাওলানা
ফরিদপুরী নকশ্‌বন্দী মুজাদ্দেদী (ক্বুঃ ছেঃ আঃ) ছাহেবের–
দস্ত মোবারকে।

সূচী পত্র ঃ

'ঈদে মিলাদুন্নবী' শব্দের অর্থ
মুসলমানের ঈদ কয়টি?
প্রথম ঈদ জুময়ার দিন
দ্বিতীয় ঈদ আরাফার দিন
তৃতীয় ঈদ মিলাদুন্নবী (দঃ)
কোন নেয়ামত প্রাপ্তি উপলক্ষে ঈদ পালন
নিবীজির মিলাদে খুশি হওয়ায় কাফেরও উপকৃত হয়েছে
মিলাদুন্নবী পালনকারীরা লাহাবী নাকি সুন্নী
মিলাদ উপলক্ষে প্রিয় নবীজিকে সালাম দেওয়ার কারণ
নবীজির (দঃ)'র মিলাদের কথা কোরআনেও আছে
নবীজি (দঃ) নিজেই স্বীয় 'মিলাদের' আলোচনা করেছেন
হযরত ঈসা (আঃ) কর্তৃক আমাদের নবীর মিলাদের আলোচনা
হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর মিলাদ পাঠ
নবী পাক (দঃ)'র মিলাদ সম্পর্কে সাহাবীগণের আলোচনা
মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আনন্দ র‍্যালী বা জুলুছ করা
মিলাদ কিয়ামের পরবর্তী ইতিহাস
মিলাদ কিয়ামের কিছু ফজিলত ও ভিত্তি
পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে কিয়াম
প্রিয় নবীজি (দঃ) নিজেই اَلْقِيَام কিয়াম করেছেন
সাহাবীগণ اَلْقِيَام কেয়াম করেছেন
হযরত মূসা (আঃ) দাঁড়িয়ে সালাত পাঠ করা
মসজিদে প্রবেশের সময় প্রিয় নবীজির উপর দাঁড়িয়ে সালাত ও সালাম
হাস্‌সান বিন ছাবেত (রাঃ) এর দাঁড়িয়ে শানে মুস্তফা পাঠ
ঘরে প্রবেশের সময় প্রিয় নবীজিকে দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়া
ফোকাহাদের দৃষ্টিতে মিলাদ শরীফ
হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) ও ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রঃ) এর ফাতওয়া
ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রঃ) এর আরো একটি ফাতওয়া
ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রঃ) এর আরো একটি ফাতওয়া
ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইউছুফ ছালেহী শামী (রঃ) এর ফাতওয়া

ইমাম জহিরুদ্দিন জাফর তাজমিনাতী (রঃ) এর ফাতওয়া
ইমাম হাফিজ ইবনে জাওযী (রঃ) এর ফাতওয়া
ইমাম আবুল ফারায ইবনে জাওযী (রঃ) এর ফাতওয়া
ইমাম নববীর উস্তাদ ইমাম আবু শামা (রঃ) এর ফাতওয়া
ইমাম শামছুদ্দিন ইবনে জাওযী (রঃ) এর ফাতওয়া
ইমাম ছাখাভী (রঃ) ও ইমাম কাস্তালানী (রঃ) এর ফাতওয়া
ইমাম ছাখাভী (রঃ) এর আরেকটি ফাতওয়া
হাফিজ ইবনে তাইমিয়া এর ফাতওয়া
আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রঃ) (ওফাত ১২৫২ হি:) এর ফাতওয়া
ইমাম হাফিজ ইবনে হাজার মক্কী (রঃ) এর ফাতওয়া
ইমাম হাফিজ ইবনে হাজার মক্কী (রঃ) এর আরেকটি ফাতওয়া
শাহ্ আব্দুর রহিম মুহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ) এর আমল

ফোকাহাদের দৃষ্টিতে মিলাদের কিয়াম

ইমাম হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) এর ফাতওয়া
ইমাম শরফুদ্দিন নববী (রঃ) (ওফাত ৬৭৬ হিজরী) এর ফাতওয়া
মুজতাহিদ ইমাম তক্বিউদ্দিন সুবকী (রঃ) এর আমল
আল্লামা নূরুদ্দিন আলী হালভী (রঃ) এর ফাতওয়া
ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) এর ফাতওয়া
ইমাম গাজ্জালী (রঃ) এর ফাতওয়া
শায়েখ আব্দুল হাক্ব মুহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ) এর আমল
মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরীর ফাতওয়া
মাওলানা আব্দুল হাই লাখনভী (রঃ) এর ফাতওয়া
হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ) এর আমল
মাওঃ আশরাফ আলী থানভীর ফাতওয়া
মাওলানা শামছুল হক্ব ফরিদপুরী (রঃ) এর ফাতওয়া
মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক ফুরফুরাবী (রঃ) এর ফাতওয়া
মাওলানা হুছাইন আহমদ মাদানীর ফাতওয়া
কাবার ইমাম মাওঃ সৈয়দ আছগর আহমদ (রঃ) এর আমল
মু'মীনগণ যা ভাল জানেন আল্লাহর কাছেও তা ভাল
ইসলাম ধর্মে সু-রীতির প্রতি উৎসাহ প্রদান

ইমামগণ গোমরাহীর উপর ঐক্যমত হবেনা
বিদয়াতের সংজ্ঞা ও মিলাদ-কিয়ামের অবস্থান
বিদয়াতের প্রকারভেদ
“প্রত্যেক বিদয়াত গোমরাহী” ইহার ব্যাখ্যা
নবীজির জন্মদিন ঈদ হলে ঐ দিন রোজা রাখার কারণ কি?
কিয়ামে ‘আগে সালাম পরে কালাম’ না হয়ে আগে কালাম পরে সালাম কেন?
‘ইয়া নবী সালামু আলাইকা’ বাক্যটি বিশুদ্ধ কিনা
সালাম দেওয়ার বিশুদ্ধ পদ্ধতি
কেয়ামের বিপরীতে আবু উমামা (রাঃ) এর হাদিসের ব্যাখ্যা
কেয়ামের বিপরীতে আনাস (রাঃ) এর হাদিসের ব্যাখ্যা
কেয়ামের বিপরীতে মুয়াবিয়া (রাঃ) এর হাদিসের ব্যাখ্যা
নবীজির জন্ম কি ১২ই রবিউল আওয়াল?
জন্মদিবস পালন করব নাকি ওফাত দিবস?
প্রিয় নবীজি (দঃ)’র ইন্তেকাল কি ১২ রবিউল আওয়াল?
মিলাদ শরীফ পাঠের নিয়ম ও কাছিদা

'ঈদে মিলাদুন্নবী' শব্দের অর্থ

প্রথমেই আলোচনা করব ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) নিয়ে। ঈদ (عيد) শব্দের বাংলা অর্থ আনন্দ, খুশি ইত্যাদি। **مِيلاَد** (মিলাদ) এর বাংলা অর্থ জন্ম সময়, আগমন সময় ইত্যাদি। এখানে **مِيلاَد** (মিলাদ) শব্দটি কালবাচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং **مِيلاد النبي** মিলাদুন্নবী অর্থ নবী করিম (দঃ) এর জন্ম সময় বা আগমনের সময় (وقت ولادة)। সহজ ভাষায় বলা চলে মিলাদুন্নবী অর্থ নবী (দঃ) এর জন্ম বা আগমন। পরিভাষায় বলা যায়, নবী পাক (দঃ) এর জন্মদিন তথা প্রিয় নবীজির আগমন উপলক্ষে আল্লাহর শুকরিয়ার্থে শরিয়ত সম্মতভাবে খুশি বা আনন্দ উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠান করাই হলো ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ)। অনেকে দাবী করেন, **مِيلاَد** শব্দটি (**اسم الة**) বা যন্ত্রবাচক বিশেষ্য। তাদের এই দাবী যথার্থ নয়। কারণ পূর্বসূরী ইমামগণ কেউ এরূপ অর্থ গ্রহণ করেননি। হাদিস শরীফেও **مِيلاَد** (মিলাদ) শব্দটি জন্মদিন বা জন্ম সময় তথা ইসমে জরফ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন উছমান (রাঃ) বলেছেন: **وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي المِيلاَدِ** -"আমি তাঁর মিলাদ তথা জন্ম থেকে এগিয়ে।"[১]

এখানে **مِيلاَد** (মিলাদ) শব্দের অর্থ নেওয়া হয়েছে ইসমে জরফ হিসেবে। যেমন আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে মুকার্‌রাম আফরিকী (রঃ) বলেন: **ومِيلادُ الرجل اسم الوقت الذي وُلِدَ فيه** -"ব্যক্তির মিলাদ হল সেই সময় যে সময় সে জন্মগ্রহণ করেছে।" (লিছানুল আরব, ৩য় খন্ড, ৪৬৭ পৃ:, দারুস সদর, বইরুত)

আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আবী বাকর ইবনে আব্দিল কাদির রাজী (রঃ) বলেন: **مِيلاَد الرجل اسم الوقت الذي وُلِد فيه** -"কোন ব্যক্তি যে সময় জন্মগ্রহণ করেন সে সময়ের নাম হল মিলাদ।" (মুখতারুছ ছিহাহ্‌, ১ম খন্ড, ৭৪০ পৃ:)

আল্লামা ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ জাওহারী (রঃ) বলেন:

---

[1] ইমাম বায়হাক্বী: দালায়েলুন্নবুয়্যাত, ১ম খন্ড, ৭৯ পৃ:; তিরমিজি শরীফ, ২য় জি: ২০৩ পৃ: হাদিস নং ৩৬১৯; হাফিজ ইবনে কাছির: সিরাতে নববীয়্যা, ১ম খন্ড, ২০১ পৃ:;

وميلاد الرجل اسم للوقت الذى ولد فيه. -"কোন ব্যক্তি যে সময় জন্মগ্রহণ করবে সে সময়কে বলা হয় মিলাদ।" (ছিহাহ তাজুল লুগাত, ৩য় খন্ড, ২৬৯ পৃ:)
আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রাজ্জাক যুবাইদী (রঃ) বলেন, **والمِيلادُ الوَقْتُ** -"আর মিলাদ হল সময়।" (তাজুল আরুছ, ১ম খন্ড, ২৩৫৩ পৃ:)
আল্লামা আবু ইব্রাহিম ফারেভী (রঃ) বলেন:
وميلادُ الرَّجُلُ: اسمُ الوَقْتِ الذي وُلِدَ فيه. -"কোন ব্যক্তি যে সময় জন্মগ্রহণ করবে সে সময়কে বলা হয় মিলাদ।" (দিওয়ানুল আদাব)
রশিদিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত 'ফরহাঙ্গে জাদিদ' গ্রন্থে আছে, **ميلاد** অর্থ জন্ম, জন্মদিন। (ফরহাঙ্গে জাদিদ, ৭৯৪ পৃ:)
হাদিসের ক্ষেত্রেও **ميلاد النبي** 'মিলাদুন্নবী' শব্দটি জন্মকাল বা জন্মসময় সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ইমাম তিরমিজি (রঃ) স্বীয় জামে গ্রন্থে বাবের মধ্যে লিখেছেন,
بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيلَادِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"অনুচ্ছেদ, নবী পাক (দঃ) এর জন্মের বিষয়ে যা এসেছে।" (তিরমিজি শরীফ, ২০৩ পৃ:)
অতএব, **مِيلاَد** মিলাদ শব্দটিকে কোন ইমাম **اسم الة** 'ইসমে আলাহ' যন্ত্রবাচক বিশেষ্য হিসেবে গ্রহণ করেননি বরং তারা নবীজির জন্মদিন বা জন্মকাল সম্পর্কে অর্থ গ্রহণ করেছেন। প্রিয় নবীজি (দঃ) এর মিলাদ উপলক্ষ্যে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করা মু'মীনের অবশ্যই উচিৎ। এ দিকে লক্ষ্য করে হিজরী **নবম শতাব্দির মুজাদ্দিদ, বিশ্ব বরেন্য মুহাদ্দিছছ ও হাফিজুল হাদিস, আল্লামা ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রাঃ)** বলেছেন,
قال الامام السيوطي قدس سره فيستحب لنا أيضا إظهار الشكر بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك
-"ইমাম ছিয়তী কাদ্দাছা ছির্‌রাহু বলেছেন: রাসূলে পাক (দঃ) এর মিলাদ উপলক্ষে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা, লোকজন জমায়েত করা, মানুষকে খাবার পরিবেশন করা ও অনুরূপ নেক কাজ করা মুস্তাহাব।"[২]

---

[2] আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী: তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৬৪ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: আল হাবী লিল ফাত্ওয়া, ১ম খন্ড, ২২৫ পৃ:; আল্লামা নুরুদ্দিন হালভী: ছিরাতে হলভীয়া, ১ম খন্ড, ১২৪ পৃ:;

মুসলমানের ঈদ কয়টি?

আমাদের সমাজে কিছু সংখ্যক ওহাবী আকিদা সম্পন্ন লোকদের ধারণা হলো: মুসলমানের ঈদ মাত্র দু'টি। তারা বলে থাকেন, ঈদে মিলাদুন্নবী কোথায় পেল। কিন্তু তাদের জানা উচিৎ যে, পবিত্র কোরআন ও হাদিস থেকে প্রমাণিত আছে **মুসলমানের ঈদ হলো নূন্যতম মোট পাঁচটি**, যথা:

১. ঈদুল ফিতরের দিন,
২. ঈদুল আদ্বহার দিন,
৩. আরাফার দিন,
৪. জুময়ার দিন,
৫. ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) এর দিন। প্রতিটি ঈদের কথা পবিত্র কোরআন ও ছহীহ্ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত আছে। নিচের এ বিষয়ের দলিল-আদিল্লাহ গুলো লক্ষ্য করুন:-

প্রথম ঈদ জুময়ার দিন

ছহীহ্ হাদিস থেকে জানা যায়, মুসলমানের একটি ঈদের দিন হল 'ইয়াউমুল জুময়া' তথা জুময়ার দিন। অর্থাৎ জুময়ার দিন মুসলমানের জন্য ঈদের দিন। যেমন নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন,

حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال: حدثنا علي بن غراب، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عبيد بن السباق، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله تعالى عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا يَوْمَ عِيدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ**

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (দঃ) এক জুময়ার দিন বললেন: এই দিনকে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্য ঈদ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।"[৩]

এই হাদিসের সনদ সম্পূর্ণ ছহীহ্। এ বিষয়ে অপর হাদিসে উল্লেখ আছে,

---

[3] মুসনাদে শাফেয়ী, ৬২ পৃ:; সুনানে ইবনে মাজাহ, ৭৭ পৃ: হাদিস নং ১০৯৮; মুয়াত্তা ইমাম মালেক; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল আওছাত, হাদিস নং ৭৩৫৫; ইমাম কাস্তালানী: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খন্ড, ১৫৭ পৃ:; তুহফাতুল আশরাফ, হাদিস নং ৫৮৭০; মুসনাদে জামে' হাদিস নং ৬০৪৬; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, হাদিস নং ১৩৯৯;

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ لُدَيْنٍ الْأَشْعَرِيِّ، **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ،**

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলে করিম (দঃ) কে বলতে শুনেছি, রাসূল (দঃ) বলেছেন: নিশ্চয় জুময়ার দিন ঈদের দিন।"[৪]

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম হাকেম (রঃ) বলেন, **هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ**

-"এই হাদিসের সনদ ছহীহ্।"[৫]। এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে,

ذكره ابن شاهين فى الصحابة، وروى بسنده إلى أسد ابن موسى، عن معاوية بن صالح، عن أبى بشر: مؤذن دمشق **عَنْ عَامِرِ بْنِ لُدَيْنٍ الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِيدُكُمْ**

-"সাহাবী হযরত আমের ইবনে লুদাইন আল-আশয়ারী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (দঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: নিশ্চয় জুময়ার দিন ঈদের দিন।"[৬]

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম হায়ছামী (রঃ) বলেন,

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. -"ইমাম বাজ্জার হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, এর সনদ হাছান।"[৭]। এ সম্পর্কে আরেকটি হাদিস রয়েছে,

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَمِينَةَ، ثنا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ

---

[4] মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহবিয়া, হাদিস নং ৫২৪; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ৮০২৫ ও ১০৮৯০; ছহীহ্ ইবনে খুজাইমা, হাদিস নং ২১৬১; ইমাম তাহাবী: শরহে মাআনিল আছার, হাদিস নং ৩৩১৪; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ১৫৯৫; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ৩৫৮৪; ইমাম বায়হাক্বী: ফাদ্বাইলে আওকাত, হাদিস নং ২৮৭; ইমাম ছিয়তী: ফাতহুল কবীর, হাদিস নং ৪২৯৭; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ২৩৯৩৩;

[5] মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ১৫৯৫;

[6] হাফিজ ইবনে কাছির: জামেউল মাসানিদ ওয়াছ সুনান, হাদিস নং ৫৬৪৩; হাফিজ ইবনে হাজার: আল ইছাবা, ৫ম খন্ড, ১৩৫ পৃ: ৬৫৭৮ নং রাবী 'আমের ইবনে লুদাইন' এর ব্যাখ্যায়; ইমাম ইবনুল আছির: উছদুল গাবা, ৩য় খন্ড, ১৩৬ পৃ: ২৭২৭ নং রাবী 'আমের ইবনে লুদাইন' এর ব্যাখ্যায়; কাশফুল আসতার আন জাওয়াইদিল বাজ্জার, হাদিস নং ১০৬৯; ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ৫২১১; ইমাম আসকালানী: তালখিছুল হাবির, হাদিস নং ৯৩৭;

[7] ইমাম হায়ছামী: মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ৫২১১;

الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ عِيدُكُمْ هَذَا وَالْجُمُعَةُ،**

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (দঃ) এর যুগে দুইটি ঈদ একত্রে হয়েছিল। তখন রাসূল (দঃ) বললেন: অবশ্যই দুই ঈদ একত্রিত হয়েছে একটি হল এই (ঈদুল ফিতর) এবং আরেকটি হচ্ছে 'জুময়ার দিন'।"[৮]

অতএব, উল্লেখিত হাদিস সমূহ দ্বারা স্পষ্ট প্রতিয়মান হয়, মহান আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল (দঃ) উম্মতের জন্য জুময়ার দিনকে **ঈদের দিন হিসেবে** নির্ধারণ করেছেন। তাই মশহুর পর্যায়ের হাদিস দ্বারা জুময়ার দিন ঈদের দিন হিসেবে নির্ধারিত। লক্ষ্য করুন! যারা বলে থাকে যে, মুসলমানের মাত্র ২টি ঈদ। তাদের প্রতি আমার জিজ্ঞাসা, স্বয়ং আল্লাহ তা'লার নির্ধারিত ও নবী করিম (দঃ) এর ঘোষিত জুময়ার দিনকে ঈদের দিনের হিসাব থেকে কোন স্পর্দায় বাদ দিবেন?

দ্বিতীয় ঈদ আরাফার দিন

ছহীহ্ হাদিস মোতাবেক মুসলমানদের জন্য দ্বিতীয় ঈদের দিন হলো আরাফার দিন। যেমন এ বিষয়ে হাদিস শরীফে আছে,

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، **عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} وَعِنْدَهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ: لَوْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ عَلَيْنَا لاَتَّخَذْنَا يَوْمَهَا عِيدًا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ.**

-"আম্মার ইবনে আবী আম্মার (রঃ) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তেলাওয়াত করলেন: ..... **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** । তখন তাঁর নিকট এক ঈহুদী ছিল। সে বলল: যদি এই আয়াত আমাদের উপর নাজিল হতো তাহলে আমরা ঐ আয়াত নাজিলের দিনকে ঈদ হিসেবে গ্রহন করতাম। ইহা শুনে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন: এই আয়াত যেদিন নাজিল

[৪] ইমাম বায়হাক্বী: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৬২৮৭;

হয়েছিল সেদিন মুসলমানের দুই ঈদের দিন ছিল, তাহলো: জুময়ার দিন ও আরাফার দিন।"[৯]

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আরাফার দিন ও জুময়ার দিন মুসলমানদের ঈদের দিন। আফছুছ! ওহাবীরা এই দুটি ঈদের কথা আলোচনায়'ই আনেন না। অথচ আল্লাহর রাসূল (দঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম এই দুই ঈদের কথাও বলেছেন। তাহলে কি তারা রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর কিছু কথা মানেন আর কিছু কথা মানেন না? সুতরাং প্রমাণিত হলো, "মুসলমানের ঈদ ২টি" এই কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী। এ বিষয়ে নিচের আরেকটি হাদিসটি লক্ষ্য করুন:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمُلَيْحِيُّ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَاحِ سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْنٍ أَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ أَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ **عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تقرءونها، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، قَالَ: أَيَّةُ آيَةٍ؟ قَالَ: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً، فقال عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَشَارَ عُمَرُ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ عِيدًا لَنَا.**

-"হযরত তারেক ইবনে শিহাব (রাঃ) হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় ইহুদিদের এক ব্যক্তি বললেন: হে আমিরুল মো'মেনীন! আপনারা যখন আপনাদের কিতাব থেকে একটি আয়াত পাঠ করেন, ঐ আয়াত যদি আমাদের উপর নাজিল হতো তাহলে আমরা ঐ দিনকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করতাম। উমর (রাঃ) বললেন: কোন আয়াত? সে বলল: (**دِينَكُمْ... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ**) তখন হযরত উমর (রাঃ) বললেন: আমার ভাল করে জানা আছে এই আয়াত কোথায় কখন নবী পাক (দঃ) এর উপর নাজিল হয়েছে। নবী (দঃ) তখন আরাফায় জুময়ার দিন দাঁড়ানো

---

[9] ছহীহ্ বুখারী, হা: নং ৪৬০৬; তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ৩০৪৪; মেসকাত শরীফ, ১২২ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ৪২৬ পৃ:; আশিয়াতুল লুময়াত; তাফছিরে তাবারী শরীফ, ৬ষ্ঠ জি: ৮৮ পৃ:;

ছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) ইশারা করলেন যে, ঐ দিন গুলো আমাদের ঈদের দিন।"[১০]

এই হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের আকিদা মোতাবেক আরাফার দিন ও জুময়ার দিন মুসলমানের ঈদের দিন। যা আল্লাহর রাসূল (দঃ) এর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়। যেমন এ বিষয়ে আরেকটি হাদিসে আছে,

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ خَمْسَةُ أَعْيَادٍ: جُمْعَةٌ وَعَرَفَةُ وَعِيدُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ،

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: (**الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...**) এই আয়াত নাজিলের দিন ৫টি ঈদের দিন ছিল: ১. জুময়ার দিন, ২. আরাফার দিন, ৩. ইহুদীদের ঈদের দিন, ৪. নাছারাদের ঈদের দিন, ৫. মজুসদের ঈদের দিন।"[১১]

এই হাদিসও প্রমাণ করে যে, জুময়ার দিন ও আরাফার দিন মুসলমানদের ঈদের দিন। জুময়ার দিনকে নবী পাক (দঃ) ঈদের দিন বলেই ক্ষান্ত নয়। তিনি জুময়ার দিন প্রসঙ্গে আরও বলেছেন:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري، **عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ الْمُنْذِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمُ الْفِطْرِ**

-"হযরত আবী লুবাবা ইবনে আব্দুল মুনজির (রাঃ) বলেন, রাসূলে করিম (দঃ) বলেছেন: নিশ্চয় জুময়ার দিন সকল দিনের সর্দার এবং আল্লাহর নিকট ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আদ্বহার চেয়ে অধিক উত্তম।"[১২]

---

[10] ইমাম বাগভী: তাফছিরে মায়ালেমুত্তানজিল, ২য় খন্ড, ১২৬ পৃ:; ইমাম ইবনে জারির: তাফছিরে তাবারী শরীফ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৮৮ পৃ:;

[11] ইমাম বাগভী: তাফছিরে মায়ালেমুত্তানজিল, ২য় খন্ড, ১২৬ পৃ:;

[12] মেসকাত শরীফ, ১২০ পৃ:; সুনানে ইবনে মাজাহ, ৭৬ পৃ: হাদিস নং ১০৮৪; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কবীর, হাদিস নং ৪৫১১; ইমাম আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ৩৬৬ পৃ:; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ২৭১২; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৫৫১৬; মুসনাদে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৮১৪; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ৪১২ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, ৩য় খন্ড, ৪৩০ পৃ:; হাফিজ ইবনে কাছির:

তাই মুসলমানদের মাত্র দুটি ঈদ বলা মূর্খতা বৈ কিছুই নয়। আল্লাহর নবী (দঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম জানেন মুসলমানের আরো ঈদ আছে, আর ওহাবীরা বলেন আর কোন ঈদ নেই (নাউজুবিল্লাহ)। এখন প্রশ্ন হলো আমরা ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) কোথায় পেলাম। লক্ষ্য করুন:-

তৃতীয় ঈদ মিলাদুন্নবী (দঃ)

মুসলমানের সবচেয়ে বড় আনন্দের বা খুশিন দিন হল তাদের নবীর আগমনের দিন যাকে ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) বলা হয়। আর এ বিষয়টি সরাসরি কোরআন থেকেই প্রমাণিত, যেমন মহান আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেন,

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا

-"ওহে নবী! আপনি বলুন, আল্লাহর ফজল ও রহমত দ্বারা এমনিভাবে তোমরা খুশি বা ঈদ উদযাপন করো।" (সূরা ইউনুছ: ৫৮ নং আয়াত)।

এই আয়াতে মহান আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন রহমত পাওয়ার পরে ঈদ বা খুশি উদযাপন করি। আল্লাহর নির্দেশ মানা আমাদের জন্যে ফরজ। আর আমরা সকলেই অবগত আছি যে, প্রিয় নবীজি (দঃ) সারা জাহানের রহমত। যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন: **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ**

-"আমি আপনাকে সারা জাহানের রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি।" (সূরা আম্বিয়া: ১০৭ নং আয়াত)।

সুতরাং সবচেয়ে বড় রহমত এমনকি রহমতেরও রহমত হলো রাহমাতুল্লিল আলামিল। এই আয়াতের তাফছির প্রসঙ্গে ফকিহ্ সাহাবী ও রইছুল মুফাচ্ছেরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন,

وأخرج أبو الشيخ **عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الفضل العلم والرحمة محمد صلّى الله عليه وسلم.**

জামেউল মাসানিদ ওয়াস সুনান, হাদিস নং ১৫৮০; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ২১০৬১; ইমাম ছিয়তী: ফাতহুল কবীর, হাদিস নং ৪২৯৬;

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: নিশ্চয় 'ফাদ্বল' হলো ইলিম আর 'রহমত' হলো নবী মুহাম্মদ (দঃ)।"[১৩]

ইমাম আবু হাইয়ান মুহাম্মদ ইবনু ইউছুফ আন্দালুছী (রঃ) ওফাত ৭৪৫ হিজরী তদীয় কিতাবে এভাবে উল্লেখ করেছেন,

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيمَا رَوَى الضَّحَّاكُ عَنْهُ: الْفَضْلُ الْعِلْمُ وَالرَّحْمَةُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যা তিনার থেকে বর্ণনা করেছেন দ্বাহ্হাক (রঃ) নিশ্চয় 'ফাদ্বল' হলো ইলিম আর 'রহমত' হলো নবী মুহাম্মদ (দঃ)।"[১৪]

সুতরাং র'ইছুল মুফাচ্ছেরীন ও ফকিহ্ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) যিনি নবীজির আপন চাচাত ভাই। তিনি প্রায় ১৪শত বৎসর পূর্বে তাফছির করেছেন যে, 'রহমত' দ্বারা মুরাদ হলো নবী করিম (দঃ), আর পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ নবী পাক (দঃ) কে সারা জাহানের রহমত বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লামা হাফেজ ইবনে কাছির (রঃ) তাঁর কিতাবে নবীজির এক হাজার লকব বা উপাধির কথা উল্লেখ করেন, তাঁর মধ্যে একটি হলো: (**الرَّحْمَة نَبِي**) নাবিউর রহমত।[১৫]

সুনানে ইবনে মাজাহ এর ৯৯ পৃ:, সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরিমিজি, ইমাম বুখারীর তারিখে, তাবারানী ও আত্তারগীব ওয়াত তারহীব কিতাবে একখানা ছহীহ্ হাদিস উল্লেখ আছে, নবী পাক (দঃ) জনৈক এক অন্ধ সাহাবীকে এভাবে দোয়া শিখিয়েছেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك وأتوجه إِلَيْك بنبيك مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَبِي الرَّحْمَة....

-"হে আল্লাহ আপনার কাছে রহমতের নবী মুহাম্মদ (দঃ) উছিলায় প্রার্থনা করছি।" পবিত্র কোরআনের সূরা ইউনুছের ঐ রহমত দ্বারা কাকে মুরাদ

---

[13] আল্লামা আলুছী: তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ১১তম জি: ১৮৩ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: তাফছিরে দূর্রে মানছুর, ৩য় খন্ড, ৫৮০ পৃ:; তাফছিরে বাহ্রে মুহীত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৭৫ পৃ:; তাফছিরে মানার, ১১তম খন্ড, ৩৩৩ পৃ:;

[14] তাফছিরে বাহরে মুহীত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৭৫ পৃ:;;

[15] হাফিজ ইবনে কাছির: আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১ম খন্ড, ২৬০ পৃ:;

নেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে বিশ্ব নন্দিত ফকিহ আল্লামা মাহমুদ আলুছী বাগদাদী হানাফী (রঃ) চূড়ান্ত ফাতওয়া উল্লেখ করেন যে,

والمشهور وصف النبي صلّى الله عليه وسلم بالرحمة كما يرشد إليه قوله تعالى: وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ [الأنبياء: 107]

-"রহমত ছিফাতটি 'মশহুর' হলো নবী পাকের বেলায় যেমন এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেন: "অমা আরছালনাকা ইল্লা রাহমাতাল্লিল আলামিন"।[১৬]

তাই সেই রহমতে নবী (দঃ) কে পেয়ে আনন্দ, খুশি বা ঈদ পালন করার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ তা'লা দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ তা'লা বলেন: (**فَلْيَفْرَحُوا**) "ফাল্ইয়াফ্রাহু" তোমরা আনন্দিত হও বা খুশি হও অথবা ঈদ পালন করো। **عيد** বা ঈদের আরেকটি সমার্থক শব্দ হলো **فرح** ফারহুন। তাই ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) তথা নবী (দঃ) কে রহমত হিসেবে পেয়ে ঈদ উদযাপন করা সম্পূর্ণ জায়েয ও স্বয়ং আল্লাহ তা'লার নির্দেশ।

কোন নেয়ামত প্রাপ্তি উপলক্ষে ঈদ পালন

কোন বিশেষ নেয়ামত পাওয়ার পর ঐ নেয়ামত প্রাপ্তির দিনকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করার শিক্ষা পবিত্র কোরআনে রয়েছে। যেমন হযরত ঈসা (আঃ) এর উম্মতগণ আসমান থেকে মায়েদা বা আসমানী খাবার পাওয়ার পর ঐ দিনটিকে তাঁরা প্রতি বৎসর ঈদের দিন হিসেবে পালন করেছেন। যেমন আয়াত শরীফটি হলো,

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا

-"ঈসা ইবনে মরিয়ম দোয়া করলেন: হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্য অবতীর্ণ করুন যেন ইহা আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্যে ঈদ বা আনন্দের বিষয় হয়।" (সূরা মায়েদাহ: ১১৪ নং আয়াত)

আসমান থেকে 'মায়েদা' বা আসমানী খাবার পাওয়াকে কেন্দ্র করে যদি ঐ দিনকে পবিত্র কোরআনের ভাষায় 'ঈদ' হিসেবে পালন করা যায়, তাহলে যিনি সৃষ্টি না হলে আসমান-জমীন, বেহেস্ত-দোজখ,

---

[16] আল্লামা আলুছী: তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ১১তম জি: ১৮৩ পৃ:;

আল্লাহর কোন নেয়ামতই সৃষ্টি করা হতনা, সেই নবী পাক (দঃ) যেদিন এ দুনিয়ার ধরায় নেমে আসলেন সেই দিনটি অবশ্যই উম্মতে মুহাম্মদীর কাছে 'মহা ঈদের দিন' হিসেবে বিবেচ্য হবে। কারন তিনি সৃষ্টি জগতের সর্বশ্রেষ্ট নেয়ামত।

তাই প্রিয় নবীজি (দঃ) কে আল্লাহর নেয়ামত হিসেবে পেয়ে ঈদ পালন করা নবীগণের সুন্নাত। এ কারণেই আশেকে রাসূলগণ প্রিয় নবীজি (দঃ) কে নেয়ামত হিসেবে পেয় শুকরয়াতান আনন্দ প্রকাশে ঈদ পালন করে থাকে।

নিবীজির মিলাদে খুশি হওয়ায় কাফেরও উপকৃত হয়েছে

আল্লাহর হাবীব রাসূলে আকরাম (দঃ) এঁর পবিত্র বিলাদাত শরীফে খুশি হওয়াতে চির জাহান্নামী কাফের আবু লাহাবও উপকৃত হয়েছে। যেমন হাদিস শরীফে আছে,

قَالَ: عُرْوَةُ وَثُوَيْبَةُ مَوْلاَةٌ لأَبِى لَهَبٍ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ, قَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ خَيْراً ,غَيْرَ أَنِّى سُقِيتُ فِى هَذِهِ بِعَتَاقَتِى ثُوَيْبَةَ.

-"হযরত উরুয়া (রাঃ) বলেন, ছুহাইবা আবু লাহাবের দাসী ছিলেন। আবু লাহাব তার দাসীকে (নবীজির জন্ম দিনে খুশি হয়ে) আজাদ করেছিল। ছুহাইবিয়া প্রিয় নবীজিকে দুধ পান করিয়েছিলেন। আবু লাহাবের মৃত্যুর পর তার কোন এক আহল (আব্বাস রা:) সপ্নে দেখেন তার অবস্থা শোচনীয়। স্বপ্নে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার অবস্থা কেমন? আবু লাহাব উত্তরে বলল: আপনাদের নিকট থেকে আসার পর আমি শান্তি পায়নি, শুধু আমি (নবীজির জন্ম দিনে খুশি হয়ে তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা) ইশারা করে ছুহাইবিয়াকে মুক্ত করেছিলাম। সে কারণে আমি প্রতি সোমবার ঐ আঙ্গুল চুষে আজাব নিরশন করি।"[১৭]

---

[17] ছহীহ্ বুখারী শরীফ, ২য় জি: ৭৬৪ পৃ: হাদিস নং ৫১০১; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, ৯ম খন্ড, ৭৬ পৃ:; ফাতহুল বারী; হাফিজ ইবনে কাছির: আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১ম খন্ড, ২৭৯ পৃ:;

এই হাদিস থেকে শিক্ষা নেওয়া যায় যে, ***আবু লাহাবের মত একজন কাফের যদি নবী পাকের মিলাদে বা জন্মে খুশি হওয়ার কারণে আল্লাহ পাক তার আজাব নিরশন করে দেন, তাহলে আমরা তাঁর উম্মত হওয়ার পরে নবীজির মিলাদে আনন্দিত হলে অবশ্যই আল্লাহ তা'লা আমাদের প্রতি আরো বেশী এহ্ছান করবেন।***

আবু লাহাবের এই ঘটনা বিশ্ব বাসির জন্যে নিদর্শন যে, রাসূলে পাক (দঃ) এর মিলাদ-এ খুশি হলে আল্লাহ পাক তাদের প্রতি অধিক এহ্ছান করবেন। অনেকে হয়ত ভাববেন যে, স্বপ্নের হাদিস কি দলিল হয়? জবাবে বলব: সাহাবীদের কউল, ফেল ও তাকরীর অবশ্যই হাদিসের অন্তর্ভূক্ত, আর এই হাদিস হযরত আব্বাস (রাঃ) এর কউল হিসেবে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হাদিস। আর ইহা যদি গ্রহণযোগ্য না হতো তাহলে ইমাম বুখারী (রঃ) এর মত মুহাদ্দিস ইহা গ্রহণ করতেন না এবং বুখারী শরীফে স্থান দিতেন না। এই হাদিসের ব্যাপারে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বলেন: হযরত আব্বাস (রাঃ) এর স্বপ্ন আবু লাহাবের আজাব লাগব হওয়ার ব্যাপারে নবীজির সাথে সম্পৃক্ত থাকায় গ্রহণযোগ্য।[১৮]

এ কারণেই বিশ্ব বরণ্য ফকিহ্ ও শারিহে বুখারী আল্লামা ইমাম কাস্তালানী (রঃ) তদীয় কিতাবে বলেন:

فرحم الله امرآ اتخذ ليالى شهر مولده المبارك أعيادا، -"মহান আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে রহমত দান করুক যিনি রাসূল (দঃ) মিলাদের মোবারক রজনীকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।"[১৯]

মিলাদুন্নবী পালন কারীরা লাহাবী নাকি সুন্নী?

অনেকে বলেন: প্রিয় নবীজির মিলাদে খুশি হয়েছে জাহান্নামী আবু লাহাব, তাই যারা ঈদে মিলাদুন্নাবী তথা নবীর মিলাদে খুশি হবে তারা "লাহাবী"। অথচ তারা এটা চিন্তা করেনা যে, প্রিয় নবীজি (দঃ) মিলাদে খুশী হওয়াতে স্বয়ং আল্লাহ পাক চির জাহান্নামী আবু লাহাবকে পর্যন্ত আজাব নিরশন করে

---

[18] ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ৯ম খন্ড, ১৫৪ পৃ:;

[19] ইমাম কাস্তালানী: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, ১৪৮ পৃ:;

দিয়েছেন। তাহলে দয়াল নবীর মিলাদে খুশি প্রকাশ করলে ইমানদারকে অবশ্যই আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ মাফ করবেন ও জান্নাতে দাখিল করবেন।
লক্ষ্য করুন! নবী করিম (দঃ)'র মিলাদে খুশি হওয়ার কারণে স্বয়ং আল্লাহ তা'লা আবু লাহাবের প্রতি এহ্ছান করেছেন এবং প্রতি সপ্তাহে নবীর মিলাদের দিনে আল্লাহ তা'লা আবু লাহাবকে জান্নাতী পানি পান করান। বলুন! নবী পাক (দঃ) এর মিলাদে খুশি হওয়াতে আল্লাহ তা'লা নাখোশ না হয়ে বরং খুশি হলেন কেন? তাহলে কি আল্লাহ তা'লাও 'লাহাবী'? (নাউজুবিল্লাহ)

মিলাদ উপলক্ষে প্রিয় নবীজিকে সালাম দেওয়ার কারণ

অনেকের প্রশ্ন রাসূল (দঃ) জন্ম হয়েছে এতে আনন্দিত হব কিন্তু এই উপলক্ষে রাসূল (দঃ) এর উপর সালাতু সালাম দেওয়ার কারণ কি? বছরের সব দিনই রাসূল (দঃ) এর উপর সালাতু-সালাম পাঠ করার বিধান আছে তারপরেও রাসূল (দঃ) এর পৃথিবীতে জন্মদিনে খাছ করে সালাম পাঠের কারণ হল, মহান আল্লাহ তা'লা পবিত্র কোরআনের এরশাদ করেন:

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

-"আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব।" (সূরা মারিয়াম: ৩৩ নং আয়াত)
এই সালামটা ছিল আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে ঈসা (আঃ) এর প্রতি। যেমন তাফছিরে জালালাইনে উক্ত আয়াতের তাফছিরে উল্লেখ আছে **وَالسَّلَام مِنْ اللّٰه** -"সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে।" লক্ষ্য করুন, হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্মদিন, মৃত্যুদিন ও পুনরুজ্জীবিত হওয়ার দিনে সালাম পাঠ করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় জন্মদিনে অথবা মৃত্যুদিনে সালাম পাঠ করা কোরআন অনুযায়ী বৈধ। তাই ঈসা নবীরও নবী, রাহমাতুল্লিল আলামিন হুজুরে পুরনূর (দঃ) এর জন্মদিনে সালাম পাঠ করাটা অবশ্যই অতীব উত্তম কাজ।

নবীজির (দঃ)'র মিলাদের কথা কোরআনেও আছে

সাধারণত আমাদের দেশে মিলাদুন্নবী (দঃ) পালন হয় এভাবে যে, নবী পাক (দঃ) এর জন্ম মুবারক বা আগমন সম্পর্কে আলোচনা করা কারণ এতে নবীজির প্রতি তাজিম ও মহব্বত পয়দা হয়। সর্বপ্রথম নবী করিম

(দঃ) এর মিলাদ সম্পর্কে আলোচনার অনুষ্ঠান বা নবী পাক (দঃ) জন্মের সম্পর্কে আলোচনার অনুষ্ঠান করেছেন মহান আল্লাহ তা'লা। যেমন পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে,

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ

-"যখন আল্লাহ তা'লা সমস্ত নবীদের কাছ থেকে ওয়াদা নিলেন যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করবো, অত:পর যখনই আমার রাসূল (দঃ) তোমাদের নিকট আসবে তখন তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে ও সাহায্য করবে।" (সূরা আলে ইমরান: ৮১ নং আয়াত)

এই আয়াত দ্বারা সরাসরি প্রমাণিত হয় যে, রোজে আজলে মহান আল্লাহ তা'লা সকল নবীদেরকে জমায়েত করে নবী পাক (দঃ) এর মিলাদ তথা নবীজির আগমন সম্পর্কীত বিষয়ে আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি সকল নবীগণকে আমাদের নবীর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই রাসূলে পাক (দঃ) এর মিলাদ তথা জন্মকাল সম্পর্কে আলোচনা করা স্বয়ং আল্লাহ পাকের সুন্নাহ। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আরেক আয়াতে আছে,

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

-"নিশ্চয় তোমাদের মধ্য হতে একজন সম্মানিত রাসূল এসেছেন, যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে তা তাঁর জন্যে কষ্ঠ দায়ক।" (সূরা তওবা: ১২৮ নং আয়াত)

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ তা'লা নবী পাক (দঃ) এর মিলাদ তথা নবীজির আগমন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এমনিভাবে আরো অনেক আয়াত রয়েছে যে গুলোতে (**لَقَدْ جَاءَكُمْ**) অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের নিকট আগমন করেছেন। তাই বলা যায় পবিত্র কোরআনে প্রিয় নবীজি (দঃ) এর আগমনের কথা বা মিলাদুন্নবীর কথা বিদ্যমান। একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, প্রিয় নবীজি (দঃ) এর মিলাদ বা আগমনের কথা পবিত্র কোরআনে ৩টি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন:

১. (**بَعَثَ**) প্রেরণ করেছি। যেমন লক্ষ্য করুন,

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ

-"নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা রাসূল (দঃ) কে প্রেরণ করে মু'মীনদের উপর চরম এহ্ছান করেছেন।" (সূরা আলে ইমরান: ১৬৪ নং আয়াত)

এই আয়াতে (**بَعَثَ**) বায়াছা দ্বারা নবীজি (দঃ) এর জন্ম বা আগমনের কথা ইঙ্গিত করেছেন, যাকে ইশারাতুন নছ বলা হয়।

২. (**جَاءَ**) এসেছে। যেমন: **قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ** - "অবশ্যই আল্লাহর তরফ থেকে তোমাদের নিকট নূরের নবী (দঃ) এসেছেন।" (সূরা মায়েদা: ১৫ নং আয়াত)

এই আয়াতে (**جَاءَ**) জায়া শব্দ দ্বারা নবী পাকের জন্মের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

৩. (**أَرْسَلَ**) পাঠিয়েছি শব্দ এসেছে। যেমন:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ -"তিনি তাঁর রাসূল কে সত্য পথ সহকারে প্রেরণ করেছেন।" (সূরা তাওবা: ৩৩ নং আয়াত)। এবং **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ** -"আমি আপনাকে সারা জাহানের রহমত ব্যতীত পাঠায়নি।" (সূরা আম্বিয়া: ১০৭ নং আয়াত)। এবং অন্য আয়াতে আছে, **يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً** -"ওহে নবী! নিশ্চয় আমি আপনাকে সারা বিশ্বের সাক্ষী, সু-সংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।" (সূরা আহযাব: ৪৫ নং আয়াত)

এই আয়াতত্রয়ে (**أَرْسَلْناكَ**) 'আরছালনাকা' শব্দ দ্বারা নবী পাক (দঃ) এর জন্মের প্রতি বা মিলাদুন্নবীর প্রতি ঈশারা করেছেন। কারণ পাঠানো শব্দটি নবীজির জন্মের প্রতি ঈশারা করে। যদি নবুয়্যাতের দ্বায়িত্ব প্রদানের সময়কে উদ্দেশ্য করা হত তাহলে বলা হত "আমি আপনাতে নবুয়্যাত দিয়েছি" নবী পাক (দঃ) স্রষ্টার প্রথম সৃষ্টি, তিনি আল্লাহর দরবারে মওজুদ ছিলেন ফলে আল্লাহ তা'লা বিশ্ব বাসির হেদায়াতের জন্যে তাঁর হাবীবকে মা আমেনা ও পিতা আব্দুল্লাহ'র মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং পবিত্র কোরআনে নবী পাক (দঃ) এর জন্মের কথা বা মিলাদুন্নবী (দঃ) এর কথা নেই বলা মূর্খতা বৈ কিছুই নয়।

নবীজি (দঃ) নিজেই স্বীয় 'মিলাদের' আলোচনা করেছেন

আল্লাহর রাসূল (দঃ) নিজেই নিজের মিলাদ তথা জন্মকালীন বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে একাধিক দলিল উল্লেখ করা যাবে। যেমন রাসূল পাক (দঃ) এর মিলাদ পাঠ সম্পর্কে নিচের হাদিসটি উল্লেখযোগ্য। ইমাম তাবারানী (রঃ) বর্ণনা করেন,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، **عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: تَذَاكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِيلَادَهُمَا عِنْدِي،**

-"হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (দঃ) ও আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) আমার কাছে উভয়ের মিলাদের আলোচনা করেছেন।"[২০]

এই হাদিসের সনদ হাছান। এই হাদিসে স্পষ্টভাবে আছে, আল্লাহর রাসূল (দঃ) নিজেই সাহাবী আবু বকর (রাঃ) কে নিয়ে মিলাদের মজলিশ করেছেন। এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثنا أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ سَهْلٍ اللَّبَّادُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ هِلَالٍ، **عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:.....أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبِشَارَةُ عِيسَى، وَرُؤْيَا أُمِّي آمِنَةَ الَّتِي رَأَتْ وَأَنَّ أُمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْهُ لَهُ نُورًا أَضَاءَتْ لَهَا قُصُورُ الشَّامِ،**

-"হযরত ইরবাজ ইবনে ছারিয়া (রাঃ) নবী পাক (দঃ) বলেন: আমি ইব্রাহিম (আঃ) এর দোয়া, ঈসা (আঃ) এর সু-সংবাদ ও আমার মায়ের চাক্ষুস দর্শন। তিনি আমাকে প্রসব কালীন সময়ে দেখেছিলেন। নিশ্চয় তাঁর মধ্য হতে একটি নূর প্রকাশিত হয়েছে যার দ্বারা শাম দেশের বড় বড় দালান গুলো আলোকিত হয়েছে।"[২১]

---

[20] ইমাম তাবারানী: মুজামুল কবীর, হাদিস নং ২৮;

[21] ইমাম হাকেম: মুস্তাদরাকে হাকেম, ৪র্থ খন্ড, ১৪৭৫ পৃ: হাদিস নং ৩৫৬৬; তিরমিজি শরীফ, ২য় জি: ২০৩ পৃ:; শায়েখ আব্দুল হক্ব: মাদারেজুন্নবুয়্যাত, ১ম খন্ড ৭ পৃ:; মেসকাত শরীফ, ৫১৩ পৃ:; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ১৩২২; ইমাম তাবারানী: মুসনাদে শামেঈন, হাদিস নং ১৯৩৯; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খন্ড, ৪৩৯ পৃ:; ইমাম বায়হাক্বী: দালায়েলুন্নবুয়্যাত, ২য় খন্ড, ৯০ পৃ:; ইমাম কাস্তালানী: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড,

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম হাকেম (রঃ) ও ইমাম যাহাবী (রঃ) বলেছেন, **هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ** -"এই হাদিসের সনদ ছহীহ্।" এই হাদিস সম্পর্কে আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বলেন,

أخرجه أحمد وصححه بن حبان والحاكم وفي حديث أبي أمامة عند أحمد نحوه

-"ইমাম আহমদ (রঃ) ইহা বর্ণনা করেছেন, ইবনে হিব্বান (রঃ) ও ইমাম হাকেম (রঃ) হাদিসটিকে ছহীহ্ বলেছেন। হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত রয়েছে।"[২২]

এই হাদিস সম্পর্কে দালায়েলুন্নবুয়াত কিতাবের হাশিয়ায় আছে, **إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ** -"এই হাদিসের সনদ ছহীহ্।" এমনকি নাছিরুদ্দিন আলবানীও হাদিসটিকে **صَحِيحٌ** ছহীহ্ বলেছেন।"[২৩]

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম হায়ছামী (রঃ) বলেন,

وَأَحَدُ أَسَانِيدِ أَحْمَدَ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، غَيْرَ سَعِيدِ بْنِ سُوِيدٍ وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

-"ইমাম আহমদ (রঃ) এর একটি সনদের সকল রাবীগণ বিশুদ্ধ, তবে সাঈদ ইবনে সুয়াইদ' ব্যতীত। অবশ্যই ইবনে হিব্বান (রঃ) তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন।[২৪]

এখানে 'সাঈদ ইবনে সুয়াইদ' হচ্ছে **سَعِيد بْن سُويد، الكَلبيّ 'সাঈদ ইবনে সুয়াইদ কালবী'**। ইমাম ইবনে হিব্বান (রঃ) তাকে বিশ্বস্তদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।[২৫]

ইমাম বুখারী (রঃ) سَعِيد بْن سُويد، الكَلبيّ সম্পর্কে 'তারিখুল কবীরে' (রাবী নং ১৫৯৩) কোন সমালোচনা করেননি। বরং পরবর্তী سَعِيد بْن سُويد নামে আরেকজন রাবী রয়েছে (রাবী নং ১৫৯৪) তার সম্পর্কে তিনি

---

৭২ পৃ:; খাছায়েছুল কোবরা; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৭১৫১; ইমাম বুখারীর তারিখে; ইমাম তাবারানী তাঁর কবীরে ও আওছাতে, ৩য় খন্ড, ১৫৮ পৃ:; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, ১ম খন্ড, ২০৭ পৃ:;

[22] ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫৮৩ পৃ: 'আলামাতে নবুয়াত ফিল ইসলাম' বাবে;

[23] আলবানী: তা'লিকাত হাছান ছহীহ্ ইবনে হিব্বান;

[24] ইমাম হায়ছামী: মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১৩৮৪৭;

[25] ইমাম ইবনে হিব্বান: কিতাবুছ ছিক্বাত: রাবী নং ৮১০৭;

বলেছেন: ولا يُتابَعُ عليه. -"তার অনুসরণ করা যাবেনা। দুঃখের বিষয় হল, অনেকে ভুল ব:শত 'সাঈদ ইবনে সুয়াইদ' এর অভিযোগ 'সাঈদ ইবনে সুয়াইদ কালবী' এর উপর বর্তাচ্ছেন।

ইমাম আবু হাতিম (রঃ) উল্লেখ করেছেন: 'সাঈদ ইবনে সুয়াইদ কালবী' হযরত এরবাজ ইবনে ছারিয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।[২৬]

'তারখে দামেস্ক' কিতাবেও (রাবী নং ২৪৮৮) উল্লেখ আছে

سَعِيد بْن سُويد، الكَلبيّ সাহাবী হযরত এরবাজ ইবনে ছারিয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। এমনকি তিনি এরবাজ ইবনে ছারিয়া (রাঃ) এর রেওয়ায়েতটিও উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী (রঃ) তদীয় কিতাবেও উল্লেখ করেছেন যে,

سَعِيد بْن سُويد، الكَلبيّ হযরত এরবাজ ইবনে ছারিয়া (রাঃ) থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।[২৭]

কিন্তু শুধু 'সাঈদ ইবনে সুয়াইদ' হযরত এরবাজ ইবনে ছারিয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেননি। যার সম্পর্কে ইমাম বূখারী (রঃ) সমালোচনা করেছেন। অতএব, ইহা ছহীহ্ হাদিস।

এই হাদিস প্রমাণিত হয় যে, রাসূলে পাক (দঃ) নিজেই নিজের জন্ম সম্পর্কীত আলোচনা তথা মিলাদের কথা আলোচনা করেছেন। সুতরাং মিলাদুন্নবী (দঃ) আলোচনা করা সুন্নাতে রাসূল। যেমন পবিত্র হাদিস শরীফে আছে,

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ شَدَّادٌ، **وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنَى هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ**

-"হযরত ওয়াছিলাতা ইবনে আছকা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (দঃ) কে বলতে শুনেছি: নিশ্চয় আল্লাহ ইসমাইলের বংশ হতে কেনানার খান্দানকে নির্বাচিত করেছেন। কেনানার খান্দান থেকে কুরাইশ বংশকে নির্বাচন

---

[26] ইমাম আবু হাতিম: জারহ ওয়া তা'দিল, রাবী নং ১১৯;

[27] ইমাম যাহাবী: তারিখে ইসলামী, রাবী নং ৯৩;

করেছেন। কুরাইশ বংশ হতে বনী হাশিম গোত্রকে নির্বাচন করেছেন। বনী হাশেম গোত্র হতে আমাকে (নবীজিকে) নির্বাচন করেছেন।"[২৮]

এই হাদিসেও নবী করিম (দঃ) নিজের মিলাদ তথা জন্মের কথা ও স্বীয় বংশীয় ধারা স্বয়ং আল্লাহর নবী (দঃ) নিজেই আলোচনা করেছেন। যেমন হাদিস শরীফে আছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، **عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ كَرَامَتِي عَلَى رَبِّي أَنِّي وُلِدْتُ مَخْتُونًا، وَلَمْ يَرَ أَحَدٌ سَوْأَتِي**

-"হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় রাসূল (দঃ) বলেছেন: আল্লাহ আমাকে একটি বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, আমি খত্না করা অবস্থায় জন্ম হয়েছি এবং আমার লজ্জাস্থান পৃথিবীর কেউ দেখেনি।"[২৯]

এই হাদিসের রাবী **سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ الْمِصِّيصِيُّ** (সুফিয়ান ইবনে মুহাম্মদ ফাযারী মিচ্ছিছি) হাদিস বর্ণনায় বাতিল নয় বরং জয়ীফ। যেমন ইমামগণের অভিমত লক্ষ্য করুন,

وقال أبو حاتم: كتبتُ عَنْهُ، وهو ضعيف قال الدارقطني: لا شيء.

-"ইমাম আবু হাতিম (রঃ) বলেন, আমি তার থেকে হাদিস লিখি, আর সে জয়ীফ। ইমাম দারে কুতনী বলেন: সে কিছু নয়।"[৩০]

وقال صالح جزرة: ليس بشيء، وقال الدارقطني: كان ضعيفا سيئ الحال في الحديث.

---

[28] ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ২২৭৬; তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ৩৬০৬; মেসকাত, ৫১২ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খন্ড, ৪২০ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৬৯৮৬;

[29] ইমাম তাবারানী: মুজামুল আওছাত, ৪র্থ খন্ড, ৩৩২ পৃ: হাদিস নং ৬১৪৮; ইমাম তাবারানী: মুজামুছ ছাগীর, ২য় জি: ৩৩৬ পৃ: হাদিস নং ৯৩৬; তারিখে বাগদাদ, ১৮৭ নং রাবীর ব্যাখ্যায়; ইবনে আসাকির: তারিখে দামেস্ক, ৩য় খন্ড, ৪১২ পৃ:; ইমাম কাস্তালানী: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড ২৪ পৃ:; হাফিজ ইবনে কাছির: জামেউল মাছানেদেউ ওয়াছ ছুনান, ২১তম জি: ৫৯৫৫ পৃ:; হাফিজ ইবনে কাছির: আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১ম খন্ড, ২৭২ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: খাছায়েছুল কোবরা, ১ম খন্ড; মাদারেজুন নবুয়্যাত, ২য় খন্ড; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৩১৯২৪; ইমাম হায়ছামী: মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১৩৮৫২; ইমাম ছিয়তী: জামেউল আহাদিস, হাদিস নং ২৪৩০২; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১ম খন্ড, ৩৪৭ পৃ:;

[30] ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ২০৯;

-"সালেহ জাযারা বলেন: সে কিছু নয়। ইমাম দারে কুতনী বলেন: তার দুর্বল অবস্থার জন্য সে জয়ীফ।"[৩১]

سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ 'সুফিয়ান ইবনে মুহাম্মদ' ছাড়াও অন্য আরেকটি সূত্রে হাদিসটি উল্লেখ আছে। যেমন:-

أَخْبرهُم إِجَازَة أبنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْحَافِظُ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا نُوحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأُبُلِّيُّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ **عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ كَرَامَتِي عَلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنِّي ولدت مختونا وَلم ير أحد سوأتي**

-"হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় রাসূল (দঃ) বলেছেন: আল্লাহ আমাকে একটি বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, আমি খত্না করা অবস্থায় জন্ম হয়েছি এবং আমার লজ্জাস্থান পৃথিবীর কেউ দেখেনি।"[৩২]

এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) ও ইমাম যিয়াউদ্দিন মাকদেছী (রঃ) বলেন,

ذكره الحافظ في اللسان، وقال: رجاله كلهم ثقات، إلا نوحا فلم أر من وثقه، وقد روى هذا الحديث الحافظ ضياء الدين في المختارة من هذا الوجه، ومقتضاه على طريقته أنه حديث حسن.

-"হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী তার 'লিছান' গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন ও বলেছেন: এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত, তবে 'নুহ্' ব্যতীত। তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন এমন কাউকে দেখিনি। হাফিজ যিয়াউদ্দিন মাকদেছী (রঃ) তার 'মুখতারাহ' গ্রন্থে এই সূত্রটি বর্ণনা করেছেন। এই সূত্রটির উপর গভীর চিন্তা করে বলেছেন নিশ্চয় ইহা **হাসান** হাছান হাদিস।"[৩৩]

এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে উমর (রাঃ) থেকেও হাদিস বর্ণিত আছে। সুতরাং নবী পাক (দঃ) এর জন্ম কালীন আশ্চর্য্য ও উল্লেখযোগ্য

---

[31] তারাজিম রিজালু দারে কুতনী, রাবী নং ৫৮৮;

[32] ইমাম যিয়াউদ্দিন মাকদেছী: আহাদিসুল মুখতারাহ, হাদিস নং ১৮৬৪; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৩২১৩৪; ইমাম ইবনে আসাকির: তারিখে দামেস্ক, ৩য় খন্ড, ৪১৪ পৃ:; ইমাম আবু নুয়াইম: দালায়েলুন্নবুয়াত, হাদিস নং ৯২; ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৩য় খন্ড, ২৪ পৃ:;

[33] ইমাম আসকালানী: লিছানুল মিযান, রাবী নং ৬১৪; এরশাদুল কাছি ওয়াদ দারানী ইলা তারাজিুম শুয়ূখু তাবারানী, ১ম খন্ড, ৬৬৩ পৃ: রাবী নং ১০৯৩;

ঘটনা সমূহ বর্ণনা করা স্বয়ং আল্লাহর নবীর সুন্নাত। আর এগুলো'ই মিলাদুন্নবীর অন্যতম অংশ। এ বিষয়ে আরেক হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، ثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ**

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: আমি সৃষ্টি জগতে প্রথম নবী এবং প্রেরিত হয়েছি সবার শেষে।"[৩৪]

এই হাদিসেও নবী (দঃ) **بَعْث** (বায়াছা) শব্দ প্রয়োগ করে প্রিয় নবীজির জন্মের বা মিলাদের প্রতি ইশারা করেছেন। এ বিষয়ে ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (রঃ) (ওফাত ৪৩০ হিজরী) তদীয় কিতাবে একটি হাদিস উল্লেখ করেন,

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ السِّنْدِيِّ، قَالَ: ثنا النَّضْرُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو غَزِيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، **عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَتْ آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبٍ أُمُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَامِهَا، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِخَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَسَيِّدِ الْعَالَمِينَ، فَإِذَا وَلَدْتِيهِ فَسَمِّيهِ أَحْمَدَ وَمُحَمَّدًا،**

-"হযরত বুরাইদা তদীয় পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: নবীজির মাতা আমেনা বিনতে ওহাব সপ্নে দেখলেন। তাকে বলা হচ্ছে, তুমি এমন এক মহান নবীর গর্ভবতী হয়েছ, যিনি সৃষ্টি কুলের সর্বোত্তম, সমস্থ বিশ্বের সায়্যেদ বা সর্দার। তাঁকে প্রসব করার পর নাম রাখবে 'আহমদ ও মুহাম্মদ'।"[৩৫]

---

[34] ইমাম আবু নুয়াইম: দালায়েলুন্নবুয়াত, ৬১ পৃ: হাদিস নং ৩; ইমাম তাবারানী তাঁর মুসনাদে শামিইন-এ, হাদিস নং ২৬৬২; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খন্ড, ৪৩৯ পৃ:; কাজী আয়্যাজ: শিফা শরীফ, ১ম জি: ২৬৬ পৃ:; হাফিজ ইবনে কাছির: আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ২য় খন্ড, ৬২৭ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: খাছায়েছুল কোবরা, ১ম খন্ড, ২১ পৃ:; শরফুল মোস্তফা, ১ম খন্ড, ২৮৮ পৃ:; উইনুল আছার, ১ম খন্ড, ৯৭ পৃ:; 'সিরাতে নববিয়্যা' ইবনে কাছির: ১ম খন্ড, ২৮৯ পৃ:; ইমতাউল আছমা, ৩য় খন্ড, ১৭০ পৃ:; ইমাম ইবনে ছালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১ম খন্ড, ৬৮ পৃ:; ইমাম ইবনে আদী: আল কামিল কিতাবু দ্বোয়াফায়, ৪র্থ খন্ড, ৪১৭ পৃ:;

[35] ইমাম আবু নুয়াইম: দালাইলুন নবুয়াত, ১ম খন্ড, ১৩৬ পৃ: ৭৮ নং হাদিস; ইমাম ছিয়তী: খাছাইছুল কুবরা, ১ম খন্ড, ৭২ পৃ:; ইমাম খারকুশী: শরফুল মুস্তফা, ১ম খন্ড, ৩৫০ পৃ:;

এই হাদিস থেকেও রাসূলে পাক (দঃ) এর মিলাদ বা জন্মকাল সম্পর্কীত আলোচনা করা বৈধ প্রমাণিত হয়।

হযরত ঈসা (আঃ) কর্তৃক আমাদের নবীর মিলাদের আলোচনা

হযরত ঈসা (আঃ) নিজেও আল্লাহর রাসূল (দঃ) এর মিলাদের কথা আলোচনা করেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে আছে,

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

-"হে নবী! আপনি স্মরণ করুন ঐ সময়ের কথা যখন মরিয়ম তনয় ঈসা বলেছিল: হে বনী ইসরাইল! আমি রবের পক্ষ হতে রাসূল হয়ে প্রেরিত হয়েছি। আমি আমার পূর্ববর্তী তাওরাত ও ইঞ্জিলের সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছি। আর এক রাসূলের সু-সংবাদ দিচ্ছি যিনি আমার পরে আসবেন।" (সূরা ছাফ: ৬ নং আয়াত)

পবিত্র কোরআনের এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) আমাদের নবী (দঃ) এর আগমন তথা নবীজির মিলাদের কথা স্বীয় উম্মতের মাঝে আলোচনা করেছেন। তাই প্রিয় নবীজির মিলাদ সম্পর্কে আলোচনা করা পূর্ব যুগের নবীদের সুন্নাত।

ইব্রাহিম (আঃ) কর্তৃক আমাদের নবীর মিলাদ আলোচনা

মুসলীম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) স্বীয় পুত্র ছায়্যেদিনা ইসমাঈল (আঃ) কে সাথে নিয়ে আমাদের নবী হযরত রাসূলে করীম (দঃ) এর আগমন তথা মিলাদ সম্পর্কীত আলোচনা করেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে আছে,

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

-"হে পরওয়ারদেগার! তাঁদের মধ্য থেকে তাঁদের মাঝে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাঁদের কাছে তোমার আয়াত সমূহ পাঠ করবে ও তাঁদেরকে হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাঁদেরকে পবিত্র করবেন।" (সূরা বাকারা: ১২৯ নং আয়াত)

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, বাবা ইব্রাহিম (আঃ) নিজেই আমাদের নবী (দঃ) মিলাদের তথা জন্মের জন্যে প্রায় সারে চার হাজার বছর পূর্বে মিলাদুন্নবী (দঃ) এর আলোচনা করেছেন। কারণ **وَابْعَثْ فِيهِمْ** (ওয়াবয়াছফিহিম) বা 'প্রেরণ করুন' শব্দটি নবী করিম (দঃ) এর আগমনের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

নবী পাক (দঃ)'র মিলাদ সম্পর্কে সাহাবীগণের আলোচনা

প্রিয় নবীজি (দঃ) এর সাহাবীগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে রাসূল (দঃ) মিলাদ পাঠ করেছেন। পবিত্র হাদিস শরীফে আছে,

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ **عَنْ كَعْبٍ يَحْكِي عَنِ التَّوْرَاةِ قَالَ: نَجِدُ مَكْتُوبًا محمدٌ رسولُ الله عَبدِي الْمُخْتَارِ لَا فَظٌّ وَلَا غَلِيظٌ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ وَهِجْرَتُهُ بِطِيبَةَ وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ**

-"হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (দঃ) এর গুণাবলী তাওরাত কিতাবে এরূপ পেয়েছি: মুহাম্মদ (দঃ) আমার প্রিয় বান্দাহ, সে সৎ-চরিত্রের অধিকারী, সঠিক পথের দিশারী, এমনকি তাঁর সাথে কেউ অন্যায় আচরণ করলে সে নিজ গুনে মাফ করে দিবেন। তাঁর মিলাদ তথা জন্মস্থান মক্কায়, হিযরত মদিনায়, আধিপথ্য শাম পর্যন্ত, তাঁর উম্মতগণ আল্লাহর অসংখ্য প্রসংশা করবেন।"[৩৬]

এই হাদিসে নবী পাক (দঃ) এর মিলাদের কথা স্পষ্ট বলা আছে, যা হযরত কাব (রাঃ) আলোচনা করেছেন। যেমন: **مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ** (মাওলিদুহু বিমাক্কাহ) তাঁর মিলাদ মক্কায়। হযরত আবু ছালেহ (রাঃ) বলেন, হযরত কা'ব (রাঃ) বলেছেন:

مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ، وَمُهَاجَرُهُ بِطَيْبَةَ، وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ

---

[36] সুনানে দারেমী শরীফ, ১ম খন্ড ১৭ পৃ: হাদিস নং ৫ ও ৭; ইমাম বুখারী: তারিখুল কবীর, ৩৩১ নং রাবীর ব্যাখ্যায়; মেসকাত শরীফ, ৫১৪ পৃ: হাদিস নং ৫৭৭১; ইমাম ইবনে শিবাহ, তারিখে মাদিনা, ২য় খন্ড, ৬৩৫ পৃ:; ইমাম আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ৩৮৬ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খন্ড, ৪৫০ পৃ:; আশিয়াতুল লুময়াত; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, ১৩তম খন্ড, ২১০ পৃ:;

অর্থাৎ, আর মুহাম্মদ (দঃ) এর মিলাদ তথা জন্মস্থান মক্কায়, হিজরত করবেন মদিনায়, আধিপত্য শাম পর্যন্ত।[৩৭]

এই হাদিসেও **مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ** (মাওলিদুহু বিমক্কাহ) বা তাঁর মিলাদ হবে মক্কায়' এরূপ উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত ইমাম বুখারী (রঃ) এর উস্তাদ ইমাম ইবনে সা'দ (রঃ) এভাবে বর্ণনা করেছেন,

أَخْبَرَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى. أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَأَلَ كَعْبَ الأَحْبَارِ: كَيْفَ تَجِدُ نَعْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوْرَاةِ؟ فَقَالَ: نَجِدُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ. وَمُهَاجَرُهُ إِلَى طَابَةَ. وَيَكُونُ مُلْكُهُ بِالشَّامِ. لَيْسَ بِفَحَّاشٍ وَلا بِصَخَّابٍ فِي الأَسْوَاقِ. وَلا يُكَافِئُ بِالسَّيِّئَةِ. وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ.**

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি হযরত কা'ব (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, তাওরাত কিতাবে কিভাবে রাসূলে পাক (দঃ) এর প্রসংশা খুজে পেয়েছেন? তিনি বললেন: আমরা ইহাতে পেয়েছি, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহর জন্ম হবে মক্কায়, হিজরত করবেন পবিত্র নগরী মদিনায়, তার রাজত্ব হবে শাম দেশ পর্যন্ত। তিনি রূঢ়ভাষী হবেন না এবং বাজারে হৈ-হল্লাকারী হবেন না। তিনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দ দিয়ে নিবেন না বরং মাফ করেদেন ও ক্ষমা করেদেন।"[৩৮] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرْوَةَ، ثنا أَبِي، عَنْ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ سِنَانَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، **عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِفَتِي أَحْمَدُ الْمُتَوَكِّلُ، لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ، يَجْزِي بِالْحَسَنَةِ الْحَسَنَةَ، وَلَا يُكَافِيءُ السَّيِّئَةَ، مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ، وَمُهَاجَرُهُ طَيْبَةَ،**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: আমার ছিফাত বা গুন হল আল্লাহর উপর ভরশাকারী আহমদ, বদ-মেজাজী নয় এবং বাজারে হৈ-হল্লাকারীও নয়। তিনি উত্তমের প্রতিদান

---

[37] সুনানে দারেমী শরীফ, ১ম খন্ড, ১৬ পৃ:;

[38] ইমাম ইবনে সা'দ: তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খন্ড, ২৭০ পৃ:;

উত্তম দিয়ে দিবেন, মন্দকে মন্দদ্বারা নয়। তাঁর মিলাদ বা জন্ম হবে মক্কায়, হিযরত হবে পবিত্র নগরীতে মদিনায়।"[৩৯]

ইমাম ছিয়তী (রঃ) হাদিসটিকে হাছান বলেছেন। নাছিরুদ্দিন আলবানীর কাছে বর্ণনাকারী **سِنَان بْن الْحَارِثِ** 'ছিনান ইবনু হারেছ' মাজহুল বা অপরিচিত। অথচ এই রাবীকে ইমাম ইবনে হিব্বান (রঃ) তার কিতাবুস ছিক্বাত-এ বিশ্বস্ত রাবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৪০]

এছাড়া ইমাম বুখারী (রঃ) তার 'তারিখুল কবীরে' এবং ইমাম আবু হাতিম (রঃ) তার 'জারাহ ওয়া তাদিল' গ্রন্থে তার পরিচিতি দিয়ে কোন সমালোচনা করা হয়নি। বিষয়টি স্পষ্ট যে, হাদিসটি হাছান স্তরের যেমনটি ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রঃ) বলেছেন। এই হাদিসেও রাসূলে পাক (দঃ) এর মিলাদের কথা স্পষ্ট করেই রয়েছে।

মিলাদুন্নবী (দঃ) এর কথা ছিহাহ্ ছিত্তার অন্যতম কিতাব **জামে তিরমিজি** শরীফে ইমাম আবু ঈসা তিরমিজি (রঃ) এভাবে উল্লেখ করেছেন,

بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيلاَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"বাবু মা-যাআ ফি মিলাদিন্নাবী (দঃ)।" (জামে তিরমিজি শরীফ, ২য় জি: ২০৩ পৃ:)।

এ বিষয়ে অপর হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ العَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ **عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الفِيلِ، قَالَ: وَسَأَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضى الله عنه أَنْتَ أَكْبَرُ أَمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَرُ مِنِّي وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي المِيلَادِ،**

-"মুত্তালিব ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েছ তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি ও আল্লাহর রাসূল (দঃ) হস্তির বছর জন্মগ্রহণ

---

[39] ইমাম তাবারানী: মুজামুল কবীর, হাদিস নং ১০০৪৬; ইমাম ছিয়তী: ফাতহুল কবীর, হাদিস নং ৭২১৪; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৩১৮৬৬; ইমাম হায়ছামী: মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১৪০১৮; আল্লামা ছানআনী: আত তানভীর শরহে জামেউছ ছাগীর, ৪৯৮২ নং হাদিস; আল্লামা মানাভী: আত তাইছির বি'শরহে জামেইছি ছাগীর, ২য় খন্ড, ৯০ পৃ:; আল্লামা মানাভী: ফায়জুল কাদীর, ৭৯১৫ নং হাদিস;

[40] ইমাম ইবনে হিব্বান: কিতাবুস ছিক্বাত, রাবী নং ৮৪০০;

করি। হযরত উছমান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি বয়সে বড় নাকি রাসূল করীম (দঃ) বড়? তিনি বললেন: আল্লাহর হাবীব আমার চেয়ে বড়, আমি তাঁর মিলাদ তথা জন্ম থেকে এগিয়ে।"[৪১]

ইমাম তিরমিজি হাদিসটিকে হাছান বলেছেন। এই হাদিসেও বলা আছে রাসূলে পাক (দঃ) এর মিলাদ এর কথা। অথচ ওহাবীরা চোখ থাকতেও দেখেনা। একটি বর্ণনা সনদবিহীন বিভিন্ন কিতাবে পাওয়া যায়, আর তাহলো:

عن ابن عباس انه كان يحدث ذات يوم فى بيته وقائع ولادته ﷺ قال حلت لكم شفاعتى

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি নবী করিম (দঃ) এর মিলাদের কথা বা জন্ম বিবরণী তাঁর ঘরে বসে বর্ণনা করছিলেন। এ সময় আল্লাহর নবী (দঃ) সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন: তোমাদের জন্যে আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়েগেল।"[৪২]

'আত-তানভির ফি মাওলিদীল বাশির ওয়ান নাজির" কিতাবখানা হাফিজুল হাদিস ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রঃ), হাফিজুল হাদিস ইবনে কাছির (রঃ) প্রমূখ কর্তৃক প্রসংশিত। আর সেই কিতাবে স্পষ্ট রাসূলে পাক (দঃ) এর মিলাদ মাহফিলে কথা উল্লেখ আছে। সেই কিতাবের অনুরুপ আরেকটি বর্ণনা উল্লেখ করা যায়,

عن ابى الدرداء انه مر مع النبى ﷺ الى بيت عامر الانصارى زكلن يعلم وقائع ولادته ﷺ لابنائه وعشيرته ويقول هذا اليوم فقال عليه الصلوة السلام ان الله فتح لك ابواب الرحمة والملائكة يستغفرون لك فعل فعلك نجاا نجاتك

-"হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূলে পাক (দঃ) এঁর সঙ্গে হযরত আমির আনছারী (রাঃ) এর ঘরে তাশরিফ নিলেন। এ সময় তিনি তাঁর সন্তান-সন্ততী ও আত্মীয় স্বজনদের একত্রে করে নবী পাক (দঃ) এর মিলাদ তথা জন্ম বিবরণী শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং বললেন আজই

---

[41] ইমাম বায়হাক্বী: দালায়েলুন্নবুয়্যাত, ১ম খন্ড, ৭৯ পৃ:; তিরমিজি শরীফ, ২য় জি: ২০৩ পৃ: হাদিস নং ৩৬১৯; হাফিজ ইবনে হাজার: আল ইছাবা ফি তামিজিছ ছাহাবা, ৭০৭১ নং রাবীর ব্যবখ্যায়; হাফিজ ইবনে কাছির: সিরাতে নববীয়্যা, ১ম খন্ড, ২০১ পৃ:;

[42] আত-তানভির ফি মাওলিদীল বাশির ওয়ান নাজির;

সেই দিন। অত:পর নবী করিম (দঃ) বললেন: হে আমের! নিশ্চয় আল্লাহ তোমার জন্যে রহমতের দরজা গুলো খুলে দিয়েছেন এবং সকল ফেরেস্তারা তোমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। আর যারা তোমার মত মিলাদ মাহফিল করবে তারা নাজাত পাবে।"[৪৩]

এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, নবী পাক (দঃ) এর জন্মদিনে মিলাদ মাহফিল করা সুন্নাতে সাহাবা এবং রহমত প্রাপ্তি ও নাজাত পাওয়ার অন্যতম উছিলা। জেনে রাখা দরকার যে, নবী রাসূলগণের জিকির তথা আলোচনা করা এবাদতের শামিল। যেমন হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে,

رواه الديلمي من طريق أبي علي بن الأشعث: حدثنا شريح ابن عبد الكريم حدثنا جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي الحسيني أبو الفضل في كتاب العروس حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا محمد بن راشد عن مكحول **عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ ذِكْرُ الأَنْبِياءِ مِنَ العِبادَةِ وذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارَةٌ وَذِكْرُ المَوْتِ صَدَقَةٌ**

-"হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: নবীগণের জিকির তথা আলোচনা করা ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত, আর নেক বান্দাগণের জিকির বা আলোচনা করা গোনাহের কাফ্ফারা সরূপ। মৃত ব্যক্তির আলোচনা করা সদকার সমতুল্য।"[৪৪]

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম মানাভী (রঃ) তার 'তাইছির' গ্রন্থে এবং, ইমাম ছিয়তী (রঃ) তার 'জামেউছ ছাগীর' কিতাবে জয়ীফ বলেছেন। ফজিলতের ক্ষেত্রে এরূপ হাদিস গ্রহণযোগ্য। তাই প্রিয়নবীজি (দঃ) এর জন্মকালীন ঘটনা সমূহ আলোচনা করা অবশ্যই জিকরুল আম্বিয়া'র অন্তর্ভূক্ত হবে, যা মুসলমানদের জন্যে এবাদতের শামিল।

মিলাদুন্নাবী উপলক্ষে আনন্দ র‍্যালী বা জুলুছ করা

---

[43] আত-তানভির ফি মাওলিদিন বাশির ওয়ান নাজির;

[44] আল্লামা মানাভী: আত তাইছির বি'শরহে জামেইছ ছাগীর, ২য় খন্ড, ১৯ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: জামেউছ ছাগীর, ১ম জি: ২৬৪ পৃ:; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৩২২৪৭; ইমাম ছিয়তী: ফাতহুল কাবীর, হাদিস নং ৬৪৫৯; মুসনাদে ফিরদাউছ; ইমাম আজলুনী: কাশফুল খফা, ১ম খন্ড, ৩৭১ পৃ:;

রাসূলে পাক (দঃ) এই ধরিত্রির বুকে এসেছেন এটা সকল মুসলমান তথা সৃষ্টি জগতের জন্য মহা আনন্দের বিষয়। আর সেই আগমনের আনন্দকে উদযাপন করার অন্যতম পন্থা হল আনন্দ র‍্যালী বা জাশনে জুলুছ করা। কেননা হিজরতের দিন মদিনার নারী, পুরুষ ও শিশুরাও প্রিয় নবীজি (দঃ) এর আগমনে আনন্দিত হয়ে মদিনার রাস্তায় ও ঘরের ছাদে 'ইয়া মুহাম্মাদু ইয়া রাসূলাল্লাহ- ইয়া মুহাম্মাদু ইয়া রাসূলাল্লাহ' শ্লোগানের দ্বারা বরন করে ছিলেন এবং মদিনার আকাশ-বাতাস মুখরিত করেছিলেন। যেমন এ ব্যাপারে নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন,

وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، كِلَاهُمَا عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: اشْتَرَى أَبُو بَكْرٍ مِنْ أَبِي رَحْلًا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وقَالَ فِي حَدِيثِهِ مِنْ رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ:.. **فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ لَيْلًا، فَتَنَازَعُوا أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَنْزِلُ عَلَى بَنِي النَّجَّارِ، أَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أُكْرِمُهُمْ بِذَلِكَ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ، يُنَادُونَ: يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللهِ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللهِ**

-"হযরত আবু বাকর (রাঃ) বলেন, রাত্রে আমরা মদিনায় পৌছলাম। রাসূলে পাক (দঃ) কার বাড়িতে অবস্থান করবেন, এ নিয়ে লোকদের মাঝে বিতর্ক শুরু হল। তখন তিনি বললেন, আমি আব্দুল মুত্তালিবের মামার বংশ বনূ নাজ্জারে অবতরণ করবো। রাসূল (দঃ) তাদের গোত্রে অবতরণ করতঃ তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। অত:পর পুরুষ লোকেরা পাহাড়ে আরোহন করে, মহিলারা গৃহের ছাদে এবং যুবক ও কৃতদাসগণ রাস্তায় এই আওয়াজে শ্লোগান বা আহবান করতে লাগলেন: ইয়া মুহাম্মাদু ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া মুহাম্মাদু ইয়া রাসূলাল্লাহ।"[৪৫]

এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, মদিনার সাহাবীরা প্রিয় নবীজির আগমনে আনন্দিত হয়ে রাস্তায় বের হয়ে আনন্দ র‍্যালী করে 'ইয়া মুহাম্মাদু ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া মুহাম্মাদু ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে শ্লোগান দিয়েছে। সুতরাং

---

[45] ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ৭২৪১ بَابٌ فِي حَدِيثِ الْهِجْرَةِ; মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস নং ১১৬;

রাসূলে পাক (দঃ) এর মিলাদ বা আগমনের দিনে এরূপ আনন্দ র‍্যালী করা ও ইয়া মুহাম্মাদু ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া মুহাম্মাদু ইয়া রাসূলাল্লাহ শ্লোগান দেওয়া মদিনার সাহাবীদের আমলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ও বৈধ আমল। মদিনার সাহাবীরা যে প্রিয় নবীজি (দঃ) এর আগমনে খুশি ও আনন্দিত হয়ে এরূপ করেছিল তার সুন্দর প্রমাণ নিচের হাদিসটি। যেমন,

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، **عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، قَالَ:... ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ قَطُّ فَرَحَهُمْ بِهِ، حَتَّى رَأَيْتُ الْوَلَائِدَ وَالصِّبْيَانَ يَقُولُونَ: هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَاءَ.**

-"আবী ইসহাক্ব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন:... অত:পর আল্লাহর রাসূল (দঃ) মদিনায় আসলেন। তিনি বলেন: আমি মদিনা বাসীকে ইতিপূর্বে কোন বিষয়ে এরূপ আনন্দ প্রকাশ করতে দেখিনি। মদিনার পিতাগণ ও শিশুরা বলতে লাগল: ইনি আল্লাহর রাসূল অবশ্যই আমাদের কাছে এসেছেন।"[৪৬]

এই হাদিস থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, মদিনাবাসী আল্লাহর রাসূল (দঃ) কে পেয়ে আনন্দিত হয়ে আনন্দ র‍্যালী করেছেন এবং আনন্দের শ্লোগান 'ইয়া মুহাম্মাদু ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া মুহাম্মাদু ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলেছেন। এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، **عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي قَدِمَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ،**

-"হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, যেদিন রাসূলে পাক (দঃ) মদিনায় আগমন করলেন সেদিন আনন্দে সকল কিছু আলোকিত হয়ে গেছিল।"[৪৭]

---

[46] মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৯৫১২, ১৮৫৬৮; ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৩৯২৫ ও ৪৯৪১; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ১৭৭৩৮; ইমাম নাসাঈ: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ১১৬০২; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৩৫৭৯০; মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ৫৯৫৬; ইমাম ইবনে ছালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৩য় খন্ড, ২৭২ পৃ:; সিরাতে নববিয়্যাতু ছাহিহিয়্যা, ১ম খন্ড, ২১৯ পৃ:; সুবুলুছ ছালাম মিন ছাহিহী সিরাতি খাইরিল আনাম, ১ম খন্ড, ২২৭ পৃ:;

[47] মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৩৮৩০; তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ৩৬১৮; মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস নং ৩২৯৬; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৬৩১; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস

ইমাম তিরমিজি হাদিসটিকে ছহীহ্ বলেছেন। অনুরূপ আরেকটি রেওয়ায়েত ইমাম যিয়াউদ্দিন মাকদেছী (রঃ) ওফাত ৬৪৩ হিজরী তদীয় কিতাবে বর্ণনা করেছেন,

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ السُّلَمِيُّ الْعَطَّارُ بِدِمَشْقَ أَنَّ عَبْدَ الأَوَّلِ بْنَ عِيسَى أَخْبَرَهُمْ أَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ السَّرَخْسِيُّ أَنا عِيسَى بْنُ عِمْرَانَ الْعَبَّاسُ أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَنا عَفَّانُ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ **عَنْ أَنَسٍ وَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهِدْتُ يَوْمَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا قَطُّ كَانَ أَحْسَنَ مِنْهُ وَلا أَضْوَأَ**

-"হযরত আনাস (রাঃ) নবী করিম (দঃ) এর সম্পর্কে বলেন, আমি সেদিন মদিনায় উপস্থিত ছিলাম যেদিন আল্লাহর নবী (দঃ) মদিনায় আগমন করেন। আমি ঐদিনের চেয়ে এত সুন্দর ও আলোকিত দিন আর কখনো দেখিনি।"[৪৮]

অতএব, রাসূলে করিম (দঃ) মদিনায় আগমনের দিনটি ছিল মদিনাবাসীর আনন্দ ও খুশির দিন। এ কারণেই তারা এত আনন্দিত হয়ে তারা আনন্দ র‍্যালী, আনন্দ শ্লোগান দিয়ে মদিনার আকাশ-বাতাস মুখরিত করেছিল। তাই রাসূলে পাক (দঃ) এর আগমন বা মিলাদ উপলক্ষে আনন্দ র‍্যালী করা ও আনন্দ শ্লোগান দেওয়া মদিনার সাহাবীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আমল।

মিলাদ-কিয়ামের পরবর্তী ইতিহাস

একদল জাহেল ও পথভ্রষ্ট লোকেরা "আত-তানভীর ফি মিলাদি বাশির ওয়ান নাজির" কিতাবের লেখক 'শায়েখ আবুল খাত্তাব ইবনে দাহ্ইয়া (রঃ) ও বাদশা মুজাফ্ফর উদ্দিন কাওকাবারী (রঃ)' কে বিভিন্ন সমালোচনা করে। তারা নাকি অপচয়কারী, পাপাচারী ও পথভ্রষ্ট ইত্যাদি ইত্যাদি ছিল। (নাউজুবিল্লাহ) তাদের এই দাবী ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর। আমরা নির্ভরযোগ্য ইমামদের বক্তব্য থেকে জানাব এই দুইজন ব্যক্তি কিরূপ ও কেমন ছিল। উল্লেখ্য যে, অনেকে মনে করেন মিলাদ-কিয়াম ৬০৪

নং ৬৮৭১; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ৩৮৩৩; ইমাম ইবনে ছালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৩য় খন্ড, ২৭২ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: খাছাইছুল কুবরা, ১ম খন্ড, ৩১২ পৃ:;

[48] ইমাম মাকদেছী: আহাদিছুল মুখতারা, হাদিস নং ১৬৯০; ইমাম ইবনে ছালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৩য় খন্ড, ২৭২ পৃ:;

হিজরীতে 'আরবল' শহরের বাদশা মুজাফ্ফর উদ্দিন কাওকাবারী (রঃ) এর দরবারে শায়েখ আবুল খাত্তাব ইবনে দাহ্ইয়া (রঃ) আবিষ্কার করেছেন। এই কথা পুরোপুরি সত্য নয়। কারণ ৬০৪ হিজরীতে বাদশার দরবারে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রিয়ভাবে মিলাদের অনুষ্ঠান হয়েছিল, আর **মূল মিলাদ মাহফিল চালু হয়েছে রোজে আজল থেকে।** অবশ্য যুগে যুগে মিলাদের অনেক সুন্দর সুন্দর রুপ পরিবর্তীত হয়েছে। আর ঐ সুন্দর সুন্দর রুপকেই অনেকে 'বিদয়াতে হাছানা' তথা জায়েয বিদয়াত বলেছেন। যেমন আল্লামা নূর উদ্দিন আলী হালভী (রঃ) তদীয় কিতাবে বলেন: **لكن هي بدعة حسنة** (লাকিন্না হিয়া বিদয়াতু হাছানাহ্) অর্থাৎ, কিন্তু ইহা বিদয়াতে হাছানাহ্।[৪৯] কেউ কেউ বলে থাকেন বাদশা মুজাফ্ফর উদ্দিন (রঃ) ও শায়েখ আবুল খাত্তাব ইবনে দাহ্ইয়া (রঃ) ন্যায়বান ও আলিম ছিলেন না। তাদেরকে বলতে চাই, বিশ্ব বিখ্যাত মুফাচ্ছির ও হাফিজুল হাদিস, আবুল ফিদা আল্লামা **ইবনে কাছির (রঃ)** তাঁর তারিখের কিতাবে উল্লেখ করেন,

وَكَانَ يَعْمَلُ المولد الشريف في رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَيَحْتَفِلُ بِهِ احْتِفَالًا هَائِلًا، وَكَانَ مع ذلك شهماً شجاعاً فاتكاً بطلاً عاقلاً عالماً عادلاً رحمه الله وأكرم مثواه. وقد صنف الشيخ أبو الخطاب ابن دِحْيَةَ لَهُ مُجَلَّدًا فِي الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ سَمَّاهُ: التنوير في مولد البشير النذير فَأَجَازَهُ عَلَى ذَلِكَ بِأَلْفِ دِينَارٍ

-"আরবলের বাদশা মুজাফ্ফর (রঃ) রবিউল আওয়াল মাসে মিলাদ শরীফ জাঁক ঝমক সহকারে আয়োজন করতেন। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ, নির্ভীক, বীর-বাহাদুর, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ন বাদশা আল্লাহ তার উপর রহমত নাজিল করুক ও পরজগতে তার সম্মানকে উদ্ভাসিত করুক। তিনি আরো বলেন: হাফিজুল হাদিস আবুল খাত্তাব ইবনে দাহ্ইয়া (রঃ) মিলাদ শরীফের পক্ষে একটি কিতাব রচনা করেন, তার নাম 'আত-তানভীর ফি মাওলিদিল বাশির ওয়ান নাজির'। বাদশা এই কিতাব পেয়ে খুশি হয়ে তাঁকে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা হাদিয়া দেন।"[৫০]

---

[49] ছিরাতে হালভীয়া, ১ম খন্ড, ১২২ পৃ:;

[50] হাফিজ ইবনে কাছির: আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৬৩০ হিজরীর আলোচনা প্রসঙ্গে, ৭ম খন্ড, ১৭৮ পৃ:; ইমাম ইবনে ছালেহ শামী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১ম খন্ড, ৩৬২ পৃ:; ইমাম

এক লক্ষাধিক হাদিসের হাফিজ, তাফছিরে ইবনে কাছিরের মুফাচ্ছির ও সর্বজনমান্য ফকিহ্ আবুল ফিদা আল্লামা ইবনে কাছির (রঃ) স্পষ্ট বলেছেন এবং হিজরী নবম শতাব্দির মুজাদ্দেদ, তাফছিরে দূর্রে মানছুর ও তাফছিরে জালালাইন শরীফের ১৫ পারার মুফাচ্ছের **আল্লামা ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রঃ) সমর্থন করে বলেছেন:**

وَكَانَ شهماً شجاعاً بطلاً عاقلاً عالماً عادلاً رحمه الله وأكرم مثواه

-"তিনি ছিলেন বিচক্ষণ, নির্ভীক, বীর-বাহাদুর, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ন বাদশা আল্লাহ তার উপর রহমত নাজিল করুক ও পরজগতে তার সম্মানকে উদ্ভাসিত করুক।"[৫১]

আর ওহাবীরা বলেন তিনি ন্যায়পরায়ন, আলিম ও বিচক্ষন ছিলেন না। বিষয়টি অনেকটা হাস্যকর বটে!।

আল্লামা হাফিজ ইবনে কাছির (রঃ) ও আল্লামা হাফিজ জালালুদ্দিন ছিয়তী (রঃ) বাদশা মুজাফ্ফর উদ্দিন এর নাম উল্লেখ করার পর এরূপ দোয়া করেছেন: **رحمه الله وأكرم مثواه** (রাহিমাহুল্লাহু ওয়া আকরামা মাছওয়াহু) অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর উপর রহমত নাজিল করুক ও তাঁর কবর জগতে সম্মানিত করুন।[৫২]

যদি ঐ বাদশার প্রতি আল্লামা ইবনে কাছির (রঃ) এর দৃষ্টিতে এবং ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রঃ) দৃষ্টিতে খারাপ হত তাহলে এরূপ দোয়া করতেন না। অনেকে জাহেল আছে তারা **بطلاً** (বাতুলান) শব্দ উল্লেখ করে বলেন তিনি বাতিল ছিলেন। (নাউজুবিল্লাহ) তাদের ভাষা জ্ঞানের কত অভাব, কারণ **بطلاً** (বাতুলান) শব্দের অর্থ হল 'বীর'।

বিশ্ব নন্দিত ফকিহ্ ও হিজরী নবম শতাব্দির মুজাদ্দেদ, তাফছিরে জালালাইন শরীফের ১৫ পারার মুফাচ্ছের, হাফিজুল হাদিস, আল্লামা **ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রাঃ)** এ ব্যাপারে আরো উল্লেখ করেন,

---

কাস্তালানী: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, ১৪৮ পৃ: হা:; ইমাম ছিয়তী: আল হাবী লিল ফাত্ওয়া, ১ম খন্ড, ২২৫ পৃ:;

[51] ইমাম ছিয়তী: আল হাবী লিল ফাত্ওয়া, ১ম খন্ড, ২২৫ পৃ:;

[52] হাফিজ ইবনে কাছির: আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৬৩০ হিজরীর আলোচনা প্রসঙ্গে, ৭ম খন্ড, ১৭৮ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: আল হাবী লিল ফাত্ওয়া, ১ম খন্ড, ২২৫ পৃ:;

وَقَالَ ابن خلكان فِي تَرْجَمَةِ الْحَافِظِ أَبِي الْخَطَّابِ بْنِ دِحْيَةَ: كَانَ مِنْ أَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ وَمَشَاهِيرِ الْفُضَلَاءِ، قَدِمَ مِنَ الْمَغْرِبِ، فَدَخَلَ الشَّامَ وَالْعِرَاقِ وَاجْتَازَ بِإِرْبِلَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتّمِائَةٍ، فَوَجَدَ مَلِكَهَا الْمُعَظَّمَ مظفر الدين بن زين الدين يَعْتَنِي بِالْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ، فَعَمِلَ لَهُ كِتَابَ التَّنْوِيرِ فِي مَوْلِدِ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ، وَقَرَأَهُ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ، فَأَجَازَهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ، قَالَ: وَقَدْ سَمِعْنَاهُ عَلَى السُّلْطَانِ فِي سِتَّةِ مَجَالِسَ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَسِتّمِائَةٍ.

-"প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে খাল্লেকান (রঃ) বলেন: হাফেজ আবুল খাত্তাব ইবনে দাহইয়া (রঃ) ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত উলামা ও সুপ্রশিদ্ধ ফুজালাগণের অন্যতম ব্যক্তি। তিনি মরুক্কো হতে আগমন করে পর্যটনের উদ্দেশ্যে সিরিয়া ও ইরাকে প্রবেশ করেন। ৬০৪ হিজরী সনে আরবল শহরে প্রবেশ করেন। আরবলেন সম্মানিত বাদশা মুজাফ্ফর উদ্দিন ইবনে জয়নুদ্দিন (রঃ) কে মিলাদুন্নবী (দঃ) অনুষ্ঠান আয়োজন করতে দেখে বাদশাকে ইবনে দাহইয়া (রঃ) একটি মিলাদ সম্পর্কীত কিতাব উপহার দেন। বাদশা কিতাবটি পেয়ে খুশি হয়ে তাঁকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা হাদিয়া দেন।"[৫৩]

এখানে আল্লামা হাফিজ ইবনে দাহ্ইয়া (রঃ) এর ব্যাপারে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে খাল্লেকান (রঃ) ও ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রঃ) উল্লেখ করেন:

الْحَافِظِ أَبِي الْخَطَّابِ بْنِ دِحْيَةَ: كَانَ مِنْ أَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ وَمَشَاهِيرِ الْفُضَلَاءِ

-"হাফেজ আবুল খাত্তাব ইবনে দাহইয়া (রঃ) ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত উলামা ও সু-প্রসিদ্ধ ফুজালাগণের অন্যতম ব্যক্তি।"

সুতরাং বিশ্ব বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লেকান (রঃ) ও ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রঃ) এর দৃষ্টিতে আল্লামা ইবনে দাহিয়া (রঃ) ছিলেন বিখ্যাত আলিম। আর ওহাবীদের কাছে নিন্দনীয় ব্যক্তি; কি হাস্যকর ব্যাপার!!!

---

[53] ইমাম ছিয়তী: আল হাবী লিল ফাত্ওয়া, ১ম খন্ড, ২২৫ পৃ:;

এই ব্যাপারে বিশ্ব বিখ্যাত মুফাচ্ছির এবং কাবা ঘরের তৎকালিন ইমাম, **আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী হানাফী (রঃ)** বলেন:

وأول من أحدثه من الملوك صاحب اربل وصنف له ابن دحية رحمه الله كتابا في المولد سماه التنوير بمولد البشير النذير فأجازه بألف دينار

-"সর্বপ্রথম রাষ্ট্রিয় পর্যায়ে মিলাদ মাহফিল উদ্‌যাপন করেন আরবল শহরের বাদশা মুজাফ্‌ফর উদ্দিন (রঃ)। ইহার উদ্দেশ্যে কিতাব প্রনয়ণ করেন আল্লামা ইবনে দাহইয়া (রঃ)। কিতাবের নামকরণ করেন 'আত-তানভীর ফি মাওলুদিল বাশির ওয়ান নাজির'। বাদশা তাঁকে এর বিনিময়ে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেন।"[৫৪]

লক্ষ্য করুন! এখানে প্রখ্যাত তাফছির কারক আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রঃ) ইবনে দাহিয়ার নাম উল্লেখ করার পর **ابن دحية رحمه الله** (ইবনে দাহিয়া রাহিমাহুল্লাহ) এরূপ দোয়া করেছেন। যদি ইবনে দাহিয়া (রঃ) ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় ব্যক্তি হত তাহলে আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রঃ) দোয়া করতেন না। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ **আল্লামা নূর উদ্দিন আলী হালভী (রঃ) উল্লেখ করেন:**

وأول من أحدثه من الملوك صاحب أربل وصنف له ابن دحية كتابا في المولد سماه التنوير بمولد البشير النذير فأجازه بألف دينار

-"সর্ব প্রথম রাষ্ট্রিয়ভাবে ইহা আবিস্কার করেন আরবল এর বাদশা। শায়েখ আবুল খাত্তাব ইবনে দাহ্‌ইয়া (রঃ) তাদের জন্যে একখন্ড মিলাদুন্নবীর কিতাব প্রনয়ণ করেন, এর নাম রাখেন: 'আত-তানভীর ফি মাওলিদিল বাশির ওয়ান নাজির'। বাদশা তাঁকে এর পুরস্কার সরূপ এক হাজার দিনার হাদিয়া দেন।"[৫৫]

বিশ্ব বরেন্য মুহাদ্দিছ ও হাফিজুল হাদিস, ইমাম শামুদ্দিন যাহাবী (রঃ) 'ইবনে দাহিয়া' এর নাম উল্লেখ করে লিখেছেন:

---

[54] আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী: তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৬৪ পৃ:; আল্লামা নুরুদ্দিন হালভী: ছিরাতে হলভিয়া, ১ম খন্ড, ১২৪ পৃ:;

[55] আল্লামা নুরুদ্দিন হালভী: সিরাতে হালভিয়া, ১ম খন্ড, ১২৪ পৃ:;

الشَّيْخُ، العَلاَّمَةُ، المُحَدِّثُ -"তিনি হলেন শায়েখ, আল্লামা ও মুহাদ্দিছ।"[৫৬]
ইমাম যাহাবী (রঃ) তার সম্পর্কে আরো লিখেন:
كَانَ لَهُ مَعْرِفَةٌ حَسَنَةٌ بِالنَّحْوِ وَاللُّغَةِ، وَأَنَسَةٌ بِالحَدِيْثِ، فَقِيْهاً عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ، وَكَانَ يَقُوْلُ: إِنَّهُ حَفِظَ (صَحِيْحَ مُسْلِمٍ) جَمِيْعَهُ،
-"তিনি উত্তমরূপে নাহু ও লুগাতের জ্ঞান রাখতেন ও হাদিসে ভিত্তির উপরও জ্ঞান রাখতেন। তিনি মালেকী মাজহাবের ফকিহ্ ছিলেন এবং তিনি বলেছেন: নিশ্চয় তিনি সম্পূর্ণ ছহীহ্ মুসলীমের হাফিজ ছিলেন।"[৫৭]
উক্ত কিতাবের অন্যত্র আছে তিনি তিরমিজি শরীফ মুখস্ত জানতেন।
(সুবহানাল্লাহ) বাদশা মুজাফ্ফর উদ্দিন আবু সাঈদ কাওকাবারী (রঃ) সম্পর্কে ইমাম শামছুদ্দিন যাহাবী (রঃ) বলেন,
وَكَانَ مُتَوَاضِعاً، خَيِّراً، سُنِّيّاً، يُحبّ الفُقَهَاء وَالمُحَدِّثِيْنَ، -"তিনি চরম বিনয়ী, উত্তম চরিত্রের লোক ও সুন্নী আকিদায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ফোকাহা ও মুহাদ্দিছদের ভালবাসতেন।"[৫৮]
ইমাম যাহাবী (রঃ) তার ব্যাপারে আরো লিখেন,
ذكره القاضي شمس الدِّين وأثنى عليه، وقال: لم يكن شيء أحبّ إليه من الصَّدقة،
-"কাজী শামছুদ্দিন (রঃ) তার কথা উল্লেখ করে প্রসংশা করেছেন এবং বলেছেন: সত্যবাদী হিসেবে তার চেয়ে আমার কাছে আর কেহ পছন্দনীয় কেউ নেই।"[৫৯]
ইমাম যাহাবী (রঃ) বাদশা মুজাফ্ফর (রঃ) সম্পর্কে আরো লিখেন,
وكان كريمَ الأخلاق، كثيرَ التواضع، مائلًا إلى أهل السُّنَّة والجماعة، لا يَنْفُقُ عنده سوى الفقهاء والمحدّثين،
-"তিনি নম্র প্রকৃতি ও প্রচুর বিনয়ী চরিত্রের লোক ছিলেন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তার কাছে ফোকাহা ও মুহাদ্দেছীনদের ব্যতীর খরচ করা হত না।"[৬০]

---

[56] ইমাম যাহাবী: সিয়ারে আলামিন নুবালা, রাবী নং ২৮;
[57] ইমাম যাহাবী: সিয়ারে আলামিন নুবালা, রাবী নং ২৮;
[58] ইমাম যাহাবী: সিয়ারে আলামিন নুবালা, রাবী নং ২০৫;
[59] ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ৬০৬;
[60] ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ৬০৬;

অতএব, হাফিজুল হাদিস আল্লামা ইবনে দাহিয়া (রঃ) ও বাদশা মুজাফ্ফর উদ্দিন কাওকাবারী (রঃ) সম্পর্কে যারা সমালোচনা করে তারা অজ্ঞ ও জাহেল। তারা উভয়েই বিজ্ঞ আলিম, ফকিহ্, বীর-বাহাদুর, বিচক্ষণ, ন্যায় পরায়ন, মুহাদ্দিছ, আশেকে রাসূল সুন্নী আকিদার লোক ছিল। যেমনটি ইমাম যাহাবী (রঃ) স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছেন।

মিলাদ কেয়ামের কিছু ফজিলত ও ভিত্তি

মিলাদুন্নবী (দঃ) অনুষ্ঠান রাষ্ট্রিয়ভাবে সর্ব প্রথম ৬০৪ হিজরীতে শুরু হয়। এর পূর্বেও মিলাদের আমল ছিল। যেমন **আল্লামা ইমাম কাস্তালানী (রঃ) ও হাফিজ ইবনে জাওযী (রঃ)** বলেছেন:

قال ابن الجوزي: من خواصه أنه أمان في ذلك العام،

-"মিলাদ শরীফের খুছুছিয়াত বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এর উছিলায় লোকেরা ঐ বৎসর নিরাপদে থাকবেন।"[৬১]

হাফিজুল হাদিস ইমাম আবুল ফারাজ ইবনে জাওযী (রঃ) স্বীয় কিতাবে আরো বলেন,

ومن انفق فى مولده درهما كان المصطفى ﷺ له شافعا ومشفعا

-"যারা রাসূল (দঃ) এর মিলাদের জন্য এক দিরহা খরচ করবে মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ) তার জন্য শাফায়াতকারী হবেন।"[৬২]

এই দলিল দ্বারা বুঝা যায়, বিশ্ব বিখ্যাত হাদিশ বিশারদ আল্লামা ইবনে জাওযী (রঃ) মিলাদের পক্ষে ছিলেন, মিলাদের পক্ষে ফাতওয়া প্রদান করেছেন ও মিলাদের পক্ষে কিতাব লিখেছেন। আর আমরা সকলেই জানি ইমাম ইবনে জাওযী (রঃ) এর ইন্তেকাল হল ৫৯৭ হিজরী। সুতরাং তিনি মিলাদের পক্ষে এই ফাতওয়া ৫৯৭ হিজরীর পূর্বে দিয়েছেন। স্পষ্টত যে, ইবনে জাওযী (রঃ) ৬০৪ হিজরীর পূর্বেকার লোক। অতএব, প্রমাণিত হল ৬০৪ হিজরীর পূর্বেও মিলাদ ছিল। ৬০৪ হিজরীতে রাষ্ট্রিয়ভাবে মিলাদ মাহফিল শুরু হলেও মূল মিলাদ রোজে আজল থেকে চালু হয়েছে।

---

[61] আল্লামা নুরুদ্দিন হালভী: ইনছানুল উয়ুন, ১ম খন্ড, ১২৪ পৃ:; আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী: তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৬৪ পৃ:; ইমাম কাস্তালানী: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, ১৪৮ পৃ:; ইমাম ইবনে ছালেহী শামী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১ম খন্ড, ৩৬২ পৃ:;

[62] ইমাম ইবনে জাওযী: মাওলিদুন নববী শরীফ, ২৭ পৃ:;

মিলাদের মূল অনুষ্ঠান বিদয়াত নয়, কারণ মূল মিলাদের আছল পবিত্র কোরআন ও রাসূলে পাক (দঃ) এর সুন্নাহ্ এর মধ্যে রয়েছে। যেমন আল্লামা **হাফিজ ইবনু হাজার আস্কালানী (রাঃ) ও ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রা:) থেকে বর্ণিত:**

وقد استخرج له الحافظ ابن حجر أصلا من السنة، وكذا الحافظ السيوطي

-"মিলাদের ব্যাপারে আল্লামা ইবনে হাজার আস্কালানী (রাঃ) সুন্নাহ্ থেকে আছল বা ভিত্তি বের করেছেন, তেমনি ভাবে ইমাম ছিয়তী (রাঃ) এর আছল বা ভিত্তি বের করেছেন।"[৬৩]

সুতরাং যার আছল বা ভিত্তি রাসূল (দঃ) এর সুন্নাহ এর মাঝে রয়েছে তাকে নিকৃষ্ট বেদয়াত বলা মূর্খতা ও গোমরাহী বৈ কিছুই নয়। যেহেতু মিলাদের মূল বা আছল সুন্নাহ্ এর মধ্যে বিদ্যমান সেহেতু ইহা ৬০৪ হিজরীতে সর্বপ্রথম সৃষ্টি নয় বরং ৬০৪ হিজরীতে ইহা আরবলের বাদশা সরকারী ভাবে বা রাষ্ট্রিয়ভাবে পালন করেন। তার আরেকটি কারণ হলো শায়েখ আবুল খাত্তাব ইবনে দাহ্ইয়া (রঃ) মরুক্কো হতে সিরিয়া ও ইরাক সফর করে আরবল শহরে প্রবেশ করে বাদশার দরবারে প্রবেশ করে মিলাদ পাঠ করতে দেখলেন। যেমন ইমাম ছিয়তী (রঃ) উল্লেখ করেছেন,

فَوَجَدَ مَلِكَهَا الْمُعَظَّمَ مظفر الدين بن زين الدين يَعْتَنِي بِالْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ، فَعَمِلَ لَهُ كِتَابَ التَّنْوِيرِ فِي مَوْلِدِ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ

-"আরবলেন সম্মানিত বাদশা মুজাফ্ফর উদ্দিন ইবনে জয়নুদ্দিন (রঃ) কে মিলাদুন্নবী (দঃ) অনুষ্ঠান আয়োজন করতে দেখে বাদশাকে ইবনে দাহইয়া (রঃ) একটি মিলাদ সম্পর্কীত "আত-তানভীর ফি মাওলিদিল বাশির ওয়ান নাজির" কিতাব খানা উপহার দেন।"[৬৪]

সুতরাং তিনি আসার পূর্বেও সেখানে মিলাদুন্নবী (দঃ) এর মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো যা ইমাম ছিয়তী (রাঃ) এর বর্ণনা থেকে জানা যায়। আরেকটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, বাদশা মুজাফ্ফর উদ্দিন ও শায়েখ আবুল খাত্তাব ইবনে

---

[63] আল্লামা নুরুদ্দিন হালভী: ছিরাতে হালভিয়া, ১ম খন্ড, ১২৪ পৃ:; আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী: তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৬৪ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: আল হাবী লিল ফাত্ওয়া, ১ম খন্ড, ২২৫ পৃ:; ইমাম ইবনে ছালেহী শামী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১ম খন্ড, ৩৬৯ পৃ:;

[64] ইমাম ছিয়তী: আল হাবী লিল ফাত্ওয়া, ১ম খন্ড, ২২৫ পৃ:;

দাহইয়া (রঃ) সম্পর্কে ইমাম ছিয়তী (রাঃ), ইবনে কাছির (রঃ), ইসমাঈল হাক্কী (রঃ), নূর উদ্দিন আলী হালভী (রঃ) ইবনে খাল্লেকান (রঃ) প্রমূখ বলেছেন:

وَكَانَ شهماً شجاعاً بطلاً عاقلاً عالماً عادلاً رحمه الله وأكرم مثواه

-"তিনি ছিলেন বিচক্ষণ, নির্ভীক, বীর-বাহাদুর, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ন বাদশা।" এমনকি তাঁদের নাম উল্লেখ করে এরূপ দোয়া লিখেছেন: **رحمه الله** (রাহিমাহুল্লাহ) এবং **وأكرم مثواه** (রহমাতুল্লাহি ওয়া আকরামা মাছওয়াহু) আরো লক্ষ্যনীয় যে, ফকিহ্গণের কেহ'ই মিলাদ শরীফকে তিরস্কার করেননি, বরং যারা মিলাদুন্নবীকে তিরস্কৃত করতেন তাদের প্রতিবাদ করেছেন। যেমন উল্লেখ আছে,

وردا على الفاكهاني المالكي في قوله إن عمل المولود بدعة مذمومة.

অর্থাৎ, (আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী ও ইমাম ছিয়তী রা:) ফাকেহানী মালেকীর বক্তব্য 'মিলাদুন্নবী মন্দ বিদয়াত' এই ফাত্ওয়াকে রদ বা খন্ডন করেছেন।[৬৫]

কিন্তু আফছুছ! একদল জাহেল লোক বের হয়েছে যারা ফকিহ্ ও ইমামগণের কথা মতামত'কে ডিঙ্গিয়ে পথভ্রষ্ট ফাকেহানীর মতকে প্রাধান্য দিচ্ছে, অথচ এই ভন্ড ও প্রতারক ফাকেহানীর বিরুধীতা করেছেন দুইজন ইমাম ও মুজাদ্দেদ। আফছুছ! ওহাবীরা বাদশা মুজাফ্ফর উদ্দিন (রঃ) ও শায়েখ আবুল খাত্তাব ইবনে দাহ্ইয়া (রঃ) যিনি লক্ষাধিক হাদিসের হাফেজ, তাঁদেরকে বিভিন্ন অমূলক কথা বলে থাকে। অথচ যুগের ইমাম, মুজাদ্দিদ ও ফকিহ্গণ যাদের প্রসংশা করেছেন সেখানে ওহাবীরা সমালোচনা করে, বড়ই হাস্যকর ব্যাপার। অথচ ওহাবীরাও আল্লামা ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী ও ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রাঃ) এর কিতাব অধ্যয়ণ করেই মাওলানা লকব লাগিয়েছেন।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিৎ ওহাবী আকিদার লোকেরা সাধারণত আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কোন কিতাব থেকে দলিল দেয়না, কারণ

---

[65] আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী: তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৬৪ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: আল হাভী লিল ফাত্ওয়া, ১ম খন্ড, ২২৫ পৃ:; আল্লামা নুরুদ্দীন হালভী: ছিরাতে হালভিয়া, ১ম খন্ড, ১২৪ পৃ:;

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সকল ফোকাহায়ে কেরাম মিলাদের পক্ষে ফাত্ওয়া দিয়েছেন। ওহাবীরা যেসব কিতাব থেকে দলিল দেয় তার মধ্যে অন্যতম হলো: ১. আল মাওরিদ, ২. তারিখে মিলাদ; আর এই কিতাব গুলো লিখেছে 'পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত মৌলভী তাজউদ্দিন ফাকেহানী মালেকী' যার প্রতিবাদ ও খন্ডন করেছেন যুগের দুইজন মুজাদ্দিদ, মুহাদ্দিছ ও ফকিহ্ আল্লামা ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রাঃ) ও আল্লামা ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রাঃ) যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে কিয়াম

اَلْقِيَام (আল-কিয়াম) আরবী শব্দ এবং 'কিয়াম' শব্দের বাংলা আভিধানিক অর্থ 'দাঁড়ানো'। উরফী মায়ানা বা পারিভাষিক অর্থ হলো, **নবী করিম (দঃ) আগমনের কথাগুলো শুনে আনন্দে ও মহব্বতের জোসে অথবা কোন সম্মানী লোকের নির্দেশে দাঁড়িয়ে নবী পাক (দঃ) এর উপর সালাত-সালাম পাঠ করাই হলো اَلْقِيَام 'কিয়াম'।** প্রিয় নবীজিকে সালাম দেওয়া ভাল কাজ নাকি খারাপ কাজ? এরূপ প্রশ্ন করলে হয়ত সবাই বলবেন 'ভাল কাজ'। প্রিয় নবীজি (দঃ) কে সালাম দেওয়া খারাপ হতে পারেনা। নবীজিকে সালাম দেওয়া শুধু ভাল কাজই নয় বরং নামাজের ভিতরে নবী পাক (দঃ) কে সালাম না দিলে নামাজই কবুল হবেনা। তাই সম্মানী ব্যক্তির নির্দেশে কোন ভাল কাজ দাঁড়ানো অবস্থায় করা যাবে কিনা এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'লা বলেন:

وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا -"যখন বলা হয় দাঁড়াও বা কেয়াম কর তাহলে দাঁড়িয়ে যাও।" (সূরা মুজাদেলাহ: ১১ নং আয়াতাংশ)।

এই আয়াত সম্পর্কে রইছুল মুফাচ্ছেরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর তাফছির লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثني أَبِي، قَالَ: ثني عَمِّي، قَالَ: ثني أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، {وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا} قَالَ: إِذَا قِيلَ: انْشُزُوا فَانْشُزُوا إِلَى الْخَيْرِ وَالصَّلَاةِ**

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) 'ইজা কিইলান শুজু ফানশুজু' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যখন তোমাদেরকে বলা হবে কোন ভাল কাজে অথবা নামাজের জন্য দাঁড়াও তখন দাঁড়িয়ে যাও।"[৬৬]

বিশিষ্ঠ তাবেঈ হযরত মুজাহিদ (রঃ) এর তাফছির লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا عِيسَى، وَحَدَّثَنِي الْحَارِثُ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ، قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، **عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: {فَانْشُزُوا} قَالَ: إِلَى كُلِّ خَيْرٍ،**

-"হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন: যখন বলা হয় দাঁড়িয়ে যাও তখন দাঁড়াও' অর্থাৎ প্রত্যেক ভাল কাজের জন্য।"[৬৭]

প্রখ্যাত তাবেঈ হযরত কাতাদা (রঃ) এর ব্যাখ্যা লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، **عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ: {وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا} يَقُولُ: إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى خَيْرٍ فَأَجِيبُوا**

-"হযরত কাতাদা (রঃ) আল্লাহর বানী 'ইজা কিইলান শুজু ফানশুজু' এর ব্যাখ্যায় বলেন: যখন কোন ভাল কাজের আহবান করা হয় তখন ঐ কাজে সাড়া দাও।"[৬৮]

ইমাম বুখারী (রঃ) এর দাদা উস্তাদ ইমাম আব্দুর রাজ্জাক ছানআনী (রঃ) বলেন,

وَإِذَا قِيلَ: انْشُزُوا فَانْشُزُوا, يَقُولُ: إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى خَيْرٍ فَأَجِيبُوا

-"যখন বলা হয় দাঁড়িয়ে যাও তখন দাঁড়াও' তথা যখন কোন ভাল কাজের আহবান করা হয় তখন সাড়া দাও।"[৬৯]

ইমাম আবু জাফর ইবনে জারির আত-তাবারী (রঃ) (ওফাত ৩১০ হিজরী) বলেছেন,

وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ قُومُوا إِلَى قِتَالِ عَدُوٍّ، أَوْ صَلَاةٍ، أَوْ عَمَلِ خَيْرٍ،

---

[66] তাফছিরে তাবারী, ২২তম খন্ড, ৪৭৯ পৃ:;

[67] তাফছিরে তাবারী, ২২তম খন্ড, ৪৭৯ পৃ:; তাফছিরে মুজাহিদ, ১ম খন্ড, ৬৫০ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: তাফছিরে দুর্রে মানছুর, ৮ম খন্ড, ৮২ পৃ:;

[68] তাফছিরে তাবারী, ২২তম খন্ড, ৪৭৯ পৃ:; তাফছিরে দুর্রে মানছুর, ৮ম খন্ড, ৮২ পৃ:;

[69] তাফছিরে আব্দুর রাজ্জাক, ৩য় খন্ড, ২৯৩ পৃ:;

-"যখন তোমাদেরকে বলা হবে শত্রুকে হত্যা করার জন্য দাঁড়াও অথবা নামাজের জন্য দাঁড়াও অথবা নেক আমলের জন্য দাঁড়াও তখন দাঁড়িয়ে যাও।"[৭০]

ইমাম বাগভী (রঃ) (ওফাত ৫১৬ হিজরী) স্বীয় তাফছিরে বলেন,

وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَأَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ: مَعْنَاهُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْهَضُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَإِلَى الْجِهَادِ وَإِلَى مَجَالِسِ كُلِّ خَيْرٍ وَحَقٍّ فَقُومُوا لها

-"হযরত মুজাহিদ (রঃ) সহ অধিকাং মুফাচ্ছিরগণের মতে এর অর্থ হল, যখন তোমাদেরকে বলা হবে নামাজের জন্য দাঁড়াও অথবা জিহাদের জন্য অথবা প্রত্যেক ভালকাজের মজলিসের জন্যে দাঁড়াও তাহলে তোমাদের জন্য হক্ব হয়ে যাবে ইহার প্রতি দাঁড়িয়ে যাওয়া।"[৭১]

আবুল ফিদা আল্লামা হাফিজ ইবনে কাছির (রঃ) তদীয় কিতাবে এই আয়াতের তাফছিরে উল্লেখ করেন,

وَقَالَ قَتَادَةُ وَإِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا أَيْ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى خَيْرٍ فَأَجِيبُوا -

"হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন: যখন বলা হবে দাঁড়াও তখন দাঁড়িয়ে যাও, অর্থাৎ যখন কোন ভাল কাজে আহবান করা হবে তখন সাড়া দাও।"[৭২] এ সম্পর্কে আল্লামা ইমাম কুরতবী (রঃ) বলেন.

وَقَالَ قَتَادَةُ: الْمَعْنَى أَجِيبُوا إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى أَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ،

-"হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন: যখন কোন ভাল কাজের আহবান করা হয় তখন ঐ কাজে সাড়া দাও। আর এই মত'ই বিশুদ্ধ।"[৭৩]

আল্লামা হাফিজ জালাল উদ্দিন ছিয়তী (রঃ) তদীয় কিতাবে বলেন,

وَإِذَا قِيلَ أُنْشُزُوا قُومُوا إِلَى الصَّلَاة وَغَيْرِهَا مِنْ الْخَيْرَات فَانْشُزُوا

-"যখন বলা হয় নামাজের জন্যে বা কোন ভাল কাজের জন্যে দাঁড়াও তাহলে দাঁড়িয়ে যাও।" (তাফছিরে জালালাইন শরীফ)।

---

[70] তাফছিরে তাবারী, ২২তম খন্ড, ৪৭৮ পৃ:;

[71] তাফছিরে বাগভী, ৫ম খন্ড, ৪৬ পৃ:;

[72] তাফছিরে তাবারী, ২২তম খন্ড, ৪৭৯ পৃ:; তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ৩৮৭ পৃ:; তাফছিরে দুর্রে মানছুর, ৮ম খন্ড, ৮২ পৃ:;

[73] তাফছিরে কুরতবী, ১৭তম খন্ড, ২৯৯ পৃ:; কাজী শাওকানী: তাফছিরে ফাতহুল কাদীর, ৫ম খন্ড, ২২৬ পৃ:;

সুতরাং প্রমাণিত হল, যদি কোন সম্মানী ব্যক্তি বলেন যে, এই ভাল কাজের জন্যে দাঁড়িয়ে যাও তাহলে ঐ ভাল কাজ দাঁড়িয়ে করা পবিত্র কোরআন অনুযায়ী জায়েয। তাই ভাল কাজ হিসেবে কোন আলিমের নির্দেশে নবী পাক (দঃ) কে সালাম দেওয়া অবশ্যই জায়েয বরং আল্লাহ পাকের নির্দেশ।

আরেকটি আয়াতঃ মহান আল্লাহ তালা এরশাদ রাসূল (দঃ) এর তাজিমের ব্যাপারে এরশাদ করেন:

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ -"তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আন ও তাঁকে তাজিম করো ও সাহায্য করো।" (সূরা ফাত্হ: ৯ নং আয়াত)।

তাফছিরে তাবারীর মধ্যে **وَتُوَقِّرُوهُ** এর ব্যাখ্যায় আছে **هُوَ التَّعْظِيمُ.**

-"ইহা হল তাজিম।" (তাফছিরে তাবারী, ৮ম খন্ড, ২৪৫ পৃ:)

ফকিহ্ সাহাবী ও রইছুল মুফাচ্ছেরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন,

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثَنِي أَبِي ,قَالَ: ثَنِي عَمِّي ,قَالَ: ثَنِي أَبِي ,عَنْ أَبِيهِ، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَتُوَقِّرُوهُ يَعْنِي: التَّعْظِيمَ**

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) 'ওয়া তুয়াক্কিরুহু' এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ইহার অর্থ হল তাজিম কর।"[৭৪]

বিশিষ্ঠ তাবেঈ হযরত দ্বাহ্হাক (রঃ) এর অভিমত,

حُدِّثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ **الضَّحَّاكَ، يَقُولُ فِي قَوْلِهِ:** {وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ} **كُلُّ هَذَا تَعْظِيمٌ وَإِجْلَالٌ**

-"হযরত দ্বাহ্হাক (রঃ) বলেছেন, 'ওয়াতু আযযিরুহু ওয়াতু ওয়াক্কিরুহ' এর অর্থ হল সকল প্রকার সম্মান ও তাজিম কর।"[৭৫]

বিখ্যাত তাবেঈ হযরত কাতাদা (রঃ) এর অভিমত,

حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، **عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ** {**وَتُوَقِّرُوهُ**}**: أَيْ لِيُعَظِّمُوهُ**

-"হযরত কাতাদা (রঃ) এই বাণীর ব্যাখ্যায় বলেন, 'ওয়াতু ওয়াক্কিরুহু' অর্থাৎ তাঁকে তাজিম কর।"[৭৬]

---

[74] তাফছিরে তাবারী, ২১তম খন্ড, ২৫১ পৃ:;

[75] তাফছিরে তাবারী, ২১তম খন্ড, ২৫১ পৃ:;

মহিউস সুন্নাহ ইমাম বাগভী (রঃ) তার 'তাফছিরে বাগভী' তে অনুরূপ তাফছির করেছেন। হাফিজ ইবনে কাছির (রঃ) উক্ত আয়াতের তাফছিরে বলেন,

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: يُعَظِّمُوهُ، {وَتُوَقِّرُوهُ} مِنَ التَّوْقِيرِ وَهُوَ الِاحْتِرَامُ وَالْإِجْلَالُ وَالْإِعْظَامُ،

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও একাধিক লোক বলেছেন: তোমরা তাঁকে তাজিম কর 'ওয়াতুয়াক্কিরুহু' হল সম্মান আর ইহা হচ্ছে সকল প্রকার মর্যাদা, সম্মান ও তাজিম।"[৭৭]

অর্থাৎ নবীজিকে তাজিম করা স্বয়ং আল্লাহ পাকের নির্দেশ। মিলাদ শরীফে কিয়াম করা হয় মূলত প্রিয় নবীজি (দঃ) এর সম্মান, তাজিম ও মহব্বতের জন্য। তাই পবিত্র কোরআন ও তাফছির দ্বারা প্রমাণিত হল, ছায়্যেদুল মুরছালিন হযরতে রাসূলে করিম (দঃ) এর সম্মানে বা তাজিমে দাঁড়ানো অবশ্যই জায়েয ও অতীব উত্তম কাজ। বিশিষ্ঠ সাহাবী হযরত হাছান ইবনে ছাবিত (রাঃ) বলেন:

قيامى لعزيز علي فرض * وترق الفرض ما هو مستق

-"নবীজির সম্মানে দাঁড়ানো আমার জন্যে ফরজ, আর ফরজ তরক কারী সঠিক পথের পথিক নয়।" (কাশফুল গুম্মাহ)

আরেকটি আয়াতঃ পবিত্র কোরআনে আরো উল্লেখ আছে:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ

-"তারাই তথ্যজ্ঞানী যারা দাঁড়িয়ে বসে ও শুয়ে আল্লাহর জিকির করে।" (সূরা আলে ইমরান: ১৯১ নং আয়াত)

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, দাঁড়ানো অবস্থায় আল্লাহর জিকির করা জায়েয। এবার লক্ষ্য করুন রাসূলে পাক (দঃ) বলেন:

حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، **عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي وَرَبَّكَ يَقُولُ كَيْفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ: إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي**

---

[76] তাফছিরে তাবারী, ২১তম খন্ড, ২৫১ পৃ:;

[77] তাফছিরে ইবনে কাছির, ৭ম খন্ড, ৩২৯ পৃ:;

-"হযরত আবু ছাইদ (রাঃ) নবী করিম (দঃ) থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয় নবীজি (দঃ) বলেন: আমার কাছে জিব্রাইল (আঃ) আসলেন ও বললেন: নিশ্চয় আমার ও আপনার রব জিজ্ঞাসা করেছেন, আপনি কি জানেন কিভাবে আপনার সম্মান বৃদ্ধি করেছেন? প্রিয় নবীজি (দঃ) জবাব দিলেন: আল্লাহ তা'লাই ভাল জানেন। আল্লাহ পাক বললেন: যখন আমার জিকির হবে তখন আপনার জিকিরও হবে।"[৭৮]

ইমাম হায়ছামী (রঃ) এই হাদিসটিকে **حَسَنٌ** হাছান বলেছেন।[৭৯]

এই হাদিসের রাবী **دَرَّاجُ بْنُ سَمْعَانَ** 'দার্‌রাজ ইবনে ছামআন' সম্পর্কে কেউ কেউ দুর্বল বললেও একদল ইমাম তাকে **ثقة** বিশ্বস্ত বলেছেন। যেমন ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রঃ) তাকে **ثقة** বিশ্বস্ত বলেছেন।[৮০]

ইমাম বাছেতী, ইমাম ইবনে খালিফুন, ইমাম ইবনে শাহিন (রঃ) তাকে **ثقة** বিশ্বস্ত বলেছেন।[৮১]

ইমাম হাকেম (রঃ) তার বর্ণিত হাদিসকে **صَحِيحٌ** ছহীহ্ বলেছেন। ইমাম ইবনে হিব্বান (রঃ) তার ছহীহ্ গ্রন্থে তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিজি (রঃ) তার বর্ণিত হাদিসকে একাধিকবার **حَسَنٌ** হাছান বলেছেন। তাই এই হাদিসের সর্বনিম্ন স্তর হবে **حَسَنٌ** হাছান অথবা ছহীহ্। এই দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়, যেখানে আল্লাহর জিকির করা জায়েয সেখানে নবী পাকের জিকির করাও জায়েয। সুতরাং দাঁড়িয়ে আল্লাহর জিকির জায়েয হলে দাঁড়িয়ে নবী করিম (দঃ) এর জিকির করাও জায়েয। আর দাঁড়িয়ে নবীজির জিকিরের আরেক নাম হলো দাঁড়িয়ে সালাতু-সালাম যার সহজ নাম মিলাদের কিয়াম শরীফ।

প্রিয় নবীজি (দঃ) নিজেই اَلْقِيَام কিয়াম করেছেন

---

[78] ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৩৩৮২; মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস নং ১৩৮০; ইমাম আবী বকর ইবনে খিলাল: আস-সুন্নাহ, হাদিস নং ৩১৮; শারিয়াতু লিল-আজরী, হাদিস নং ৯৫১; তাফছিরে তাবারী শরীফ, ৩০তম জি:; তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খন্ড, ৬৪২ পৃ:; ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী, ৮ম খন্ড, ৭১২ পৃ: ৪৯৫১ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

[79] ইমাম হায়ছামী: মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১৩৯২২, দারুল ফিকর, বৈরুত;

[80] ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ১৭৯৭;

[81] ইমাম মুগলতাঈ: ইকমালু তাহজিবিল কামাল, রাবী নং ১৪৭৩;

সম্মানার্থে কিয়ামের কথা বহু সংখ্যক হাদিসের মধ্যে রয়েছে। প্রিয় নবীজি হযরত রাসূলে করিম (দঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম সম্মানার্থে কেয়াম করেছেন বলে একাধিক হাদিস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলে পাক (দঃ) এর সম্মানে কেয়াম করেছেন বলে একাধিক ছহীহ্ রেওয়ায়েত আছে। এ পর্যায়ে আমরা রাসূলে পাক (দঃ) বিভিন্ন সময়ে সম্মানার্থে কেয়াম করেছেন এ সম্পর্কে দালায়েল উল্লেখ করব। এ ব্যাপারে একটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْمَدِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، **عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَأَتَاهُ فَقَرَعَ البَابَ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**

-"হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, জায়েদ ইবনে হারেছ (রাঃ) যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন নবী (দঃ) ঘরে অবস্থান করছিলেন। হযরত জায়েদ (রাঃ) যখন দরজায় নক করলেন এবং নবী পাক (দঃ) অতীব খুশিতে খালি গায়ে চাদর মোবারক হেচড়ানো অবস্থায় তাঁর জন্যে দাঁড়িয়ে গেলেন।"[৮২]

সনদ বিশ্লেষণঃ ইমাম তিরমিজি (রঃ) হাদিসটিকে **حَسَنٌ** (হাছান) বলেছেন। এই হাদিসের রাবী 'উরওয়া ইবনে যুবাইর, মুহাম্মদ ইবনে মুসলীম জুহুরী ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক্ব' বুখারী ও মুসলীমের রাবী। বর্ণনাকারী 'ইব্রাহিম ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্বাদ মাদানী' হলে ইমাম বুখারীর শায়েখ। তাকে ইমাম ইবনে হিব্বান, ইমাম হাকেম (রঃ) বিশ্বস্ত বলেছেন।[৮৩]

ইমাম আবু নছর ইবনে মাকুলা ও ইমাম ছারিফিনী (রঃ) বলেছেন, ইমাম বুখারী (রঃ) তার হাদিস ছহীহ্ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[৮৪]

---

[82] তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ২৭৩২; ইমাম তাহাবী: শরহে মুশকিলুল আছার, হাদিস নং ১৩৮৪; ইমাম তাহাবী: শরহে মাআনিল আছার, হাদিস নং ৬৯০৫; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ৩৩২৭; ফাতহুল বারী;

[83] ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ৪৮; ইমাম মুগলতাঈ: ইকমালু তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৩১৪;

[84] ইমাম মুগলতাঈ: ইকমালু তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৩১৪;

বর্ণনাকারী 'আবী ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মদ' এর সম্পূর্ণ নাম হল 'ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্বাদ'। তাকে ইমাম আবু হাতিম জয়ীফ বলেছেন কিন্তু ইমাম ইবনে হিব্বান (রঃ) বিশ্বস্ত বলেছেন।[৮৫] এজন্যেই ইমাম তিরমিজি (রঃ) হাদিসটির মাঝামাঝি স্তর **حَسَنٌ** হাছান বলেছেন। আর 'মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল' তো স্বয়ং ইমাম বুখারী (রঃ)। সুতরাং সম্মানে কেয়াম করা স্বয়ং রাসূলের সুন্নাত। এ সম্পর্কে আরেক হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: **حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ السَّائِبِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا... ثُمَّ أَقْبَلَ أَخُوهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَامَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْ**

-"আমর ইবনে হারেছ বর্ণনা করেন, নিশ্চয় উমর ইবনে সাঈব হাদিস বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় তার কাছে পৌছেছে, একদা আল্লার রাসূল (দঃ) বসে ছিলেন।.... অত:পর নবীজির দুগ্ধ ভাই আগমন করলেন, নবী পাক (দঃ) তাঁর প্রতি দাঁড়িয়ে গেলেন।"[৮৬]

সনদ বিশ্লেষণঃ 'সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ' কিতাবে এই হাদিস উল্লেখ করার সময় আল্লামা ইবনে ছালেহ শামী (রঃ) বলেন:

وروى أبو داود بسند صحيح -"আবু দাউদ (রঃ) ছহীহ্ সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।"[৮৭]

বর্ণনাকারী **عُمَر بْن السَّائِبِ** 'উমর ইবনে সাঈব' কে ইমাম যাহাবী (রঃ) **ثقة** বিশ্বস্ত বলেছেন।[৮৮]

ইমাম ইবনে হিব্বান (রঃ) তাকে **ثقة** বিশ্বস্ত বলেছেন।[৮৯]

---

[85] হাফিজ ইবনে কাছির: তাকমিল ফি জারহি ওয়া তাদিল, রাবী নং ১৩২৯;

[86] সুনানে আবী দাউদ, হাদিস নং ৫১৪৫; ইমাম বায়হাক্বী: দালায়েলুন্নবুয়াত, ৫ম খন্ড, ২০০ পৃ:; ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী, ১১তম খন্ড, ৫৭ পৃ:; মুবারকপুরী: তুহফাতুল আহওয়াজী, ৮ম খন্ড, ২৬ পৃ:; কাজী আয়্যায: শিফা শরীফ, ১ম খন্ড, ২৬০ পৃ:; ইমাম ইবনে ছালেহী শামী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১ম খন্ড, ৩৮৩ পৃ:;

[87] ইমাম ইবনে ছালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১ম খন্ড, ৩৮৩ পৃ:;

[88] ইমাম যাহাবী: আল কাশেফ, রাবী নং ৪০৫৬;

[89] ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৪২৩৭; ইমাম ইবনে হিব্বান: কিতাবু সিক্বাত, রাবী নং ৯৫৩৩;

'ইবনে ওহাব' বুখারী-মুসলীমের রাবী। বর্ণনাকারী 'আহমদ ইবনে সাঈদ হামদানী' কে ইমাম ছাজী (রঃ) **ثبت** বা প্রমাণিত বলেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে ছালেহ (রঃ) তাকে **ثقة** বিশ্বস্ত বলেছেন। ইমাম ইবনে হিব্বান (রঃ) তাকে **ثقة** বিশ্বস্ত বলেছেন।[৯০]

ইমাম আজলী (রঃ) তাকে **ثقة** বিশ্বস্ত বলেছেন।[৯১] ইমাম যাহাবী (রঃ) বলেছেন: **لا بأس به** তার ব্যাপারে অসুবিধা নেই।[৯২]

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) তাকে **صدوق** সত্যবাদী বলেছেন।[৯৩]

অতএব, হাদিসটি ছহীহ্ হওয়াতে কোন বাধা রইল না, কারণ সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। সুতরাং প্রমাণিত হল, আল্লাহর রাসূল (দঃ) স্বীয় দুধ ভাইয়ের সম্মানে কেয়াম করেছেন। এ বিষয়ে ইমাম তাবারানী (রঃ) আরেকটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন,

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَّاطُ الرَّامُهُرْمُزِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ رَشْدِ بْنِ خَيْثَمٍ الْهِلَالِيُّ، ثنا عَمِّي سَعِيدُ بْنُ خَيْثَمٍ الْهِلَالِيُّ، ثنا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ طَاوُسٍ، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَاهُ الْعَبَّاسَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ وَقبل مَا بَين عَيْنَيْهِ وَأَقْعَدَهُ عَن يَمِينه ثمَّ قَالَ هَذَا عمي**

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় তার পিতা আব্বাস (রাঃ) নবী করিম (দঃ) এর কাছে আসলেন ফলে আল্লাহর নবী (দঃ) তার প্রতি দাঁড়িয়ে গেলেন। দুই চোখের মাঝে চুমু খাইলেন ও ডান পাশে বসালেন অত:পর বললেন: তিনি আমার সম্মানিত চাচা।"[৯৪]

সনদ বিশ্লেষণঃ এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম হাইছামী (রঃ) বলেন:

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. -"ইমাম তাবারানী ইহা বর্ণনা করেছেন আর এর সনদ হাছান।"[৯৫]

---

[90] ইমাম মুগলতাঈ: ইকমালু তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৪৩;

[91] ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৫৩;

[92] ইমাম যাহাবী: মিযানুল এতেদাল, রাবী নং ৩৮৭;

[93] ইমাম আসকালানী: তাকরীবুত তাহজিব, রাবী নং ৩৮;

[94] ইমাম তাবারানী: মুজামুল কবীর, হাদিস নং ১০৫৮০; ইমাম হায়ছামী: মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১৫৫১৪; ইমাম জামালুদ্দিন যায়লায়ী: তাখরিজু আহাদিসুল কাশাফ, ১ম খন্ডম ৯০ পৃ:; তারিখে বাগদাদ, ১ম খন্ড, ৩৭১ পৃ:;

[95] ইমাম হায়ছামী: মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১৫৫১৪;

এই হাদিসেও হযরত আব্বাস (রাঃ) এর সম্মানে স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (দঃ) দাঁড়ানোর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে,

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، **عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ مُقْبِلِينَ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ عُرُسٍ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُمْثِلًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ. قَالَهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ**

-"হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, নবী করিম (দঃ) কিছু মহিলা ও কিছু অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের আসতে দেখলেন। রাবীর ধারণা হচ্ছে, তারা কোন বিবাহের অনুষ্ঠান থেকে আসছিলেন। অত:পর হুজুর (রঃ) আনন্দচিত্তে তাদের প্রতি দাঁড়িয়ে গেলেন আর দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আনছারগণকে আমার নিকট সমস্থ মানুষ হতে অতীব প্রিয় করে দাও। তিনি এ কথা ৩বার বললেন।"[৯৬]

এই হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে, কারো আগমনের আনন্দে দাঁড়িয়ে যাওয়া রাসূল (দঃ) এর সুন্নাত। বলুন প্রিয় নবীজি (দঃ) এর আগমনের আনন্দের চেয়ে অধিক আনন্দ আর কি আছে? এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

فِي قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ عِنْدَ قُدُومِهِ عَلَيْهِ،

-"নবী করিম (দঃ) ইকরিমা ইবনে আবু জাহেলের আগমনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।"[৯৭] হাদিসখানা সনদসহ নিম্নরূপ:-

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، ثنا الْحُسَيْنُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ حَدَّثَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ:.. فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَبْشَرَ وَوَثَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا عَلَى رِجْلَيْهِ فَرِحًا بِقُدُومِهِ**

---

[96] ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৩৭৮৫; ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ৬৫৭৩; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১২৭৯৭; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৩২৩৫০;

[97] ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৮ম খন্ড, ৫০৮ পৃ:; শরহে ত্বাবী; লুমআতুত তানকীহ্;

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন:... যখন ইকরাম ইবনে আবু জাহেল নবী করিম (রঃ) এর দরজার কাছে পৌছল, তখনই নবী পাক (দঃ) আনন্দচিত্তে লাফ দিয়ে দাঁড়ালেন। ইকরামার আগমনে নবীজি কদম মুবারক আনন্দিত ছিল।"[৯৮]

অতএব, রাসূলে করীম (দঃ) ইকরামা (রাঃ) এর জন্য কেয়াম করেছেন। এ ব্যাপারে আরেকটি হাদিস উল্লেখ করছি:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، **عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا وَدَلًّا وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللهِ فِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا،**

-"হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আচার-আচরনে, চাল-চলনে এবং মহৎ চরিত্রে অপর রেওয়ায়েতে আছে আলাপ-আলোচনায় ও কথা-বার্তায় ফাতেমা (রাঃ) অপেক্ষা অন্য কাউকে আমি রাসূল (দঃ) এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ দেখিনি। ফাতেমা (রাঃ) যখন নবী পাকের কাছে আসতেন তখন নবী পাক (দঃ) দাঁড়িয়ে তাঁর হাঁত ধরে চুমু খেতেন ও স্বীয় আসনে বসাতেন। আবার যখন রাসূল (দঃ) ফাতেমার কাছে যাইতেন তখন ফাতেমা (রাঃ) দাঁড়িয়ে নবীজির হাঁতে চুমু খেতেন ও স্বীয় আসনে বসাতেন।"[৯৯]

সনদ বিশ্লেষণঃ ইমাম তিরমিজি (রঃ) বলেন:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ -"এই হাদিস হাছান ছহীহ্।"

ইমাম হাকেম (রঃ) ও ইমাম যাহাবী (রঃ) বলেন,

---

[98] মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৫০৫৫; ইমাম বায়হাক্বী: আল আদাব, হাদিস নং ২৪১; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ১৪০৬৪;

[99] জা'মে তিরমিজি, হাদিস নং ৩৮৭২; সুনানে আবী দাউদ, হাদিস নং ৫২১৭; ইমাম নাসাঈ: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৯১৯৩; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৬৯৫৩; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৭৭১৫; মেসকাত শরীফ, ৪০২ পৃ: হাদিস নং ৪৬৮৯; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৮ম খন্ড, ৫০৪ পৃ:;

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ -"এই হাদিস বুখারী-মুসলীসের শর্ত অনুযায়ী ছহীহ্।"

এই হাদিস সরাসরি প্রমাণিত করে যে, নবী পাক (দঃ) এর সম্মানে মা ফাতেমা (রাঃ) দাঁড়িয়েছেন। তাই এই হাদিস শিক্ষা দেয় যে, রাসূলে পাক (দঃ) এর সম্মানে দাঁড়ানো জায়েয এবং মা ফাতেমা (রাঃ) এর সুন্নাত। সুতরাং আল্লাহর নবী (দঃ) নিজে অন্যের সম্মানে দাঁড়িয়েছেন। তাই অন্যের সম্মানে দাঁড়ানো রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর মুস্তাহাব পর্যায়ের সুন্নাত। যা একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন ইমাম নববী (রঃ) বলেছেন:

إِكْرَامُ أَهْلِ الْفَضْلِ وَتَلَقِّيهِمْ بِالْقِيَامِ لَهُمْ إِذَا أَقْبَلُوا هَكَذَا احْتَجَّ بِهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ لِاسْتِحْبَابِ الْقِيَامِ قَالَ الْقَاضِي وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْقِيَامِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِيمَنْ يَقُومُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ وَيَمْثُلُونَ قِيَامًا طُولَ جُلُوسِهِ قُلْتُ الْقِيَامُ لِلْقَادِمِ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ مُسْتَحَبٌّ وَقَدْ جَاءَ فِيهِ أَحَادِيثُ وَلَمْ يَصِحَّ فِي النَّهْيِ عَنْهُ شَيْءٌ صَرِيحٌ

-"সম্মানিত ব্যক্তির আগমনে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানানো বৈধ। এমনিভাবে অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম কেয়াম করাকে উত্তম বলে নির্ভর করেছেন। কাজী আয়্যায (রঃ) বলেন: যে কেয়াম নিষেধ করা হয়েছে ইহা সে কেয়াম নয়। তবে উপবিষ্ট ব্যক্তির জন্য মুর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকা নিষিদ্ধ। আমি (নববী) বলি: সম্মানী ব্যক্তির আগমনে কেয়াম করা মুস্তাহাব। এ ব্যাপারে প্রচুর হাদিস বর্ণিত হয়েছে, আর কেয়াম নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট কোন হাদিস নেই।"[১০০]

সাহাবীগণ الْقِيَام কেয়াম করেছেন

প্রিয় নবীজি রাসূলে পাক (দঃ) এর পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরাম সম্মানার্থে কেয়াম করেছেন বলে একাধিক নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। যেমন এ বিষয়ে একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ هُوَ ابْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، **عَنْ أبي سعيد الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَكَانَ قَرِيبًا**

[100] ইমাম নববী: আল মিনহাজ শরহে মুসলীম, ১২তম খন্ড, ৯৩ পৃ: ১৭৬৮ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

مِنْهُ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ: قُومُوا إِلَى سيّدكم أَوْ قَالَ إِلَى خَيْرِكُمْ

-"হযরত আবু ছাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, যখন বনু কুরাইজা সম্প্রদায় হযরত সাদ ইবনে মুয়াজ (রাঃ) এর ফায়ছালার সম্মতি প্রকাশ করল তখর আল্লাহর রাসূল (দঃ) তাঁকে ডেকে পাঠালেন। আর সাদ (রাঃ) হুজুরের গৃহের নিকটে অবস্থান করছিলেন। তিনি একটি গাধার উপর সওয়ারী হয়ে আসলেন। যখন তিনি মসজিদের নিকটে পৌছলেন, তখর আল্লাহর রাসূল (দঃ) আনছার ছাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন: তোমরা তোমাদের সর্দারের প্রতি দাঁড়াও অথবা বললেন: তোমরা তোমাদের উত্তম ব্যক্তির প্রতি দাঁড়াও।"[১০১]

এই হাদিস প্রমাণ করে সম্মানী ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়ানো জায়েয বরং স্বয়ং নবী করিম (দঃ) এর আদেশ। কারণ **إِلَى خَيْرِكُمْ** অর্থ: উত্তম ব্যক্তির জন্য। এই শব্দ দ্বারা প্রমাণ হয়, শুধু অসুস্থতার কারণে দাঁড়াতে বলা হয়নি বরং উত্তম ব্যক্তি হিসেবে সম্মানে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছিল। আর নবী করিম (দঃ) সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে বেশী সম্মানী। অনেকে এই হাদিসের কিয়ামকে সম্মানার্থের কিয়াম অস্বীকার করেন এবং বলেন এই কেয়াম ছিল অসুস্থতার জন্য। তাদের জবাবে ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) বলেছেন যা **আল্লামা ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রঃ)** উল্লেখ করেন:

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا الْقِيَامُ يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الْبِرِّ وَالْإِكْرَامِ، كَمَا كَانَ قِيَامُ الْأَنْصَارِ لِسَعْدٍ، وَقِيَامُ طَلْحَةَ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ،

-"ইমাম বায়হাকী (রঃ) বলেন: এই কিয়াম হচ্ছে সৎ ও সম্মানার্থে কিয়াম করা যেমন আনছার সাহাবীরা সাদ (রাঃ) এর জন্য এবং ত্বলহা (রাঃ) হযরত কা'ব (রাঃ) এর জন্য কিয়াম করেছেন।"[১০২]

---

[101] ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৩০৪৩ ও ৪১২১; ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ১৭৬৮; সুনানে আবী দাউদ, হাদিস নং ৫২১৫; মুসনাদে আবু দাউদ ত্বয়ালুছী, হাদিস নং ২৩৫৪; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১১১৬৮; ইমাম নাসাঈ: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৮১৬৫; মেসকাত শরীফ, ৪০৩ পৃ: হাদিস নং ৩৯৬৩; ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১১তম খন্ড, ৫৩ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৮ম খন্ড, ৫০৭ পৃ:;

[102] ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৮ম খন্ড, ৫১১ পৃ:; শরহে ত্বাবী, ১০ম খন্ড, ৩০৬৭ পৃ:; বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান;

আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) বলেছেন এই হাদিস হযরত সাদ (রাঃ) এর সম্মানার্থে কেয়ামের জন্য আর ওহাবীরা বলছে সাহায্যের জন্য! (নাউজুবিল্লাহ) তাহলে আমরা কার কথা মানব? ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) ও আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) এর, নাকি ওহাবীদের?

যেনে রাখা দরকার যে, কিছু কিছু লোক অজ্ঞতার কারনে ঐ হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা করে। তারা বলে থাকে হযরত সাদ (রাঃ) অসুস্থ ছিলেন তাই সাহায্যার্থে সাহাবীদের দাঁড়াতে বলা হয়েছে। এই ব্যাখ্যা ভুল, কারণ অসুস্থ ব্যক্তি সাহায্যের জন্যে ২-৩ জনেই যথেষ্ঠ। অথচ আল্লাহর নবী (দঃ) **قَالَ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ لِلْأَنْصَارِ** অর্থাৎ, সকল আনছার সাহাবীদের বললেন: তোমরা সবাই তোমাদের নেতার সম্মানে দাঁড়াও। এখানে **قُومُوا** (কুমু) শব্দটি জমা বা বহুবচনের আমর বা নির্দেশ। ঐ মজলিসে আনছার সাহাবী ব্যতীত মোহাজের সাহাবীরাও ছিলেন, অথচ নবী (দঃ) শুধু আনছার সাহাবীদেরকে দাঁড়াতে বললেন, কারণ হযরত সাদ (রাঃ) ছিলেন আনছার সাহাবীদের নেতা। হযরত সাদ (রাঃ) যে অসুস্থ ছিলেন না তাঁর প্রমাণ হলো অন্য রেওয়ায়েতে রয়েছে **قُومُوا إِلَى خَيْرِكُمْ** অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের উত্তম ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যাও।[১০৩]

অনেকেই মনে করেন, এখানে **إِلَى** (ইলা) আসার কারণে বুঝা যায় এটা সাহায্যের জন্য কেয়াম। তাদের এই দাবী সত্য নয়, কারণ **إِلَى** (ইলা) শব্দটি সম্মানার্থে ও সাহায্যার্থে উভয়রে জন্যই ব্যবহৃত হয়। তবে হাদিসটি **لِسَيِّدِكُمْ** (লি'সায়্যিদিকুম) এই শব্দেও এসেছে। যেমন হাফিজ ইবনে কাছির (রঃ) উল্লেখ করেন,

وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شعبة، عن سعيد بْنِ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعْتُ **أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ، سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ:... فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قوموا لِسَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ.**

[103] ছহীহ বুখারী; ফাতহুল বারী, ১১তম খন্ড, ৫৩ পৃ:;

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন,... যখন সা'দ (রাঃ) মসজিদের নিকটে আসল তখন আল্লাহর রাসূল (দঃ) বললেন: তোমরা তোমাদের সায়্যেদের অথবা উত্তম ব্যক্তির জন্য (সম্মানার্থে) দাঁড়াও।"[১০৪]

এই রেওয়ায়েতে **لِسَيِّدِكُمْ** (লি'সায়্যিদিকুম) বা 'তোমাদের সর্দারের জন্য' শব্দ এসেছে। অর্থাৎ এখানে স্পষ্টই সম্মানার্থের জন্য বুঝাচ্ছে। তাই ওহাবীদের আপত্তির আর কিছুই রইল না। সুতরাং স্পষ্ট প্রমাণিত হল হযরত সাদ (রাঃ) আনছার সাহাবীগণের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি ছিলেন বিধায় তাঁদেরকে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে তিনি যদি অসুস্থ থাকতেন তাহলে হাদিস খানা ইমাম আবু দাউদ (রঃ) 'কিতাবুল আমরাদে' বা অসুস্থ সংক্রান্ত অধ্যায়ে আনতেন। অথচ তিনি হাদিস খানা 'কিতাবুল আদাবে' বা শিষ্ঠাচার সংক্রান্ত অধ্যায়ে আনলেন। সুতরাং এই হাদিস আদব সংক্রান্ত বিষয়ের, অসুস্থতা সংক্রান্ত বিষয়ের নয়। এ বিষয়ে আরেকটি ছহীহ্ হাদিসে উল্লেখ আছে,

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، **عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قد دخل بعض بيُوت أَزوَاجه**

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করিম (দঃ) এর সাথে বসে মসজিদে আলোচনা করতাম। যখন নবী (দঃ) কোন প্রয়োজনে দাঁড়াতেন আমরা সবাই দাঁড়িয়ে যাইতাম, যতক্ষন পর্যন্ত তিনি কোন স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ না করতেন ততক্ষন দাঁড়িয়ে থাকতাম।"[১০৫]

---

[104] হাফিজ ইবনে কাছির: আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৪র্থ খন্ড, ১৩৯ পৃ: فَصْلٌ فِي غَزْوَةِ بَنِي قُرَيْظَةَ;

[105] সুনানে আবী দাউদ, হাদিস নং ৪৭৭৫; সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং ৪৭৭৬; ইমাম নাসাঈ: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৬৯৫২; ইমাম বায়হাক্বী: আল মাদখাল, হাদিস নং ৭১৭; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ৮৫৩১; ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী, ১১তম খন্ড, ৫৫ পৃ:; মেসকাত শরীফ, ৪০৩ পৃ: হাদিস নং ৪৭০৫; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৮ম খন্ড, ৫১৪ পৃ:; জামেউল উছুল, হাদিস নং ৮৮২৯; তুহফাতুল আশরাফ, হাদিস নং ১৪৮০১; জামেউল ফাওয়াইদ, হাদিস নং ৮৪১৬; ইমাম খারকুশী: শরফুল মুস্তফা, ৪র্থ খন্ড, ৫২০ পৃ:; ইমাম ইবনে ছালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭ম খন্ড, ২৫ পৃ:; ইমাম ইবনে হাজার মক্কী: জামেউল অছাইল ফি শরহে শামাঈল, ২য় খন্ড, ১৩৬ পৃ:;

সনদ বিশ্লেষণঃ এই হাদিসের একজন বর্ণনাকারী **مُحَمَّد بْن هلال بْن أَبِي هلال الْمَدَنِيّ** 'মুহাম্মদ ইবনে হিলাল ইবনে আবী হিলাল মাদানী'। তিনি তার পিতার সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। 'মুহাম্মদ ইবনে হিলাল' সর্বজন সীকৃত একজন ছিক্বাহ বা বিশ্বস্ত রাবী। একজন ইমামও তাকে জয়ীফ বা দুর্বল বলেননি। তার পিতার নাম: **هِلَال بْن أبي هِلَال الْمدنِي** "হিলাল ইবনে আবী হিলাল মাদানী"। কুখ্যাত লা-মাজহাবী আলবানী বলেছে, তাকে চিনিনা। অথচ এই বর্ণনাকারী একজন বিশিষ্ট তাবেঈ ও ছিক্বাহ বা বিশ্বস্ত রাবী। যেমন লক্ষ্য করুন:

ذكره ابنُ حِبَّان في كتاب الثقات -"ইবনে হিব্বান (রঃ) তাকে বিশ্বস্তদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।[১০৬]

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী (রঃ) তাকে **مقبول** গ্রহণযোগ্য বলেছেন।"[১০৭] ইমাম যাহাবী (রঃ) প্রথমে চিনিনা বললেও পরে বলেছেন: **وقد وثق.** -"অবশ্যই সে বিশ্বস্ত।"[১০৮]

ইমাম যাহাবী (রঃ) তার 'আল কাশেফ' গ্রন্থের ৬০০৯ নং রাবীর ব্যাখ্যায়ও তাকে **ثقة** ছিক্বাহ বা বিশ্বস্ত বলেছেন।

روى لَهُ البخاري فِي كتاب الأدب، وأبو داود، والنَّسَائي، وابن ماجه -"ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর 'আদাব' গ্রন্থে, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ (রঃ) তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।[১০৯]

অতএব, হাদিসটি ছহীহ্ এবং প্রমাণিত হল, আল্লাহর রাসূল (দঃ) এর তাজিমে সাহাবায়ে কেরাম কেয়াম করেছেন, এতে প্রিয় নবীজি (দঃ) তাঁদেরকে বাধা দেননি। তাই তাজিমে কেয়াম করা সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত।

---

[106] ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৬৬৩৩; ইমাম আসকালানী: লিছানুল মিযান, রাবী নং ৫১২৬; ইমাম আইনী: মাগানীল আখইয়ার, রাবী নং ২৫৮৯;

[107] ইমাম আসকালানী: তাকরীবুত তাহজিব, রাবী নং ৭৩৫১;

[108] ইমাম যাহাবী: মিযানুল এতেদাল, রাবী নং ৯২৮২;

[109] ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৬৬৩৩; ইমাম আসকালানী: লিছানুল মিযান, রাবী নং ৫১২৬;

হযরত মূসা (আঃ) দাঁড়িয়ে সালাত পাঠ করা

হযরত মূসা (আঃ) স্বীয় মাজার শরীফে দাঁড়িয়ে সালাত পাঠ করেছেন বলে ছহীহ্ রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়। যেমন এ বিষয়ে আরেকটি ছহীহ্ হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، **عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى قَائِمًا يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ**

-"হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: নিশ্চয় তিনি মেরাজের রাতে মূসা (আঃ) এর উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন মূসা (আঃ) দাঁড়িয়ে মাজারে সালাত পাঠ করছিলেন।"[১১০] হাদিসটি আরেকটি সূত্রে বর্ণিত আছে,

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ التَّيْمِيِّ، **عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ قَائِمًا يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ**

-"হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) প্রিয় নবীজি (দঃ) এর কিছু সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, তাঁরা নবী করিম (দঃ) থেকে বর্ণনা করেন: নিশ্চয় তিনি মেরাজের রাতে মূসা (আঃ) এর উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন মূসা (আঃ) দাঁড়িয়ে মাজারে সালাত পাঠ করছিলেন।"[১১১] সনদ ছহীহ্।

এই হাদিসদ্বয় দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, হযরত মূসা (আঃ) মিরাজের রাতে নবী করিম (দঃ) এর সম্মানে দাঁড়িয়ে সালাম জানিয়েছেন। সুতরাং হযরত মূসা (আঃ) যদি দাঁড়িয়ে রাসূলে পাক (দঃ) কে সালাম দিতে পারেন, তাহলে আমরা উম্মত হয়ে কেন দাঁড়িয়ে সালাম দিতে পারবনা? উল্লেখ্য যে, এই হাদিসে **يُصَلِّي** (ইউছাল্লি) শব্দের অর্থ নামাজ নাও হতে পারে, কারণ মানুষ ইন্তেকালের পরে কোন আমল বা নামাজ নেই। যেমন হাদিস শরীফে নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেন:

---

[110] মুসলীম শরীফ, হাদিস নং ২৩৭৫; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৬৯৯০; সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং ১৬৩৪; মু'জামে ইবনে আরাবী, হাদিস নং ২২৬০; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৪৯; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২৩০৬২;

[111] মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২৩০৬২;

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ অর্থাৎ, রাসূলে পাক (দঃ) বলেন: যখন মানুষ ইন্তেকাল করেন তখন তার আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। (ছহীহ্ মুসলীম, মেসকাত, আহমদ)।

সুতরাং **يُصَلِّي** (ইউছাল্লি) শব্দের অর্থ হবে নবীজির প্রতি সালাম, যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ -"নিশ্চয় আল্লাহ ও সমস্ত ফেরেস্তারা নবী পাক (দঃ) এর উপর দরুদ-সালাম পাঠ করেন।" (সূরা আহযাব: ৫৬ নং আয়াত)।

এই আয়াতে **يُصَلُّونَ** (ইউছাল্লুনা) শব্দটির অর্থ দুরুদ-সালাম দেওয়া হয়, তেমনি ভাবে ঐ হাদিসের **يُصَلِّي** (ইউছাল্লি) শব্দের অর্থ দুরুদ-সালাম হবে। এর অন্যতম কারণ **يُصَلُّونَ** (ইউছাল্লুনা) এবং **يُصَلِّي** (ইউছাল্লি) উভয় শব্দের মাদ্দাহ বা মূল ধাতু এক।

মসজিদে প্রবেশের সময় নবীজির উপর দাঁড়িয়ে সালাত-সালাম

বহু সংখ্যক হাদিস থেকে জানা যায়, মসজিদে প্রবেশের সময় দাঁড়ানো অবস্থায় রাসূলে পাক (দঃ) এর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করার কথা নির্দেশ রয়েছে। নিচের হাদিস গুলো লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، **عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الحُسَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ الكُبْرَى قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ.**

-"আব্দুল্লাহ ইবনে হাছান তাঁর মা ফাতেমা বিনতে হুছাইন (রাঃ) থেকে, তিনি তাঁর দাদী ফামোতুল কুবরা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: যখন রাসূল (দঃ) মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন মুহাম্মদ (দঃ) এর উপর সালাত পাঠ করতেন এবং বলনে: রাব্বিগফিরলী যুনুবী ওয়াফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা। আর যখন বের হতেন তখন মুহাম্মদ (দঃ) এর

উপর সালাত পাঠ করতেন এবং বলতেন: রাব্বিগফিরলী যুনুবী ওয়াফতাহলী আবওয়াবা ফাদ্বলিকা।"[১১২]

এই হাদিস সম্পর্কে আল্লামা মানাভী (রঃ) বলেন: **وَإِسْنَاده حسن**

-"এর সনদ হাছান।"[১১৩] এ বিষয়ে আরেক হাদিসে উল্লেখ আছে,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، **عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ، أَوْ أَبَا أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ،**

-"আব্দুল মালেক ইবনে সাঈদ ইবনে সুয়াইদ বলেন, আমি হুমাঈদ অথবা আবা উসাইদ আনছারী (রাঃ) কে বণতে শুনেছি, রাসূল (দঃ) বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন নবী (দঃ) এর উপর সালাম পাঠ করবে, অত:পর বলবে: 'আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা'।"[১১৪]

এই হাদিস সম্পর্কে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বলেন,

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَآخَرُونَ هَكَذَا بأسانيد صَحِيحَة. -"ইমাম আবু দাউদ (রঃ) ও অন্যান্যরা একাধিক ছহীহ্ সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।"[১১৫]

ইমাম শরফুদ্দিন নববী (রঃ) বলেন: **هَكَذَا بأسانيد صَحِيحَة.**

-"এমনিভাবে সকল সনদই ছহীহ।"[১১৬] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে,

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:**

---

[112] তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ৩১৪; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৭৭১; ইমাম তাবারানী: আদ্ দোয়া, হাদিস নং ৪২৫; কাজী আয়্যায: শিফা শরীফ, ২য় জি: ৪৪৭ পৃ:; তাফছিরে ইবনে কাছির, ৩য় খন্ড, ৩৬১ পৃ:;

[113] আল্লামা মানাভী: আত তাইছির বি'শরহে জামেইছ ছাগীর, ২য় খন্ড, ২৪৭ পৃ:;

[114] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৭৭২; সুনানে দারেমী, হাদিস নং ১৪৩৪; সুনানে আবী দাউদ, হাদিস নং ৪৬৫; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ২০৪৮; ইমাম তাবারানী: আদ্ দোয়া, হাদিস নং ৪২৬; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৪৩১৭;

[115] ইমাম আসকালানী: তালখিছুল হাবীর, হাদিস নং ৯১৪;

[116] ইমাম নববী: খুলাছাতুল আহকাম, হাদিস নং ৯১৪;

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ، وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন নবী (দঃ) এর উপর সালাম পাঠ করবে, অত:পর বলবে: 'আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা'। আর যখন মসজিদ থেকে বের হবে তখন নবী (দঃ) এর উপর সালাম পাঠ করবে অত:পর বলবে: 'আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনাশ শায়ত্বনির রাজিম'।"[১১৭]

এই হাদিসটি মাওলানা আজিমাবাদী তদীয় কিতাবে কোন সমালোচনা ছাড়াই এই হাদিস এভাবে উল্লেখ করেছেন,

روى بن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

-"ইবনে খুজাইমা তার ছহীহ্ গ্রন্থে, আবু হাতিম ইবনে হিব্বান (রঃ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।"[১১৮]

আল্লামা মানাভী (রঃ) বলেন: **وَأَسَانِيده صَحِيحَة لَا حَسَنَة فَقَط**

-"এর সকল সনদ ছহীহ্, কোন হাছান নয়।"[১১৯]

ইমাম মুগলতাঈ (রঃ) উল্লেখ করেন:

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين -"ইমাম হাকেম বলেন, এই হাদিস বুখারী-মুসলীমের শর্তানুযায়ী ছহীহ্।"[১২০]

ইমাম শিহাবুদ্দিন বুয়ূছিরী কেনানী (রঃ) বলেন:

هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات -"এই সনদ ছহীহ্ বর্ণনাকারী সবাই বিশ্বস্ত।"[১২১] এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস উল্লেখ করা যায়,

---

[117] ইমাম নাসাঈ: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ৯৮৩৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৭৭৩; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৮৫২৩; ইমাম নাসাঈ: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৯৮৩৮; ছহীহ্ ইবনে খুজাইমা, হাদিস নং ৪৫২; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ২০৪৭; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৪৩২১;

[118] আজিমাবাদী: আওনুল মাবুদ, ৪৬৫ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

[119] আল্লামা মানাভী: আত তাইছির বি'শরহে জামেইছ ছাগীর, ১ম খন্ড, ৮৩ পৃ:;

[120] ইমাম মুগলতাঈ: শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ, دخول المسجد الدعاء عند এই বাবে;

[121] ইমাম বুয়ূছিরী: মিছবাহুছ যুযাজাফি জাওয়াইদি ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ৯৭ পৃ:;

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، ثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ إِنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি মসজিদে প্রবেশ করার সময় নবী করিম (দঃ) এর উপর সালাম পাঠ করেন, অত:পর বলতেন: 'আল্লাহুম্মাফ তাহ্লী আবওয়াবা রাহ্মাতিকা'। আর যখন মসজিদ থেকে বের হতেন তখন নবী করিম (দঃ) এর উপর সালাত পাঠ করতেন অত:পর শয়ত্বানের কু-মন্ত্রনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।"[১২২]

এই হাদিসটি সনদগতভাবে দুর্বল কিন্তু অন্য হাদিস দ্বারা ক্বাবী বা শক্তিশালী হয়েছে বিধায় হাদিসটি ছহীহ্ বিশ শাওয়াহেদ। এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়ায়েত আছে,

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، **عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَالْجَنَّةَ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ أَعِذْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ، وَمِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ**

-"আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাজম (রঃ) বলেন, যখন রাসূল (দঃ) মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন: নবী (দঃ) এর উপর সালাম ও রহমত, আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা ওয়াল জান্নাত। আর যখন বের হতেন তখন বলতেন: নবী (দঃ) এর উপর সালাম ও রহমত, আল্লাহুম্মা আইজনী মিনাশ শায়ত্বান ওয়া মিনাস সার্‌রী কুল্লে।"[১২৩]

এই হাদিসের সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী, তাই হাদিসটি ছহীহ্। এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে,

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، **عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِي حُدَّانَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ، قُلْتُ: مَا تَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ قَالَ: أَقُولُ**

---

[122] মুসনাদে হারেছ, হাদিস নং ১৩০;

[123] মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং ১৬৬৩;

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَصَلَّى اللَّهُ، وَمَلَائِكَتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

-"হযরত সাঈদ ইবনে জি'হুদ্দান (রঃ) বলেন, আলকামা (রাঃ) কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মসজিদে প্রবেশের সময় আপনি কি বলেন? তিনি বলেন: আমি বলি, ওহে নবী আপনার উপর সালাম ও রহমত, আল্লাহ ও তাঁর ফেরেস্থারা মুহাম্মদ (দঃ) এর উপর সালাত পাঠ করেন।"[১২৪]

এই হাদিসের সকল রাবীগণ বিশ্বস্ত শুধু 'সাঈদ ইবনে যিল হুদ্দান' ব্যতীত। ইমাম ইবনে হিব্বান (রঃ) তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন।[১২৫]

ইমাম আবু যুরাআ রাজী (রঃ) তাকে **صالح** গ্রহণযোগ্য বলেছেন।[১২৬]

অতএব, হাদিসটি ছহীহ্। এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে,

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ الْمَدَنِيِّ، **عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ كَعْبًا قَالَ: لِأَبِي هُرَيْرَةَ: احْفَظْ عَلَيَّ اثْنَتَيْنِ، إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ سَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجْتَ قُلِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ أَعِذْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ**

-"সাঈদ ইবনে আবী সাঈদ (রঃ) বলেন, নিশ্চয় হযরত কা'ব (রাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) কে বললেন: আমি দুইটি বিষয় স্বরণ রেখেছি। যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন নবী (দঃ) এর উপর সালাম পাঠ করবে এবং বলবে: 'আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা। যখন মসজিদ থেকে বের হবে তখন বলবে: হে আল্লাহ মুহাম্মদ (দঃ) এর উপর সালাত, আল্লাহুম্মা আইজনী মিনাশ শায়ত্বান।"[১২৭]

এই হাদিসের সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য, অতএব হাদিসটি ছহীহ্। এ সম্পর্কে আরেক হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجْتَ**

---

[124] মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং ১৬৬৯; মুসনাদে ইবনে জা'দ, হাদিস নং ২৫২৮;

[125] ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ২২৬৬;

[126] তাযিঈন আলা কুতুবে জারহি ওয়া তাদিল, রাবী নং ৩১৯;

[127] মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং ১৬৭০; ইমাম নাসাঈ: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৯৮৩৯; ইমাম আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৮ম খন্ড, ১৩৮ পৃ:;

فَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقُلِ: اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমাকে হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রাঃ) বললেন: যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন নবী (দঃ) এর উপর সালাম পাঠ করবে এবং বলবে: 'আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা'। আর যখন বের হবে তখন নবী (দঃ) এর উপর সালাম পাঠ করবে এবং বলবে: আল্লাহুম্মা আহফিজনী মিনাশ শায়ত্বান।"[১২৮]

এই হাদিসের সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য তাই হাদিসটি ছহীহ্। এ সম্পর্কে আরেক হাদিসে আছে,

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:.... إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلِ: اللهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجْتَ فَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلِ: اللهُمَّ احْفَظْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ**

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেছেন:..... যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন নবী (দঃ) এর উপর সালাম পাঠ করবে এবং বলবে: 'আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা'। আর যখন বের হবে তখন নবী (দঃ) এর উপর সালাম পাঠ করবে এবং বলবে: আল্লাহুম্মা আহফিজনী মিনাশ শায়ত্বান।"[১২৯]

এই হাদিসের সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য তাই হাদিসটি ছহীহ্। এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে,

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، **عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ، فَسَلِّمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،**

-"হযরত ইব্রাহিম নাখয়ী (রঃ) বলেন: যখন মসজিদে প্রবেশ করবেন তখন রাসূল (দঃ) কে সালাম দিবেন।"[১৩০]

এই হাদিসে প্রমাণিত হয় যে, মসজিদে প্রবেশের সময় দাঁড়ানো অবস্থায় রাসূল (দঃ) কে সালাম দিতে হবে। সুতরাং এখান থেকেই বুঝা যায়, প্রিয়

---

[128] মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ হাদিস নং ৩৪১৫;

[129] ইমাম নাসাঈ: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৯৮৪০;

[130] মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং ১৬৬৮;

নবীজি (দঃ) কে না দেখেও দাঁড়ানো অবস্থায় নবী পাক (দঃ) কে সালাম দেওয়া জায়েয ও সুন্নাত। কেননা মসজিদে প্রবেশের সময় আমরা দাঁড়িয়েই প্রবেশ করি। স্বভাবত'ই প্রশ্ন জাগে মসজিদে প্রবেশের সময় নবীজিকে দাঁড়িয়ে সালাম দিতে পারলে মিলাদের সময় কেন পারবনা? আরো একটি বিষয় হলো, মসজিদে প্রবেশের সময় রাসূল (দঃ)'কে সালাম কেন দিতে হয়? আমরা'ত কেহই নবী (দঃ)'কে দেখিনা। ঠিক তেমনিভাবে আমরা তাঁকে উদ্দেশ্যে করে সালাম দেই। তাহলে আমি প্রশ্ন করব, যদি তখন নবী (দঃ)'কে না দেখে সালাম দেওয়া জায়েয হয়, তাহলে মিলাদ শরীফের সময় দাঁড়িয়ে সালাম দিলে 'নবী (দঃ) কে দেখতে হবে' এরূপ আপত্তি কেন করেন?

হাস্‌সান বিন ছাবেত (রাঃ) এর দাঁড়িয়ে শানে মুস্তফা পাঠ

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত (রাঃ) মসজিদে নববীর মিম্বারে দাঁড়িয়ে হাম্‌দ ও নাত শরীফ পাঠ করতেন। এ ব্যাপারে একাধিক রেওয়ায়েত রয়েছে। যেমন লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، **عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا نَافَحَ أَوْ فَاخَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**

-"হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করিম (দঃ) হযরত হাস্‌সান বিন ছাবেত (রাঃ) এর জন্য মসজিদে নববীতে মিম্বর স্থাপন করে রাখতেন। তিনি সেই মিম্বরে দাঁড়িয়ে রাসূলে পাক (দঃ) পক্ষে ফখর করতেন। আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলতেন: আল্লাহ তা'লা হাছানকে রুহুল কুদুস দ্বারা সাহায্য করবেন, যতক্ষন হাস্‌সান রাঃ রাসূলের পক্ষে ফখর করতে থাকবে।"[১৩১]

---

[131] মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৬০৫৮; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২৪৪৩৭; তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ২৮৪৬; সুনানে আবী দাউদ, হাদিস নং ৫০১৫; ইমাম তাবারানী: মুজামুল

ইমাম হাকেম, ইমাম যাহাবী ও ইমাম তিরমিজি (রঃ) হাদিসটিকে ছহীহ্ বলেছেন। এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় দাঁড়িয়ে আল্লাহর রাসূল (দঃ) এর পক্ষে ফখর তথা প্রিয় নবীজির শান-মান বলা, ইসলামী সঙ্গীত বলা সুন্নাতে সাহাবা। এটা আল্লাহর রাসূল (দঃ) এর একটি পছন্দের কাজ। অনুরূপ মিলাদের কিয়ামের সময় দাঁড়িয়ে নবীজির শানে কাছিদা পাঠ করাও জায়েয ও উত্তম কাজ।

ঘরে প্রবেশের সময় প্রিয় নবীজিকে দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়া

একটি রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায়, প্রত্যেক মুসলীম তার নিজ ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহর নবী (দঃ) কে সালাম দিতে হয়। যদি ঘরে কেউ না থাকে তথাপিও রাসূলে পাক (দঃ) কে সালাম দিতে হয়। যেমন এ বিষয়ে কাজী আয়্যায (রঃ) বর্ণনা করেন,

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ:.. إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ فَقُلْ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،

-"হযরত আমর ইবনে দিনার (রাঃ) বলেন: যদি ঘরে কেউ না থাকে তাহলে এভাবে সালাম দিবে "আস সালামু আলান্নাবী ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ।"[১৩২]

সাধারনত আমরা ঘরে প্রবেশের সময় দাঁড়িয়ে প্রবেশ করি, সুতরাং ঘরে প্রবেশের সময় যদি নবী পাক (দঃ) কে দাঁড়ানো অবস্থায় সালাম দিতে পারি তাহলে মিলাদ শরীফে কেন দাঁড়িয়ে সালাম দিতে পারব না? এখানেও সেই প্রশ্নটি করব যে, ঘরে প্রবেশের সময় রাসূল (দঃ)'কে না দেখে সালাম দিতে পারলে মিলাদের সময় কেন না দেখে সালাম দিতে পারবনা?

ফোকাহাদের দৃষ্টিতে মিলাদ শরীফ

কবীর, হাদিস নং ৩৫৮০; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ৩৪০৮; মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস নং ৩৫৮১; মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ৪৮০৫;

[132] কাজী আয়্যায: শিফা শরীফ, ১ম জি: ৪২৬ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: শরহে শিফা, ২য় খন্ড, ২১৮ পৃ:;

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) ও ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রঃ) এর ফাতওয়া

وقد استخرج له الحافظ ابن حجر أصلا من السنة، وكذا الحافظ السيوطي

-"মিলাদের ব্যাপারে আল্লামা ইবনে হাজার আস্কালানী (রাঃ) সুন্নাহ্ থেকে আছল বা ভিত্তি বের করেছেন, তেমনি ভাবে ইমাম ছিয়তী (রাঃ) এর আছল বা ভিত্তি বের করেছেন।"[১৩৩]

দেখুন বিখ্যাত হাফিজুল হাদিস ইমাম ইবনে হাজার আস্কালানী (রঃ) ও হাফিজুল হাদিস ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রঃ) মিলাদের ভিত্তি সুন্নাহ থেকে বের করে প্রমাণ করেছেন, মিলাদ শরীফ মুস্তাহাব

ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রঃ) এর আরেকটি ফাতওয়া

হিজরী নবম শতাব্দির মুজাদ্দেদ ও দুইলক্ষ হাদিসের হাফিজ এবং তাফছিরে জালালাইন শরীফের ১৫ পারার মোফাচ্ছের আল্লামা ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রাঃ) (ওফাত ৯১১ হিজরী) বলেছেন:

قال الامام السيوطي قدس سره فيستحب لنا أيضا إظهار الشكر بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك

-"ইমাম ছিয়তী কাদ্দাছা ছির্‌রাহু বলেছেন: রাসূলে পাক (দঃ) এর মিলাদ উপলক্ষে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা, লোকজন জমায়েত করা, মানুষকে খাবার পরিবেশন করা ও অনুরূপ নেক কাজ করা মুস্তাহাব।"[১৩৪]

ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রঃ) এর আরেকটি ফাতওয়া

---

[133] আল্লামা নুরুদ্দিন হালভী: ছিরাতে হালভিয়া, ১ম খন্ড, ১২৪ পৃ:; আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী: তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৬৪ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: আল হাবী লিল ফাত্ওয়া, ১ম খন্ড, ২২৫ পৃ:; ইমাম ইবনে ছালেহী শামী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১ম খন্ড, ৩৬৯ পৃ:;

[134] আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী: তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৬৪ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: আল হাবী লিল ফাত্ওয়া, ১ম খন্ড, ২২৫ পৃ:; আল্লামা নুরুদ্দিন হালভী: ছিরাতে হলভীয়া, ১ম খন্ড, ১২৪ পৃ:;

عِنْدِي أَنَّ أَصْلَ عَمَلِ الْمَوْلِدِ الَّذِي هُوَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ وَقِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَرِوَايَةُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي مَبْدَأِ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا وَقَعَ فِي مَوْلِدِهِ مِنَ الْآيَاتِ، ثُمَّ يُمَدُّ لَهُمْ سِمَاطٌ يَأْكُلُونَهُ وَيَنْصَرِفُونَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ هُوَ مِنَ الْبِدَعِ الْحَسَنَةِ الَّتِي يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ قَدْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-"আমার নিকট মিলাদ মাহফিলের বিষয়টি হচ্ছে, লোকদেরকে কোন এক স্থানে একত্রিত করা। আর সে অনুষ্ঠানে কোরআন থেকে যথাসম্ভব কিছু আয়াত বা সূরা তেলাওয়াত করা। আর নবী করিম (দঃ) এর জন্মদিনের অলৌকিক ঘটনাবলী ও নিদর্শন সমূহ আলোচনা করা। অত:পর অনুষ্ঠানে লোকদেরকে যথাসম্ভব পানাহার করানো। আর যদি কোন বাড়াবাড়ি না হয় ইহা বিদয়াতে হাছানা, যার জন্যে মিলাদ পাঠ করীদের জন্যে সওয়াব রয়েছে। কেননা ইহার মধ্যে নবী পাক (দঃ) এর প্রতি তাজিম ও সম্মান প্রদর্শন রয়েছে।"[১৩৫]

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইউছুফ ছালেহী শামী (রঃ) এর ফাতওয়া

অনুরূপ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইউছুফ ছালেহী শামী (রঃ) ওফাত ৯৪২ হিজরী তদীয় কিতাবে বলেছেন,

قال الامام السيوطي قدس سره فيستحب لنا أيضا إظهار الشكر بمولده ﷺ بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك

-"ইমাম ছিয়তী (কাঃ) বলেন: রাসূলে পাক (দঃ) এর মিলাদ উপলক্ষে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা, লোকজন জমায়েত করা, মানুষকে খাবার পরিবেশন করা ও অনুরূপ নেক কাজ করা মুস্তাহাব।"[১৩৬]

আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে ইউছুফ ছালেহী শামী (রঃ) ওফাত ৯৪২ হিজরী আরো বলেন,

والشكر لله تعالى يحصل بأنواع العبادات والسجود والصيام والصدقة والتلاوة، وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي الكريم نبي الرحمة في ذلك اليوم ؟

---

[135] ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী: আল হাভী লিল ফাতওয়া, ১ম খন্ড, ২২১ পৃ:;

[136] ইমাম ইবনে ছালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১ম খন্ড, ৩৬৭ পৃ:;

-"আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার অনেক ধরণের ইবাদত আছে। যেমন সেজদা করা, রোজা রাখা, সাদকা করা, তেলাওয়াত করা। বর্তমানে এমন কি নেয়ামত আছে যে আল্লাহর নবী (দঃ) এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ?[১৩৭]
সুতরাং প্রিয় নবীজি (দঃ) এর আগমন উপলক্ষে সালাত সালাম পাঠ করা, খাদ্য বিতরন করা অবশ্যই জায়েয হবে। কেননা এ গুলো ইবাদতেরই অংশ।

ইমাম জহিরুদ্দিন জাফর তাজমিনাতি (রঃ) এর ফাতওয়া

ইমাম আল্লামা জহিরুদ্দিন জাফর তাজমিনাতি (রঃ) (ওফাত ৬৮২ হিজরী) মিলাদ সম্পর্কে বলেছেন,

وقال الإمام العلامة ظهير الدين جعفر التزمنتي رحمه الله تعالى. هذا الفعل لم يقع في الصدر الأول من السلف الصالح مع تعظيمهم وحبهم له إعظاما ومحبة لا يبلغ جمعنا الواحد منهم ولا ذرة منه، وهي بدعة حسنة إذا قصد فاعلها جمع الصالحين والصلاة على النبي ﷺ وإطعام الطعام للفقراء والمساكين،

-"ইমাম আল্লামা জহিরুদ্দিন জাফর তাজমিনাতি (রঃ) (ওফাত ৬৮২ হিঃ) বলেছেন: ছালফে-ছালেহীনের প্রথম দিকে তাজিম ও মহাব্বতের মধ্যে এই আমল ছিলনা। যদিও তাদের মহব্বত ও তাজিমের কাছে আমাদের কারো পৌছা সম্ভব নয়। আর ইহা (মিলাদের আমল) বিদয়াতে হাছানা, যখন নেক বান্দারা একত্রিত হয়ে ইহা আমল করা ইচ্ছা করবে ও নবী পাক (দঃ) এর সালাত পাঠ করবে এবং ফকির ও মিসকিনদের মাঝে খাবার পরিবেশন করবে।" (ইমাম ইবনে ছালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়া রাশাদ, ১, খন্ড, ৩৬৪ পৃ:)

ইমাম ইবনে জাওযী (রঃ) এর ফাতওয়া

হাফিজুল হাদিস ইমাম ইবনে জাওযী (রঃ) মিলাদ সম্পর্কে বলেন,

وقال شيخ القراء الحافظ أبو الخير ابن الجزري رحمه الله تعالى: قد رئي أبو لهب بعد موته في النوم.. فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل

[137] ইমাম ইবনে ছালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১ম খন্ড, ৩৬৬ পৃ:;

القرآن بذمه جوزي في النار لفرحه ليلة مولد محمد ﷺ فما حال المسلم الموحد من أمة محمد ﷺ ببشره بمولده وبذل ما تصل إليه قدرته في محبته ؟ لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله جنة النعيم.

-"শাইখুল কুর্‌রা হাফিজ আবুল খায়ের ইবনে জাওযী (রঃ) বলেছেন: আবু লাহাবকে তার মৃত্যুর পর সপ্নে দেখলেন..(আবু লাহাবের কাহিনী).. ইবনে জাওযী বলেন: যেখানে আবু লাহাব কাফের ও তার শাস্তির ব্যাপারে কোরআনের আয়াত নাজিল হয়েছে। তার জন্যে জাহান্নামে রাসূল (দঃ) এর মিলাদে খুশি হওয়ার কারণে উত্তম প্রতিদান দেওয়া হচ্ছে। সেখানে মুসলমান উম্মতে মুহাম্মাদীর কি উত্তম অবস্থা হবে নবীজির মিলাদের সু-সংবাদ দিলে। এতে কি রাসূলে প্রতি মুহাব্বত ও সম্মান বুঝা যায়না? অবশ্যই বর্তমানে আল্লাহ কারিম এর তরফ থেকে মিলাদের প্রতিদান হবে প্রচুর মর্যাদা জান্নাতুন নাঈম।" (ইমাম ইবনে ছালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১ম খন্ড, ৩৬৭ পৃ:)

ইমাম আবুল ফারায ইবনে জাওযী (রঃ) এর ফাতওয়া

মিলাদের ফজিলত প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে জাওযী (রঃ) বলেছেন ও শারিহে বোখারী আল্লামা ইমাম কাস্তালানী (রঃ) (ওফাত ৯২৩ হিজরী) উল্লেখ করেছেন,

وقال الإمام الحافظ أبو الخير بن الجزري رحمه الله تعالى شيخ القراء: من خواصه أنه أمان في ذلك العام

-"শাইখুল কুর্‌রা ইমাম হাফিজ আবুল খায়ের ইবনে জাওযী (রঃ) বলেছেন: মিলাদ শরীফের খুছুছিয়াত বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এর উছিলায় লোকেরা ঐ বৎসর নিরাপদে থাকবেন।"[১৩৮]

তাই বর্তমান জামানার বিপদ-আপদ ও গজব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে ও আল্লাহর রহমতের চাঁদরের নিচে থাকার জন্য আমাদের বেশী বেশী মিলাদে মোস্তফার আয়োজন করা উচিৎ।

---

[138] আল্লামা নুরুদ্দিন হালভী: ইনছানুল উয়ুন, ১ম খন্ড, ১২৪ পৃ:; আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী: তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৬৪ পৃ:; ইমাম কাস্তালানী: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, ১৪৮ পৃ:; ইমাম ইবনে ছালেহী শামী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১ম খন্ড, ৩৬২ পৃ:;

ইমাম নববীর উস্তাদ ইমাম আবু শামা (রঃ) এর ফাতওয়া

وقال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتابه:... ومن أحسن ما ابتدع في زماننا هذا من هذا القبيل ما كان يفعل بمدينة «إربل» جبرها الله تعالى، كل عام في اليوم الموافق ليوم مولد النبي ﷺ من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور، فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء مشعر بمحبة النبي ﷺ وتعظيمه وجلالته في قلب فاعله وشكر الله تعالى علي من منّ به من إيجاد رسول الله ﷺ الذي أرسله رحمةً للعالمين ﷺ وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.

-"ইমাম হাফিজ আবু মুহাম্মদ আব্দুর রহমান ইবনে ইসমাঈল (র) যিনি ইমাম আবু শামা (রঃ) নামে প্রসিদ্ধ, তিনি তার কিতাবে বলেন: আমাদের জামানায় 'আরবল শহরে' হুজুর পাক (দঃ) এর পবিত্র জন্মের দিনে যে সকল দান খয়রাত সৌন্দর্য ও আনন্দ প্রকাশের জন্য করা হয়, তা বেদয়াতে হাছানার অন্তর্ভূক্ত। কেননা এর মাধ্যমে ফকিরদের প্রতি ইহছান করা ছাড়াও আরো রয়েছে হুজুর (দঃ) এর প্রতি মহব্বতের মর্যাদা ও তাজিম করার বহিঃপ্রকাশ। রাসূল (দঃ) এর আবির্ভাবের মাধ্যমে আল্লাহর অশেষ এহছানের প্রতি শোকর আদায়েরই ইঙ্গিতবাহী কাজ। আর নবী (দঃ) কে সকল নবী ও রাসূলদের মধ্যে রাহমাতুল্লিল আলামিন করে যে নেয়ামত করে পাঠিয়েছেন, তার জন্য শুকরিয়া প্রকাশ বিষয়ও নিহিত রয়েছে।"[১৩৯]

ইমাম শামছুদ্দিন ইবনে জাওযী (রঃ) এর ফাতওয়া

হাফিজুল হাদিস ইমাম শামছুদ্দিন ইবনে জাওযী (রঃ) বলেছেন,

إِمَامَ الْقُرَّاءِ الْحَافِظَ شمس الدين ابن الجزري قَالَ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى "عَرْفُ التَّعْرِيفِ بِالْمَوْلِدِ الشَّرِيفِ" مَا نَصُّهُ:.. فَإِذَا كَانَ أبو لهب

[139] ইমাম ইমাম ইবনে ছালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১ম খন্ড, ৩৬৫ পৃ:;

الْكَافِرُ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِذَمِّهِ جُوزِيَ فِي النَّارِ بِفَرَحِهِ لَيْلَةَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ، فَمَا حَالُ الْمُسْلِمِ الْمُوَحِّدِ مِنْ أُمَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَرُّ بِمَوْلِدِهِ وَيَبْذُلُ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مَحَبَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لَعَمْرِي إِنَّمَا يَكُونُ جَزَاؤُهُ مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ أَنْ يُدْخِلَهُ بِفَضْلِهِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ.

-"ইমামুল কুর্‌রা, হাফিজ শামছুদ্দিন ইবনে জাওযী (রঃ) তার কিতাব নামহল 'আরফুত তা'রিফ বিল মাওলিদশ শারীফ' গ্রন্থে বলেছেন। যে আবু লাহাবের বিরোদ্ধে কোরআন মাজিদে শাস্তির কথা নাজিল হয়েছে। এমন ব্যক্তিকেও জাহান্নামে (কবরে) থাকা অবস্থায় কিছু পুরস্কৃত করা হচ্ছে (অর্থাৎ নবীজির মিলাদে খুশি প্রকাশের কারণে তার আঙ্গুলের মাথা থেকে পানি বের করে তানে পান করানো হচ্ছে)। এমতাবস্থায় নবী করিম (দঃ) এর একজন তৌহিদ পন্থী উম্মতের অবস্থা কেমন হতে পারে! যিনি নবীজির জন্ম উপলক্ষে খুশি হন এবং তার সামর্থানুযায়ী তার মহব্বতে খরচ করেন। আমি (শামছুদ্দিন) শপৎ করে বলছি, দয়াল আল্লাহর পক্ষ থেকে তার একমাত্র পুরস্কার হচ্ছে মহান আল্লাহ তার অনুগ্রহে এ বান্দাকে জান্নাতুন নাঈমে প্রবেশ করাবেন।"[১৪০]

ইমাম ছাখাভী (রঃ) ও ইমাম কাস্তালানী (রঃ) এর ফাতওয়া

বিশ্ব বিখ্যাত ফকিহ্ **আল্লামা ইমাম শামছুদ্দিন ছাখাভী** (রঃ) (ওফাত ৯০২ হিজরী) ও **শারিহে বোখারী আল্লামা ইমাম কাস্তালানী** (রঃ) (ওফাত ৯২৩ হিজরী) বলেছেন,

ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن الكبار يعملون المولد، ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عظيم.

-"মিলাদের আমল সারা বিশ্বের বড় বড় শহর গুলোতে প্রচলিত হয় এবং মিলাদ শরীফের আমল করা হয়। সেই রাতে বিভিন্ন ধরণের দান ছদকা করা হয়। মিলাদ শরীফ সম্পর্কিত রেওয়ায়েত গুলো পাঠ করা হয়। এর

[140] ইমাম ছিয়তী: আল হাভী লিল ফাতওয়া, ১ম খন্ড, ২৩০ পৃ:;

ফলে তাদের উপর প্রত্যেক বড় বড় ফজল বা রহমত ও বরকত প্রকাশিত হয়।"[১৪১]

দেখুন ইমাম ছাখাভী (রঃ) ও ইমাম কাস্তালানী (রঃ) এর দৃষ্টিতে মিলাদ শরীফ নাজায়েয হলে তারা এই কথা বলত না যে, মিলাদ শরীফের আমলের দ্বারা সকল প্রকার রহমত বরকত নাজিল হয়।

ইমাম ছাখাভী (রঃ) এর আরেকটি ফাতওয়া

ইমাম শামছুদ্দিন ছাখাভী (রঃ) (ওফাত ৯০২ হিজরী) এর আরেকটি ফাতওয়া,

وقال شيخنا رحمه الله تعالى في فتاويه: عندي أن أصل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي ﷺ وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادء على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها، لما فيه من تعظيم قدر النبي ﷺ وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف.

-"আমাদের শায়েখ (ইমাম ছাখাভী) তদীয় ফাতওয়ার মধ্যে বলেছেন: আমাদের কাছে মিলাদের ভিত্তি হল যেখানে মানুষ জমায়েত হয়, কোরআন থেকে কিছু আয়াত তেলাওয়াত করা হয়, আর সে সকল রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয় যে গুলো নবীজি (দঃ) শুরুর কথা ও মিলাদ শরীফের নিদর্শনের কথা রয়েছে, অত:পর খাবার পরিবেশন করা হয় ও ইহা আহার করা হয় এবং অতিরিক্ত কাজ ব্যতীত লোকেরা প্রস্থান করে। এই ধরণের কাজ বিদয়াতে হাছানা, যার আমলকারীর জন্য সওয়াব রয়েছে। কেননা এতে নবী করিম (দঃ) এর প্রতি তাজিম ও সম্মান রয়েছে। রাসূল (দঃ) এর মিলাদ শরীফের কারণে এতে আনন্দ বা খুশি প্রকাশ পায়।"[১৪২]

হাফিজ ইবনে তাইমিয়া এর ফাতওয়া

---

[141] ইমাম ইবনে ছালেহী শামী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১ম খন্ড, ৩৬২ পৃ:; ইমাম কাস্তালানী: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, ১৪৮ পৃ:; আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী: তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৬৪ পৃ:; আল্লামা নুরুদ্দিন হালভী: ছিরাতে হালভীয়া, ১ম খন্ড, ১২৪ পৃ:;

[142] ইমাম ইবনে ছালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১ম খন্ড, ৩৬৭ পৃ:;

وكذلك ما يحدثه بعض الناس، إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي ﷺ، وتعظيمًا. والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد، لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدًا.

-"এমনিভাবে নাছারাদের কিছু লোক হযরত ঈসা (আঃ) এর মিলাদ আবিস্কার করেছেন। যদি নবী করিম (দঃ) এর এর প্রতি মহব্বত রেখে তাজিমান এরূপ মিলাদের আয়োজন করে, তাহলে আল্লাহর কসম! তাদের এই মহব্বত ও চেস্টার কারণে অবশ্যই তাদের জন্য সওয়াব রয়েছে। আর বেদয়াতের জন্য নয়, যারা রাসূল (দঃ) মিলাদের দিনকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।"[১৪৩]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রঃ) (ওফাত ১২৫২ হিঃ) এর ফাতওয়া

ان من البدع المحمودة عمل المولد الشريف من الشهر الذى ولد فيه صلى الله عليه واله وسلم. وقال ايضا: فلاجتماع لسماع قصة صاحب المعجزات عليه افضل الصلوات واكمل التحيات من اعظم القربات لما يشتمل عليه من المعجزات وكثرة الصلوات

-"প্রশংসিত আমল হল রাসূল (দঃ) এর জন্মের মাসে (রবিউল আওয়ালে) মিলাদ শরীফ পড়ানো। সকলে একত্রিত হয়ে সর্বোত্তম রাসূলে মুজেজা সমূহ আলোচনা করা, তার আদর্শ ও সুন্নাত পালন করা, তার প্রতি বেশী পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়া উত্তম কাজের অন্তর্ভূক্ত।"[১৪৪]

আল্লামা ইসমাঈল হাক্বী বরুছয়ী হানাফী (রঃ) তদীয় তাফছির গ্রন্থে বলেছেন,

---

[143] হাফিজ ইবনে তাইমিয়া: ইকতিদ্বাউ সিরাতিল মুস্তাকিম, ২য় খন্ড, ১২৩ পৃ:;

[144] ইবনে আবেদীন শামী: আন নাছরুদ দুরার ফি মাওলিদে ইবনে হাজার;

ومن تعظيمه عمل المولد إذا لم يكن فيه منكر -"মিলাদ মাহফিল উদযাপন করা নবী করিম (দঃ) এর তাজিমের অন্তর্ভূক্ত, যদি ইহার মধ্যে কোন মন্দকাজ না থাকে।"[১৪৫]

ইমাম হাফিজ ইবনে হাজার মক্কী (রঃ) (ওফাত ৯৭৪ হিঃ) এর ফাতওয়া

الموالد والأذكار الَّتِي تفعل عندنَا أَكْثَرهَا مُشْتَمل على خير، كصدقة، وَذكر، وَصَلَاة وَسَلَام على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ومدحه

-"আমাদের কাছে অধিক পরিমাণে মিলাদ মাহফিল, জিরি আজকার যা কিছু করা হচ্ছে তা অবশ্যই ভাল কাজের অন্তর্ভূক্ত। যেমন সদকা করা, জিকির করা, নবীজির উপর সালাম পাঠ করা এবং ইহার জন্য আনন্দিত হওয়া।"[১৪৬]

ইমাম হাফিজ ইবনে হাজার মক্কী (রঃ) এর আরেকটি ফাতওয়া

মক্কা শরীফের ফকিহ্ আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার হায়তামী মক্কী (রঃ) (ওফাত ৯৭৪ হিজরী) রাসূলে পাক (দঃ) এর মিলাদ শরীফ সম্পর্কে বলেন:

وقد قال ابن حجر الهيثمي ان البدعة الحسنة متفق على ندبها وعمل المولد واجتماع الناس له كذلك اى بدعة حسنة

-"অবশ্যই হাফিজ ইবনে হাজার হায়তামী (রঃ) বলেছেন: নিশ্চয় বিদয়াতে হাছানার উপর আমল করা সর্বসম্মতিক্রমে অতিব মুস্তাহাব, আর মিলাদ শরীফের আমল করা ও ইহার জন্য লোকজনকে জমায়েত করা তেমনি মুস্তাহাব তথা উত্তম কাজ।"[১৪৭]

এই দলিল দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় সর্ব সম্মতিক্রমে প্রচলিত মিলাদ শরীফ আমল করা ও এ উপলক্ষে লোকজন জমায়েত হওয়া বিদয়াতে হাছানাহ হিসেবে মুস্তাহাব। যেনে রাখা দরকার যে, বিদয়াত দুই প্রকার, যথা: 'বিদয়াতে হাছানাহ' বা উত্তম বেদয়াত যেমন: মাদ্রাসা, হাদিস সমূহ কিতাব আকারে বের করা, তারাবী নামাজের ৩০ দিন জামাতে পড়া, মসজিদের

---

[145] তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৬৪ পৃ:;

[146] ইমাম ইবনে হাজার মক্কী: ফাতওয়ায়ে হাদিছিয়্যা, ১ম খন্ড, ১০৯ পৃ:;

[147] আল্লামা নুরুদ্দিন হালভী: ইনছানুল উয়ুন, ১ম খন্ড, ১২৩ পৃ:; আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী: তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৬৪ পৃ:;

মাইকে আজান দেওয়া, ফেকাহ্ ও তাফছিরের কিতাব সমূহ ইত্যাদি সবই বিদয়াতে হাছানার অন্তর্ভুক্ত তবে এগুলো আমল করা জায়েয। অন্যটি হলো 'বিদয়াতে সাইয়্যেয়া' বা মন্দ বিদয়াত যেমন বাদ্য-যন্ত্র সহকারে অশ্লীন গান-বাজনা করা, বিবাহের অনুষ্ঠানে সুন্নাতের বিপরীত গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান করা, নারী-পুরুষ একত্রে জিকিরের অনুষ্ঠান করা ইত্যাদি যা আমল করা নাজায়েয। আর আল্লামা হায়তামী (রঃ) এর দৃষ্টিতে মিলাদ শরীফ বিদয়াতে হাছানার মত এক উত্তম ও মুস্তাহাব আমল।

শাহ্ আব্দুর রহিম মুহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ) এর আমল

আল্লামা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মোহদ্দেছ দেহলভী (রঃ) *বর্ণনা করেন:*
"আমার সম্মানীত পিতা শাহ্ আব্দুর রহিম মোহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ) বলেন: আমি প্রতি বছর রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখ মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে খাদ্য-দ্রব্য রান্না করে লোকজনদের মাঝে বিতরন করতাম। কোন এক বৎসর অভাবের দরুণ শুধু পাকানো ছানার উপর ফাতেহা পড়ে মিলাদ শরীফের লোকজনদের বন্টন করে দিলাম। রাত্রে স্বপ্নে নূর নবী (দঃ) এর যিয়ারত আমার নছিব হলো। আমি দেখলাম আমার পাকানো ছানা নবী পাকের সামনে রয়েছে ও আল্লাহর হাবীব (দঃ) অত্যন্ত খুশি হয়েছেন" (আদ্ দুররুছ ছামিন ফি মুবাশ্বিরাতি নাবিয়্যিল আমিন)।

সুতরাং প্রমাণিত হয়ে গেল, দেওবন্দী আলেমদের শীরতাজ এবং সর্বজন মান্যবর শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ) ও তাঁর সম্মানীত পিতা মিলাদ-কিয়ামের আমল করতেন। এই মিলাদ শরীফের উছিলায় রাসূলে পাক (দঃ) এর দিদার নছিব হয়েছে। এই ঘটনা দ্বারা আরো প্রমাণ হলো যে, মিলাদ শরীফে তাবারুক হিসেবে খাদ্য-দ্রব্য বিতরন করা উত্তম কাজ। জেনে রাখা আবশ্যক যে, রাসূল (দঃ) কে স্বপ্নে দেখা আর বাস্তবে দেখা একই রকম, কারণ নবী করিম (দঃ) বলেন:

مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ، فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِمَثَلِي

-"যে ব্যক্তি আমাকে সপ্নে দেখল সে যেন আমাকেই (বাস্তবে) দেখল, কেননা শয়তান আমার ছুরাত ধারণ করতে পারে না।"[১৪৮]

অনুরুপ আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে,

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من رآني في المنام كان كمن رآني في حياتي.

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলে করিম (দঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তি আমাকে সপ্নে দেখবে সে যেন আমাকে জিবদ্দশায় দেখল।"[১৪৯]

যেমন একটি ঘটনা **আল্লামা আব্দুল হক্ব মোহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ)** উল্লেখ করেন:

হযরত আবু বকর জালা (রঃ) বলেন: আমি মদিনায় গেলাম। এক দু'দিন উপোস করার পর আমি রাসূলে পাক (দঃ) এর রওজা মোবারকের কাছে গিয়ে বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার মেহমান। অত:পর আমি ঘুমিয়ে পরলাম এবং রাসূল (দঃ) কে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমাকে স্বপ্নেই একটি রুটি দিলেন। আমি স্বপ্নে ঐ রুটির অর্ধেক অংশ খেয়ে সজাগ হয়ে দেখি বাকী অর্ধেক আমার হাতেই আছে। (জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব)

হাফিজুল হাদিস ইমাম কাস্তালানী (রঃ) বলেছেন:

لا فرق بين موته وحياته -"আল্লাহর নবী (দঃ) এর হায়াত ও মওতের মাঝে কোন ব্যবধান নেই।"[১৫০]

তাই শাহ্ সাহেবের পিতার স্বপ্ন অবশ্যই বাস্তব ও গ্রহণযোগ্য, কারণ ইহা নবী পাক (দঃ) এর সাথে সম্পৃক্ত। আরেকটি বিষয় জানা থাকা দরকার যে, শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (রঃ) ছিলেন হিজরী **১২শ** শতাব্দির মুজাদ্দেদ, আল্লামা শাহ্ আব্দুল আযীয মোহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ) এর সম্মানীত পিতা।

---

[148] ছহীহ্ বুখারী; আহমদ; দারেমী; ইবনে মাজাহ; খাছায়েছুল কোবরা;

[149] মুখতাছারু তারিখে দামেস্ক, ২য় খন্ড, ৪০৭ পৃ:; ইমাম ইবনে আব্দিল বার্: আল ইস্তিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ১ম খন্ড, ৩১৫ পৃ:; আল্লামা ছামহুদী: অফাউল অফা, ৪র্থ জিল্দ, ২০০ পৃ:; ইমাম আসকালানী: আল ইছাবা, ২য় খন্ড, ৫ পৃ:;

[150] ইমাম কাস্তালানী: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ২য় খন্ড, ৩৮৬ পৃ:;

ফোকাহাদের দৃষ্টিতে মিলাদের কিয়াম

ইমাম হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) এর ফাতওয়া

হিজরী অষ্টম শতাব্দির মুজাদ্দেদ ও শারিহে বুখারী, হাফিজুল হাদিস আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রাঃ) বলেন:

قد اجمعت امة محمد من اهل السنة والجمعة على استحسن القيام واجتمع الناس له

-"উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইজমা হয়েছে যে, মিলাদে কিয়াম করা ও এর উদ্দেশ্যে লোকজন জমায়েত করা মুস্তাহ্ছান বা অতিব উত্তম কাজ।" (মাওলুদুল কাবীর, জাআল হাক্ব)।

হাফিজুল হাদিস আল্লামা ইবনে হাজার আস্কালানী (রঃ) (ওফাত ৮৫২ হিজরী) তদীয় কিতাবে বলেছেন:

أن قيام المرءوس للرئيس الفاضل والإمام العادل والمتعلم للعالم مستحب

-"সম্মানিত ন্যায় পরায়ন ইমামের জন্যে তাঁর অধিনস্থরা, শিষ্যরা আলিমের সম্মানে কেয়াম করা বা দাঁড়ানো মুস্তাহাব।" (ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১১তম খন্ড, ৫৪ পৃ:)

ইমাম শরফুদ্দিন নববী (রঃ) (ওফাত ৬৭৬ হিজরী) এর ফাতওয়া

إِكْرَامُ أَهْلِ الْفَضْلِ وَتَلَقِّيهِمْ بِالْقِيَامِ لَهُمْ إِذَا أَقْبَلُوا هَكَذَا احْتَجَّ بِهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ لِاسْتِحْبَابِ الْقِيَامِ قَالَ الْقَاضِي وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْقِيَامِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِيمَنْ يَقُومُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ وَيَمْثُلُونَ قِيَامًا طُولَ جُلُوسِهِ قُلْتُ الْقِيَامُ لِلْقَادِمِ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ مُسْتَحَبٌّ وَقَدْ جَاءَ فِيهِ أَحَادِيثُ وَلَمْ يَصِحَّ فِي النَّهْيِ عَنْهُ شَيْءٌ صَرِيحٌ

-"সম্মানিত ব্যক্তির আগমনে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানানো বৈধ। এমনিভাবে অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম কেয়াম করাকে উত্তম বলে নির্ভর করেছেন। কাজী আয়্যায (রঃ) বলেন: যে কেয়ম নিষেধ করা হয়েছে ইহা সে কেয়াম নয়। তবে উপবিষ্ট ব্যক্তির জন্য মুর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকা নিষিদ্ধ। আমি (নববী) বলি: সম্মানী ব্যক্তির আগমনে কেয়াম

করা মুস্তাহাব। এ ব্যাপারে প্রচুর হাদিস বর্ণিত হয়েছে, আর কেয়াম নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট কোন হাদিস নেই।"[১৫১]

মুজতাহিদ ইমাম তক্বী উদ্দিন সুবকী (রঃ) এর আমল

সর্বজন মান্য মুজতাহিদ্, আল্লামা ইমাম তকী উদ্দিন সুবকী (রঃ) এর দরবারে একদা নবী পাক (দঃ) এর শানে কাছিদা পাঠ করা হয়।

فعند ذلك قام الامام السبكى وجميع من بالمجلس

অর্থাৎ, ঠিক ঐ সময় ইমাম তকী উদ্দিন সুবকী (রঃ) (মহব্বতের জোশে) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মজলিসে যত আলিম ছিলেন সবাই তখন দাঁড়িয়ে গেলেন।[১৫২]

এই ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাসূলে পাক (দঃ) এর মহব্বতে কোন মজলিসে দাঁড়িয়ে সালাত-সালাম পাঠ করা যুগের ইমাম ও মুজতাহিদ্গণের তরিকা। আর রাসূল (দঃ) এর বেলাদত শরীফ তথা দয়াল নবীজির আগমনের কথা বিশ্ব বাসির জন্যে অবশ্যই আনন্দের বা খুশির সংবাদ। আর নবীজির আগমনের আনন্দে বা খুশিতে দাঁড়িয়ে যাওয়া অবশ্যই জায়েয, যেমনটি ইমাম তকী উদ্দিন সুবকী (রঃ) আলিমগণকে নিয়ে করেছেন।

আল্লামা নূরউদ্দিন আলী হালভী (রঃ) এর ফাতওয়া

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আল্লামা নূর উদ্দিন আলী হালভী (রঃ) এর মিলাদ-কিয়াম সম্পর্কীত ফাত্ওয়া,

ومن الفوائد أنه جرت عادة كثير من الناس إذا سمعوا بذكر وضعه ﷺ أن يقوموا تعظيما له ﷺ، وهذا القيام بدعة لا أصل لها: أي لكن هي بدعة حسنة، لأنه ليس كل بدعة مذمومة.

-"নবী করিম (দঃ) এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা কালে তাঁর তাজিমে কেয়াম বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানের মহৎ অভ্যাসে পরিনত হয়েছে। আর ইহা

---

151 ইমাম নববী: আল মিনহাজ শরহে মুসলীম, ১২তম খন্ড, ৯৩ পৃ: ১৭৬৮ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

152 ইসমাঈল হাক্বী: তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৬৪ পৃ:; ইমাম তাজ উদ্দি সুবকী: তাবকাতুল শাফিইয়্যাতিল কুবরা, ১০ম খন্ড, ২০৮ পৃ:; নুরুদ্দীন হালভী: ছিরাতে হলভীয়া, ১ম খন্ড, ১২৩ পৃ:; ইবনে ছালেহ শামী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১ম খন্ড, ৩৪৫ পৃ:;

হলো বিদয়াত যার সরাসরি কোন ভিত্তি নেই অর্থাৎ ইহা বিদয়াতে হাছানাহ, কেননা সকল বিদয়াতই মন্দ নয়।"[১৫৩]

অতএব, সকল বিদয়াত মন্দ ও পরিত্যাজ্য নয়, কারণ তারাবী নামাজের জামাত রাসূলে পাক (দঃ) এর জামানায় ছিল না, ইলিম অর্জনের জন্য মাদ্রাসায় রুটিন মাফিক ক্লাস করা ও সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত পরিক্ষা দেওয়া, রেজাল্ট লাভ করা ইত্যাদি, আযানে মসজিদের মাইক ব্যবহার ইত্যাদি এগুলোও বিদয়াতে হাছানার অন্তর্ভূক্ত। বূখারী শরীফ, মুসলীম শরীফ, মেসকাত শরীফ, আবু দাউদ শরীফ ইত্যাদি কিতাবসমূহ রাসূল (দঃ) এর জামানায় ছিল না তাই এগুলোও বিদয়াত তবে উত্তম বিদয়াত।

ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) এর ফাতওয়া

হাফিজুল হাদিস ইমাম আবু বকর বায়হাক্বী (রঃ) (ওফাত ৪৫৮ হিজরী) বলেন,

وقال البيهقي القيام على وجه البر والإكرام جائز كقيام الأنصار لسعد وطلحة لكعب

-"নেক কাজ হিসেবে সম্মানার্থে কিয়াম করা জায়েয যেমনিভাবে আনছারী সাহাবীরা হযরত সাদ (রাঃ) এর জন্যে এবং হযরত ত্বলহা হযরত কা'ব (রাঃ) এর জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন।"[১৫৪]

যেমন ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) তার 'শুয়াইবুল ঈমান' কিতাবে এভাবে বলেছেন,

وَفِي حَدِيثِ سَعْدٍ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ قِيَامَ الْمَرْءِ بَيْنَ يَدَيِ الرَّئِيسِ الْفَاضِلِ، وَالْوَالِي الْعَادِلِ، وَقِيَامَ الْمُتَعَلِّمِ لِلْعَالِمِ مُسْتَحَبٌّ غَيْرُ مَكْرُوهٍ، قُلْتُ: وَهَذَا الْقِيَامُ يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الْبِرِّ وَالْإِكْرَامِ كَمَا كَانَ قِيَامُ الْأَنْصَارِ لِسَعْدٍ، وَقِيَامُ طَلْحَةَ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ،

-"সাদ (রাঃ) এর হাদিসে দলিল রয়েছে যে, উচু মাপের মর্যাদা সম্পন্য লোকের সামনে, ন্যায় পরায়ণ ওলীর কাছে ও শীষ্য তার আলিমের সামনে কেয়াম করা মাকরুহ ছাড়াই মুস্তাহাব। আমি (বায়হাক্বী) বলিঃ এই কিয়াম

---

[153] নূরুদ্দিন হালভীঃ ছিরাতে হলভীয়া, ১ম খন্ড, ১২৩ পৃঃ; ইবনে ছালেহী শামীঃ সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১ম খন্ড, ৩৪৪ পৃঃ;

[154] ইমাম আসকালানীঃ ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১১তম খন্ড, ৫৭ পৃঃ;

ছিল সৎ উদ্দেশ্যে ও সম্মানার্থে যেমনটি আনছারী সাহাবীরা হযরত সাদ (রাঃ) এর জন্য এবং ত্বালহা (রাঃ) কাব ইবনে মালেকের জন্য কেয়াম করেছিল।"[১৫৫]

ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) দৃষ্টিতে সৎ নিয়তে সম্মানার্থে কিয়াম করা জায়েয ও মুস্তাহাব। মিলাদ শরীফের কিয়াম মূলত সৎ নিয়তে ও রাসূলে পাক (দঃ) এর তাজিমে করা হয়।

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) এর ফাতওয়া

হুজ্জাতুল ইসলাম, আল্লামা ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলেন:

وَقَالَ الْإِمَامُ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ: الْقِيَامُ مَكْرُوهٌ عَلَى سَبِيلِ الْإِعْظَامِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْإِكْرَامِ،

-"আজমীদের মত দাঁড়ানো মাকরুহ, কিন্তু সম্মানার্থে দাঁড়ানো মাকরুহ্ নয় বা জায়েয।"[১৫৬]

আল-হাম্দুলিল্লাহ্! আমরা মিলাদের সময় কেহই অহংকার ও গৌরবের জন্যে দাঁড়াই না, বরং আল্লাহর নবী (দঃ) এর সম্মানে ও তাজিমে আমরা দাঁড়াই। সুতরাং ইমাম গাজ্জালী (রঃ) এর ফাতওয়া মোতাবেক সম্মান ও তাজিমে কিয়াম করা মাকরুহ নয় বরং জায়েয ও মুস্তাহাব।

শায়েখ আব্দুল হাক্ব মুহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ) এর আমল

ভারত উপমহাদেশে যিনি সর্ব প্রথম জাহাজ ভরে কিতাব এনেছেন তিনি হলেন **আল্লামা শেখ আব্দুল হক্ব মোহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ)**। তিনি এক মোনাজাতে তাঁর কিতাবে বলেন: "হে আল্লাহ আমি আব্দুল হক্বের নিয়তের মধ্যে অনেক ত্রুটি রয়েছে, তবে আমি নবী পাক (দঃ) এর মিলাদের অনুষ্ঠানে যোগদান করি এবং নবীজিকে দাঁড়িয়ে ছালাম দেই। হে আল্লাহ! সেই আমলের উছিলায় আমি আব্দুল হক্বকে তুমি কবুল কর।" {সংক্ষেপিত} (শায়েখ আব্দুল হাক্ব: আখবারুল আখিয়ার, ৬২৪ পৃ:)।

---

[155] ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, ৮৫৩৮ নং হাদিসের শেষে فَصْلٌ فِيمَنْ كَرِهَ الْقِيَامَ لَهُ تَوَرُّعًا مَخَافَةَ الْكِبْرِ;

[156] ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৮ম খন্ড, ৫০৮ পৃ:; ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১১তম খন্ড, ৫৮ পৃ:;

সুবহানাল্লাহ! আল্লামা শায়েখ আব্দুল হক্ব মোহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ) রাসূলে পাক (দঃ) এর মিলাদ শরীফের কিয়ামের উছিলায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন। অথচ ওহাবীরা তাঁরই ছিলছিলার অনুসারী ও সনদ প্রাপ্ত।

মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরীর ফাতওয়া

আল্লামা কেরামত আলী জৈনপুরী (রঃ) ছাহেব বলেন:

"তারাদ্দুদ বা অনিশ্চয়তা একজন শরিয়তের অনুসারীর মাঝে তখনই দেখা দেয় যখন উলামাদের মাঝে বৈপরীত্ব পাওয়া যায়। যেমনটি জুময়ার নামাজের জন্যে শহরের সংজ্ঞার মাঝে প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে এই বৈপরীত্ব বা ভিন্নতার মাঝে মুছাওয়াত বা সমান সমান হওয়া শর্ত। যে কথাটি 'নূরুল আনওয়ার' গ্রন্থে স্পষ্ট বলা আছে। কিন্তু বিভিন্নতার এই শর্ত মিলাদ ও কিয়ামের মাঝে পাওয়া যায় না"। তিনি আরোও বলেন: "রাসূল (দঃ) এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থেই এই কিয়াম করা হয়। তাই কিয়ামের প্রতি অথবা আমলে মাওলুদের প্রতি অসম্মান করার অর্থ মূলতঃ রাসূলুল্লাহ (দঃ) কে অসম্মান করা ছাড়া কিছু নয়।" (আল মুলাখ্খাছ, কৃত: আল্লামা কেরামত আলী জৈনপুরী)।

সুতরাং মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী মিলাদ-কিয়ামের পক্ষে ছিলেন বরং এর পক্ষে শক্ত ফাত্ওয়া দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, মিলাদ-কিয়ামের ক্ষেত্রে সকল ওলামায়ে কেরাম একমত। আর ওলামায়ে কেরাম এই আমলকে শরিয়াতের মুহাম্মদীর দৃষ্টিতে জায়েয জানতেন। এখানে এও প্রমাণ হয় যে, ছৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রঃ) মিলাদ-কিয়ামের পক্ষে ছিলেন। উল্লেখ্য যে, আল্লামা কেরামত আলী জৈনপুরী ছিলেন আল্লামা ছৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রঃ) এর খলিফা ও সূফি নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (রঃ) ও মৌলভী ইসমাইল দেহলভীর পীর ভাই।

মাওলানা আব্দুল হাই লাখনভী (রঃ) এর ফাতওয়া

পাক ভারত উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত আলিম, **আল্লামা আব্দুল হাই লাখনভী (রঃ)** বলেন:

"মিলাদের সময় যদি কোন ব্যক্তি ইশ্‌ক মুহাব্বতে, লৌকিকতাবিহীন কিয়াম করেন, তাহলে কিছুই বলার নেই। অর্থাৎ এরূপ কিয়াম জায়েয।" (আব্দুল হাই লাখনভীঃ মজমুয়ায়ে ফাতুয়া, ২য় খন্ড, ৩৪৭ পৃঃ)।

হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ) এর আমল

মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবের পীর ও তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী ইলিয়াছ মেওয়াতী ও চরমুনাই'র ইসহাক্ব সাহেবের দাদা পীর, **আল্লামা হাজী এমদাদুল্লাহ্ মোহাজেরে মক্কী (রঃ)** বলেনঃ

"ফাকির কি মাশরাব ইয়ে হায় মাহফিলে মাওলুদমে শারিক হুতাহু, বলকে বরকাতকে জারিয়া চুমজকার হরছাল মোনাকিদ কারতাহু। আওর কিয়াম'মে লজ্জত ওয়া লুতফ পাতাহু"

অর্থাৎ, এই ফকিরের নিয়ম এই যে, আমি মিলাদে মোস্তফায় শরীক হই এবং বরকতের আশায় প্রতি বৎসর মিলাদের আয়োজন করি, আর মিলাদের কিয়ামে আমি আত্বার শান্তি পাই। (ফায়ছালায়ে হাফ্‌তে মাছায়েল, মৌলুদ শরীফ অধ্যায়)।

সুতরাং প্রমাণিত হল যে, দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের সকলের শীরতাজ, অর্থাৎ, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, মাওলানা আবুল কাশেম নানুতবী, খলিল আহমেদ আম্বেটুবী প্রমূখ ওলামায়ে কেরামের উস্তাদ ও পীর আল্লামা হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ) নিজে মিলাদ শরীফ ও কিয়াম করতেন এবং এই আমলকে জায়েয হিসেবে জানতেন।

মাওঃ আশরাফ আলী থানভীর ফাতওয়া

দেওবন্দ মাদ্রাসার সর্ব প্রথম শাইখুল হাদিস, তাবলীগের প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী ইলিয়াছ মেয়াতীর উস্তাদ, **মাওঃ আশরাফ আলী থানভী সাহেব** বলেনঃ

"মিলাদ মাহফিলের ব্যাপারে আমার পূর্বেও খেয়াল ছিল যে, ঐ মাহফিলে আসল কাজ হচ্ছে যিকিরে রাসূল (দঃ) বা প্রিয় নবীজি (দঃ) এর আলোচনা ও তাঁকে স্মরণ করা। আর এ কাজ'ত সকলের কাছেই ভাল। সৌভাগ্যজনক ও মুস্তাহাব ইবাদত। কিন্তু তার মধ্যে যে সমস্ত নিন্দনীয় বিষয়াদী ও ভ্রান্ত রুছম সমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে, সে

গুলো দূর করার চেষ্টা করতে হবে। প্রকৃত কাজ মুস্তাহাব মাহফিলকে চেড়ে দেওয়া উচিৎ নয়। আর এটি ছিল মূলতঃ আমাদের হাজী এমদাদুল্লাহ সাহেব মোহাজেরে মক্কী (রঃ) এর মসলক্ব বা নীতি”
(মুফতী শফি: মাজালিছে হাকিমুল উম্মত, ২৩১ পৃ:)।
সুতরাং মাওঃ আশরাফ আলী থানভী সাহেবের মত দেওবন্দী আলেম যদি মিলাদ শরীফের পক্ষে কথা বলেন, তাহলে মিলাদে মোস্তফা (দঃ) বন্ধ করার জন্যে সাধারণ দেওবন্দী চেলাফেলাদের লাফালাফি ফলপ্রসু হবেনা।

মাওলানা শামছুল হক্ব ফরিদপুরী (রঃ) এর ফাতওয়া

মাওলানা থানভী সাহেবের খলিফা এবং শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক্ব সাহেবের উস্তাদ, **আল্লামা শামছুল হক্ব ফরিদপুরী (রঃ)** {ছদর সাহেব হুজুর বলেন}:
“মুহাব্বতের জোসে খাড়া হলে তাকে বিদয়াত বলা যায়না, তাছাড়া নবী করিম (দঃ) কে বসে বসে ছালাম করা শরীফ তবিয়তের লোকের কাছে বড়ই বেয়াদবী লাগে। সে জন্যে রওজা শরীফের সামনে নিজেকে হাজির ধ্যান করিয়া খাড়া হয়ে ছালাম করাতে কোনই দোষ হতে পারে না। জিকিরে রাসূল (দঃ) এর মজলিসে মুহাব্বতের জোসে একজন দাড়াইয়া গেলে সকলেই দাড়িয়ে যাওয়া উচিৎ। অর্থাৎ ইহা একটি উত্তম আদব। ইহার বিপরীতে বেয়াদবী”। (তাছাউওফ তত্ত্ব: ৪২ পৃ:)।
বর্তমান বাংলাদেশের দেওবন্দী মসলক্বের অন্যতম হলো ছদর সাহেব হুজুরের গ্রুফ। যিনি গহরডাঙ্গা মাদ্রাসা গোপালগঞ্জ ও ঢাকা লালবাগ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা এবং অসংখ্য খারেজী আলিমের উস্তাদ। তিনি মিলাদ-কিয়ামের পক্ষে কি সুন্দর ফাতওয়া দিলেন, অথচ ওহাবীরা এগুলো চোখ থাকতেও দেখেনা।

মাওলানা আবুবকর সিদ্দিক ফুরফুরাবী (রঃ) এর ফাতওয়া

আল্লামা সূফি ফতেহ্ আলী রসূলনামা (রঃ) এর খলিফা এবং সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (রঃ) এর পীর ভাই, ফুরফুরা শরীফের আ'লা হযরত **আল্লামা আবুবকর ছিদ্দিক্ব ফুরফুরাবী (রঃ)** বলেন:

"ফুরফুরা শরীফের ওলামায়ে কেরাম মিলাদের সময় কিয়ামকরাকে জায়েয ও মুস্তাহছান জানেন"। ঐ কিতাবের অন্যত্র তিনি বলেন: "আমি ব্যক্তিগত ভাবে মিলাদ-কিয়াম পছন্দ করি, কারন মিলাদ-কিয়াম মুস্তাহছান ও সুন্নাতে উম্মত"। (অছিয়তনামা)।

ফুরাফুরা শরীফের খলিফা হলো ছারছিনার মাওলানা নেছার উদ্দিন সাহেব (রঃ) সাহেব। আমরা জানি তাঁরা উভয়ই মিলাদ-কিয়াম আমল করেন এবং সুন্নিয়্যাত প্রচার প্রসারে তাঁদের অনেক ভূমিকা রয়েছে।

মাওলানা হুছাইন আহমদ মাদানী এর ফাতওয়া

দেওবন্দের শায়খুল হাদিস, **আল্লামা হুছাইন আহমদ মাদানী সাহেব বলেন:** "হ্যাঁ যদি রাসূলে আকরাম (দঃ) এর জিকিরে বেলাদতের সময় কেউ দাঁড়িয়ে সালাত-ছালাম পাঠ করে তাহলে দোষের কি আছে?[১৫৭]

কাবার ইমাম মাওঃ সৈয়দ আছগর আহমদ (রঃ) এর আমল

কাবা ঘরের ইমাম **আল্লামা সৈয়দ আছগর আহমদ (রঃ)** যিনি বি-বাড়িয়া জেলার অন্তর্গত কসবা থানাধীন আড়াইবাড়ী দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কাবা ঘরের ইমাম থাকাকালীন মিলাদ-কিয়ামের আমল করতেন এবং বাংলাদেশে এসেও এই আমল করতেন। এমনকি তাঁর সুযোগ্য সন্তান মাওলানা গোলাম হাক্কানী সাহেবও মিলাদ-কিয়ামের আমল করতেন যা আমি নিজেই দেখেছি।

মু'মীনগণ যা ভাল জানেন আল্লাহর কাছেও তা ভাল

মু'মীনদের মধ্যে আইম্মায়ে কেরাম যে বিষয়ে ভাল হিসেবে একমত পোষন করেছেন ইহা আল্লাহর দরবারেও ভাল হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এ ব্যাপারে একাধিক রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। যেমন এ বিষয়ে মারফূ রেওয়াতটি লক্ষ্য করুন,

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُمَرَ الْبَجَلِيُّ، أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ الْقَوَّاسُ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ الْبُخَارِيُّ وَأَنَا أَسْمَعُ وَأَصْلُهُ فِي كِتَابِي، قِيلَ لَهُ حَدَّثَكُمْ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاذٍ رَجَاءُ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

---

[157] মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম, ১ম খন্ড, ৩৩৯ পৃ:;

سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو النَّخَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، **عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَلَمْ يَجِدْ قَلْبًا أَتْقَى مِنْ أَصْحَابِي، وَلِذَلِكَ اخْتَارَهُمْ فَجَعَلَهُمْ أَصْحَابًا، فَمَا اسْتَحْسَنُوا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا اسْتَقْبَحُوا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ**

-"হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ তার বান্দাদের ক্বাল্বের দিকে নজর করবেন, ফলে তাদের ক্বাল্বে ইত্বকা বা ভীরুতা বা দৃঢ়তা খুজে পাবেনা। তাই তাদেরকে সুবিধা দেওয়া হল ও তাদেরকে সঙ্গী হিসেবে নির্ধারণ করল। যখন তারা কোন বিষয়ে উত্তম ধারণা করবে তখন ইহা আল্লাহর কাছেও উত্তম বিবেচিত হবে। আর যখন তারা কোন বিষয়ে মন্দ ধারণা করবে তখন ইহা আল্লাহর কাছেও মন্দ বিবেচিত হবে।"[১৫৮] এ বিষয়ে আরেকটি ছহীহ্ মাওকুফ রেওয়ায়েতে রয়েছে,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، **قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدُ اللَّهِ حَسَنٌ.**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন: মুসলমানরা যা ভাল মনে করেন ইহা আল্লাহর কাছেও ভাল।"[১৫৯]

ইমাম মুহাম্মদ ইহনে হাছান আশ-শায়বানী (রঃ) তদীয় 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে হাদিসটি 'মারফূ' রূপে তথা রাসূল (দঃ) এর বাণী হিসেবে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ

-"নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (দঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন: যা মুসলমানদের কাছে উত্তম, ইহা আল্লাহর কাছেও উত্তম।..."[১৬০]

---

158 খতিব বাগদাদী: তারিখে বাগদাদ, ২১১৩ নং রাবীর ব্যাখ্যায়, ৫ম খন্ড, ২৭০ পৃ:;

159 ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ১ম খন্ড, ৩৩৮ পৃ:; মুয়াত্তা মালেক, হাদিস নং ২৪১; মুসনাদে আবু দাউদ ত্বয়ালুছী, হাদিস নং ২৪৩; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ৩৬০০; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ১৮১৬; মুজামে ইবনে আরাবী, হাদিস নং ৮৬১; ইমাম তাবারানী: মুজামুল আওছাত, হাদিস নং ৩৬০২; ইমাম তাবারানী: মুজামুল কবীর, হাদিস নং ৮৫৮৩; হাকেম, হাদিস নং ৪৪৬৫; ইমাম বায়হাক্বী: মারেফাতুস সুনান ওয়াল আছার, হাদিস নং ৩২৮; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৩৫৫৯০;

উল্লেখ্য যে, মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ' এর মধ্যে কোন জয়ীফ হাদিস নেই। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) ছিলেন 'তাবে-তাবেঈ' এবং ইমাম বুখারী (রঃ) এর পূর্ব যুগের। অসংখ্য তাবেঈগণের তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। এছাড়াও আল বেনায়া, এনায়া, বাহরুর রায়েক, তাবেইনুল হাকায়েক, মুহিতুল বুরহানী, আল মাবছুত, বাদাউছ ছানাঈ, ফতোয়ায়ে শামী, ফতোয়ায়ে আলমগিরী, তাফছিরে কবীর প্রমূখ কিতাবেও হাদিসটি মারফূরূপে:

قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

-"রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: যা মুসলমানদের কাছে উত্তম, ইহা আল্লাহর কাছেও উত্তম।" এরূপ মারফূরূপে তথা রাসূল (দঃ) এর বাণী রূপে হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি শাফেয়ী মাজহাবে বিখ্যাত গ্রন্থ: হাবিউল কবীর, তুহফাতুল মোহতাজ, মুগনীল মোহতাজ, নজমুল ওয়াহ্হাজ প্রমূখ গ্রন্থেও হাদিসটি 'মারফূ' রূপে তথা রাসূল (দঃ) এর বাণী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লামা ইমাম যায়লায়ী (রঃ) তদীয় 'নাছবুর রায়া' গ্রন্থে 'ইস্তেহ্ছান' অধ্যায়ে এই হাদিসকে 'মারফূ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে,

وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود، وَقد رُوِيَ مَرْفُوعا إِلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَنه قَالَ مَا رَآهُ الْمُسلمُونَ حسنا، فَهُوَ عِنْد الله حسن، وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ سَيِّئًا، فَهُوَ عِنْد الله سيء

-"ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। অবশ্যই মরফূরূপে নবী পাক (দঃ) থেকে বর্ণিত আছে: যা মুসলমানগণ ভাল মনে করেন,.....।"

এছাড়াও আল্লামা ইমাম আজলুনী (রঃ) তদীয় 'কাশফুল খফা' কিতাবে বলেন:

وقد صح عن ابن مسعود مرفوعًا: ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن

-"অবশ্যই অধিক বিশুদ্ধ হচ্ছে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) মারফূরূপে বর্ণনা করেন, যা মুসলমানদের কাছে ভাল,.....।"

আল্লামা ইমাম আজলুনী তদীয় 'কাশফুল খফা' গ্রন্থের হাদিস নং ২২১৪-এ আরো উল্লেখ করেন:

وقال الحافظ ابن عبد الهادي مرفوعا عن أنس بإسناد ساقط

---

[160] ইমাম মুহাম্মদ: মুয়াত্তা মুহাম্মদ, হাদিস নং ২৪১;

-"হাফিজ ইবনে আব্দুল হাদী (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন।"

বিশ্ব বিখ্যাত ফকিহ্ ও মুহাদ্দিছ, আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) মেরকাত গ্রন্থের ২৭২৫ নং হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন:

وَقَدْ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَلْ رَفَعَهُ أَنَّ مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

-"অবশ্যই ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, বরং মারফূরূপে বর্ণনা করেন: নিশ্চয় মুসলমানরা যা ভাল মনে করেন,.....।"

ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রঃ) তিনার অন্য কিতাবে এভাবে বলেছেন,

ورد عن ابن مسعود رضى الله عنه موقوفا ومرفوعا مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

-"হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে মাওকুরফ ও মারফূভাবে উল্লেখ রয়েছে, নিশ্চয় মুসলমানরা যা ভাল মনে করেন,.....।"[১৬১]

ইমাম যাহাবী (রঃ), ইমাম হাকেম (রঃ), ইমাম হায়ছামী (রঃ), ইমাম আজলুনী (রঃ) সহ প্রায় সকল ইমামগণই হাদিসটিকে **صَحِيحٌ** ছহীহ্ বলেছেন। (হাকেম, মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, কাশফুল খফা)

ইমাম কাস্তালানী (রঃ), ইমাম ছাখাভী (রঃ), আলবানী: **حَسَنٌ** হাছান বলেছেন। (আদ দেরায়া, মাকাছিদুল হাছানা)

সুতরাং মুসলীম সম্প্রদায় তাঁদের ইজতিহাদের মাধ্যমে যা ভাল জানবেন ইহা আল্লাহর দরবারেও ভাল হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। আর রাসূল (দঃ) এর মিলাদ শরীফের আমলের বিষয়ে উম্মতের ঐক্যমতে মুস্তাহাব স্বীকৃতি লাভ করেছেন, যা নিঃসন্দেহে জায়েয ও মুস্তাহাব আমল। যদিও এর বর্তমান প্রচলিত রূপ প্রিয় নবীজি (দঃ) এর যুগে ছিলনা, এমন অনেক প্রচলিত আমল রয়েছে যা গোটা পৃথিবীর সকল উলামায়ে কেরাম পালন করছেন, অথচ প্রচলিত এরূপ আমল প্রিয় নবীজি (দঃ) এর যুগে ছিলনা। যেমন ইলিম অর্জনের জন্য প্রচলিত নিয়মে মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়া, রুটিন মোতাবেক অধ্যয়ণ করা ও সনদ লাভ করা এবং প্রচলিত নিয়মে ওয়াজ

---

[161] ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী: আল আদব ফি রজব; মাজমু' রাছাইলে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী, ২য় খন্ড, ২৯৮ পৃ:;

মাহফিল করা ইত্যাদি ইত্যাদি। জেনে রাখা উচিৎ যে, ইসলাম ধর্মে সু-রীতি উদ্ভাবনকে স্বাগতম জানানো হয়েছে।

ইসলাম ধর্মে সু-রীতির প্রতি উৎসাহ প্রদান

ইসলাম একটি ধর্ম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হওয়া স্বত্ত্বেও দ্বীন পরিপূর্ণ হবার পরেও উত্তম রীতি প্রচলনকে স্বাগতম জানিয়েছেন। কেননা যেকোন নতুন সমস্যা সমাধানের জন্য ইসলামে ইজতেহাদের সুযোগ রয়েছে। আর ফোকাহাদের ইজতেহাদ বা কিয়াসের মাধ্যমেই সেই উত্তম রীতি সমূহ প্রচলিত বা সমর্থিত হবে। এ মর্মে একাধিক ছহীহ্ হাদিস রয়েছে। যেমন এ বিষয়ে ছহীহ্ হাদিসে আছে:

حدثني محمد بن المثنى العنزي، أخبرنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، **عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ،**

-"হযরত মুনজির ইবনে জরীর (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলে পাক (দঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর নবী (দঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন ভাল রীতি উদ্ভাবন করে, তার জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান যারা তার পরে ইহা আমল করবেন তাদের থেকে।"[১৬২] হাদিসটি অন্যভাবেও উল্লেখ আছে,

حَدَّثَنَا عبد الوارث بن عبد الصَّمَد بن عبد الوارث , حَدَّثَنا أبي , عن أبيه عبد الوارث بن سعيد ,عن أيوب عن مُحَمَّد **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال من سن في الإسلام سنة حسنة**

---

[162] ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ১০১৭-৬৯ ও ১০১৭-১৫;; ইবনে কাছির: জামেউল মাসানিদ ওয়াস সুনান, ৩য় জি: ৫৮৪ পৃ:; সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৮ পৃ:; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ২৩৭২ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খন্ড, ৪২৫ পৃ:; মেসকাত ইলিম অধ্যায়, হাদিস নং ২১০; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ২৮২ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৯১৫৬; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ২৯৬৩; নাসাঈ শরীফ, হাদিস নং ২৫৫৪; ইমাম তাহাবী: শরহে মুশকিলুল আছার, ২৪৩; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল আওছাত, হাদিস নং ৮৯৪৬; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কবীর, হাদিস নং ২৩৭২; ইমাম বাইহাক্বী: এ'তেকাদ, ১ম খন্ড, ২৩০ পৃ:; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৬০ পৃ:; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ২য় খন্ড, ৩৫০ পৃ:; ইমাম ইবনে আব্দিল বার্: আত-তামহিদ, ২৪তম খন্ড, ৩২৭ পৃ:;

فعمل بها من بعده كان له أجراها وأجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شَيْءٌ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন ভাল রীতি উদ্ভাবন করে, তার জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান যারা তার পরে ইহা আমল করবেন তাদের থেকে।"[১৬৩] এ বিষয়ে আরেকটি ছহীহ্ রেওয়ায়েত রয়েছে,

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ، ثنا جَدِّي، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الْحِمْصِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رُؤْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّصْرِيِّ، **عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا مَا عَمِلَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ حَتَّى يَتْرُكَ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ إِثْمُهَا حَتَّى يَتْرُكَ،**

-"হযরত ওয়াছিলা ইবনে আসকা (রাঃ) নবী করিম (দঃ) থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয় নবীজি (দঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন ভাল রীতি উদ্ভাবন করে, তার জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান, যারা তার পরে ইহা আমল করবেন জিবদ্যশায় অথবা ইন্তেকালের পরেও তাদের আমল থেকে, যতক্ষন না ঐ আমল ত্যাগ করা হয়। যে ব্যক্তি কোন মন্দ রীতি উদ্ভাবন করে, তার জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান যারা তার পরে ইহা আমল করবেন তাদের থেকে, যতক্ষন না ঐ আমল ত্যাগ করা হবে।" (ইমাম তাবারানী তাঁর কবীরে, হাদিস নং ১৮৪)।

এই হাদিস সম্পর্কে লা-মাজহাবী নাছিরুদ্দিন আলবানী বলেছেন:

رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به-"ইমাম তাবারানী তাঁর কবীরে আপত্তিহীন সনদে বর্ণনা করেছেন।"[১৬৪] এ বিষয়ে আরেকটি ছহীহ্ রেওয়ায়েত রয়েছে,

حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إسماعيل أبو إسرائيل، عن الحكم، **عن أبي جحيفة قال قال رسول الله ﷺ من سن سنة حسنة فعمل**

---

[163] মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৯৮৬৬; ইমাম ইবনে আব্দিল বার্: আত-তামহিদ, ২৪তম খন্ড, ৩২৭ পৃ:;

[164] ছহীহ্ তারগীব ওয়া তারহীব, হাদিস নং ৬৫;

بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا

-"হযরত আবু জুহায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন ভাল রীতি উদ্ভাবন করে, তার জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান যারা তার পরে ইহা আমল করবেন তাদের থেকে, এতে আমলকারীর সওয়াবের কোন কমতি হবেনা।"[১৬৫]

লা-মাজহাবী নাছিরুদ্দিন আলবানী এই হাদিস সম্পর্কে বলেছেন: **حسن صحيح হাছান-ছহীহ্**।[১৬৬] এ বিষয়ে আরেকটি নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতে আছে,

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، **عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ،**

-"হযরত আবী উবায়দা ইবনে হুজায়ফা (রাঃ) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করিম (দঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন ভাল রীতি উদ্ভাবন করে, তার জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান যারা তার পরে ইহা আমল করবেন তাদের থেকে, এতে আমলকারীর সওয়াবের কোন কমতি হবেনা।"[১৬৭]

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম বাজ্জার (রঃ) বলেন,

وَحَدِيثُ حُذَيْفَةَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -"হুজায়ফা (রাঃ) এর রেওয়াতটি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর রেওয়াতের চেয়ে অধিক ছহীহ্।"

ভাল করে লক্ষ্য করুন! আল্লাহর নবী (দঃ) ইসলাম ধর্মে উত্তম রীতি আবিষ্কারের প্রতি কি সুন্দর উৎসাহ দিয়েছেন। **আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সকল আইম্মায়ে কেরাম বলেছেন মিলাদ শরীফের প্রচলিত আমল উত্তম রীতির অন্তর্ভূক্ত ও মুস্তাহাব।** অতএব, মিলাদ শরীফের আমল সুন্নাতে হাছানাহ্ হিসেবে মুস্তাহাব ও উত্তম প্রতিদান তথা সওয়াবের কাজ। রাসূলে

---

165 সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২০৭;

166 ছহীহ জয়ীফ সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২০৭;

167 মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ২৯৬৩;

পাক (দঃ) এর মিলাদের আমল মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সকল মুজতাহিদ ও ফোকাহায়ে কেরাম একমত। আর মুজতাহিদগণ কোন বিষয়ে একমত হলে ইহাই সঠিক বলেই বিবেচিত হবে। **কারণ মুজতাহিদগণ কোন গোমরাহীর উপর ঐক্যমত হবেনা।**

ইমামগণ গোমরাহীর উপর ঐক্যমত হবেনা

মিলাদ শরীফ মুস্তাহাব এ বিষয়ে ফোকাহায়ে কেরাম সকলেই ঐক্যমত পোষন করেছেন। আর ইমামগণ যে বিষয়ে ঐক্যমত পোষন করবেন ইহা কখনই গোমরাহী হবেনা। কেননা আল্লাহর হাবীব পবিত্র হাদিসে বলেছেন,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، **عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِي، أَوْ قَالَ: أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى ضَلاَلَةٍ،**

-"হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় রাসূল (দঃ) বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমার উম্মতকে গোমরাহীর উপর ঐক্যমত করবেনা।"[১৬৮]

এই হাদিসের সনদ সম্পর্কে আল্লামা ইমাম হায়ছামী (রঃ) বলেন,

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ، رِجَالُ أَحَدِهِمَا ثِقَاتٌ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا مَرْزُوقَ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ.

-"ইমাম তাবারানী ইহা দুটি সনদে বর্ণনা করেছেন। একটি সনদের রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত ও ছহীহ্, 'খালা মারজুক মাওলা আলে ত্বলহা' সেও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী।"[১৬৯]

স্বয়ং লা-মাজহাবী নাছিরুদ্দিন আলবানী তার তাহকিক কৃত কিতাব 'তাহকিকে বেদায়াতুল ছাওয়াল' ৭০ নং হাদিসে এবং 'ছহীহ্ জামেউছ

---

[168] তিরমিজি শরীফ, ২১৬৭; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২৭২২৪; ইমাম তাবারানী: মুজামুল কবীর, হাদিস নং ২১৭১; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৩৯১, ৩৯৩; ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৩য় খন্ড, ৩৭ পৃ:; ইমাম বায়হাক্বী: আসমা ওয়াস সিফাত, হাদিস নং ৭০১; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, ১ম খন্ড, ২১৫ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: ফাতহুল কবীর, হাদিস নং ৩৫০৬; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ১০৩০; ইমাম ছিয়তী: জামেউছ ছাগীর, হাদিস নং ১৮৪৮;

[169] ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ৯১০০;

ছাগির ওয়া জিয়াদা' কিতাবের ১৮৪৮ নং হাদিসে বলেছেন: এই হাদিস **صحيح** ছহীহ্।

এমনকি মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেছেন:

إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ -"এর সনদ ছহীহ।"[১৭০] এ সম্পর্কে আরেক হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، وَأَبِي وَائِلٍ، أَنَّ نَاسًا صَحِبُوا أَبَا مَسْعُودٍ الْبَدْرِيَّ، قَالَ ابْنُ سُلَيْمَانَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ، **عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَهَذِهِ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ أَبَدًا**

-"হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, তোমাদের জন্য আবশ্যক আল্লাহ তা'লা ও বড় জামাতের ব্যাপারে ভয় করা। কেননা আল্লাহ তা'লা উম্মতে মুহাম্মদীকে গোমরাহীর উপর ঐক্যমত করবেন না।"[১৭১] সম্পর্কে আল্লামা ইমাম হায়ছামী (রঃ) বলেন,

رَوَاهُ كُلَّهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ ثِقَاتٌ.

-"এই সকল রেওয়ায়েত তাবারানীর, আর এই সূত্রে বর্ণিত দ্বিতীয়টির বর্ণনাকারীগণ সকলেই বিশ্বস্ত।"[১৭২] এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে,

عن ابن عمر وعن ابن مسعود قال: عليكم بالجماعة! فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة. "وإسناده صحيح".

-"হযরত ইবনে উমর ও ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, তোমাদের বড় জামাত আবশ্যক। নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা উম্মতে মুহাম্মদীকে গোমরাহীর উপর ঐক্যমত করবেন না। এই হাদিসের সনদ ছহীহ্।"[১৭৩]

কুখ্যাত তাহকিক কারী নাছিরুদ্দিন আলবানী হাদিসটিকে **صحيح** ছহীহ্ বলেছেন।[১৭৪] আলবানী তার কিতাবে আরো বলেন,

---

[170] মুবারকপুরী: তুহফাতুল আহওয়াজী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩২৩ পৃ:;

[171] আল্লামা ইবনে বাত্তা: ইবানাতুল কুবরা, হাদিস নং ১৪৯;

[172] ইমাম হায়ছামী: মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ৯১০৭;

[173] ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৩৭৯০২;

[174] আলবানী: ছহীহ জামেউছ ছাগীর ওয়া যিয়াদা, হাদিস নং ১৮৪৮;

وجملة القول أن الحديث عندي حسن الاسناد -"এ বিষয়ে সমষ্টিগতভাবে হাদিসটি আমার কাছে হাছান।"[১৭৫] এ বিষয়ে আরেকটি ছহীহ্ হাদিসে আছে আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেছেন,

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِي خَلَفٍ حَازِمِ بْنِ عَطَاءٍ الْأَعْمَى **عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُمُ الِاخْتِلَافَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ فَإِنَّهُ لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ**

-"হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে পাক (দঃ) কে বলতে শুনেছি: যখন তোমরা মতানৈক্য দেখবে, তখন বড় দলের অনুস্বরণ করবে। কেননা আমার উম্মাত গোমরাহীর উপর ঐক্যমত হবেনা।"[১৭৬] এ বিষয়ে অপর হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ، **عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعًا فَأَعْطَانِي ثَلَاثًا وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً: سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ**

-"হযরত আবু বছরা রাসূল (দঃ) সাহাবী তিনি বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেছেন: আমি আল্লাহ পাকের কাছে ৪টি জিনিস প্রার্থনা করেছি, কিন্তু আল্লাহ তা'লা আমাকে ৩টি জিনিস দিয়েছেন এবং একটি নিষেধ করেছেন। একটি হচ্ছে, আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছি: আমার উম্মত যেন গোমরাহীর উপর ঐক্যমত না হয়।"[১৭৭] এ সম্পর্কে আরেক রেওয়ায়েতে আছে,

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ إِمْلَاءً وَقِرَاءَةً، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ، **أَخْبَرَنِي**

---

175 আলবানী: তারজিয়াতে আলবানী, হাদিস নং ৯১;

176 ইমাম দুলাভী: কুনা ওয়াল আসমা, হাদিস নং ৯৩৭; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ১ম খন্ড, ৩৩৮ পৃ:; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৩০৩; ইবনে আছেম তাঁর 'আস সুন্নাহ' গ্রন্থে, হাদিস নং ৮০; ইমাম বায়হাক্বী: আসমা ওয়া সিফাত, হাদিস নং ৭০১; ইমাম তাবারানী: মুজামুল কবীর, হাদিস নং ১৩৬২৩; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৭০১;

177 মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২৭২২৪; ইমাম হায়ছামী: মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ৮৩১;

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يُحَدِّثَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُحَدِّثُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجْمَعُ اللَّهُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى الضَّلَالَةِ أَبَدًا وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ

-"আব্দুল্লাহ ইবনে তাউছ (রঃ) বর্ণনা করেন, তিনি তার পিতা হতে শুনেছেন। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে হাদিস বর্ণনা করতে শুনেছেন, আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেছেন: আল্লাহ পাক আমার উম্মতকে অথবা বলেছেন এই উম্মতকে গোমরাহীর উপর কোন সময়ই ঐক্যমত করবেনা। আল্লাহর কুদরতী হাঁতেই আমার উম্মত।"[১৭৮] এ বিষয়ে অপর রেওয়ায়েতে আছে,

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْمُذَكِّرُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُعَاذٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ، **عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْكِلَابِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَجْمَعُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى الضَّلَالَةِ،**

-"হযরত কুদামা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আম্মার কিলাবী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (দঃ) কে বলতে শুনেছি: তোমরা আল্লাহ তা'লা ও বড় জামাতকে ভয় কর, কেননা আল্লাহ পাক এই উম্মতকে গোমরাহীর উপর ঐক্যমত করবেনা।"[১৭৯]

এ বিষয়ে মোট ৬ জন সাহাবী থেকে 'মাশহুর' পর্যায়ে হাদিস বর্ণিত আছে। সুতরাং কোন বিষয়ে উম্মতে মুহাম্মাদীর মুজতাহিদগণ ঐক্যমত হলে অথবা ইজমায়ে ছুকুতী প্রমাণিত হলে ইহা অবশ্যই নূন্যতম মুস্তাহাব হিসেবে বিবেচিত হবে। উম্মতের ইজমা দ্বারা কোন উত্তম রীতি প্রচলিত হলে ইহাকে 'বিদয়াতে ছায়্যেআ' বা মন্দ বিদয়াত বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবেনা। আর উম্মতের ইজমা দ্বারা প্রচলিত মিলাদ শরীফ উত্তম বিদয়াত ও মুস্তাহাব স্বীকৃত। তাই ইহা মন্দ বিদয়াতের অন্তর্ভূক্ত হবেনা। কারণ **كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ** এই হাদিস দ্বারা শুধুমাত্র মন্দ বিদয়াতই নিষেধ করে। যেমন আল্লামা মোল্লা

---

178 ইমাম হাকেম: মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৩৯৮; ইমাম বায়হাক্বী: আসমা ওয়াস সিফাত, হাদিস নং ৭০২;

179 ইমাম হাকেম: মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৮৫৪৬;

আলী ক্বারী (রঃ) বলেন: **كُلُّ بِدْعَةٍ سَيِّئَةٍ ضَلَالَةٌ** -"প্রত্যেক মন্দ বিদয়াত গোমরাহী।" (মেরকাত শরতে মেসকাত)

বিদয়াতের সংজ্ঞা ও মিলাদ-কিয়ামের অবস্থান

বিদয়াত প্রথমত দুই প্রকার। একটি হলো 'বিদয়াত ফিল এ'তেকাদ' বা আকিদার মধ্যে বিদয়াত এবং আরেকটি হলো 'বিদয়াত ফিল আমাল' বা আমলের মধ্যে বিদয়াত। যাদের আকিদার মধ্যে বিদয়াত তারাই মূলত 'বিদয়াতী'। যেমন খারিজী, রাফেজী বা শিয়া, মুতাজিলা, জাহমিয়্যা, হারুরিয়্যা, ওয়াবিয়া বা নজদিয়্যা ইত্যাদি। এগুলোর আকিদার মধ্যে বিদয়াত থাকার কারণে তারা মূল বিদয়াতী। আরেকটি হচ্ছে আমলের মধ্যে বিদয়াত। এই ধরণের বিদয়াত আবার দুই প্রকার। একটি হচ্ছে বিদয়াতে হাছানাহ বা উত্তম বিদয়াত এবং অন্যটি হচ্ছে বিদয়াতে ছায়্যেআ বা মন্দ বিদয়াত। এগুলোর আরো দুইটি নাম আছে, একটি হলো বিদয়াতে লাগভী ও বিদয়াতে শারয়ী। যেসব বিদয়াত আমলের বেলায় নিষিদ্ধ নয় বরং সওয়াব বিদ্যমান রয়েছে ঐসব বিদয়াতকে বিদয়াতে হাছানাহ বলা হয়। বিদয়াতে হাছানাহ সম্পর্কে আরো জানার জন্য নিচের দলিল গুলো লক্ষ্য করুন। বিদয়াত সম্পর্কে ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আশ-শাফেয়ী (রঃ) বলেন:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَا أُحْدِثَ مِمَّا يُخَالِفُ الْكِتَابَ أَوِ السُّنَّةَ أَوِ الْأَثَرَ أَوِ الْإِجْمَاعَ فَهُوَ ضَلَالَةٌ، وَمَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ مِمَّا لَا يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِمَذْمُومٍ،

-"যা আবিষ্কার হয়েছে কিন্তু কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও আছার বিরুধী তাকে গোমরাহী বিদয়াত বলা হয়। আর যে সকল ভাল কাজ আবিষ্কার হয়েছে কিন্তু কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও আছারের বিরুধী নয় তাকে প্রসংশিত বিদয়াত বলা হয়।"[১৮০]

---

[180] আল্লামা নুরুদ্দিন হালভী: সিরাতে হলভিয়া, ১ম খন্ড, ১২৩ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ১ম খন্ড, ৩৩৮ পৃ:; ইমাম ইবনে ছালেহী শামী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১ম খন্ড, ৩৬৪ পৃ:;

অর্থাৎ কোরআন সুন্নাহ সম্মত বা সমর্থিত বিদয়াত হচ্ছে বৈধ আর কোরআন সুন্নাহ গর্হিত বিদয়াত পরিত্যাজ্য। এ প্রসঙ্গে বিশ্ব বরেণ্য ফকিহ্ আল্লামা ইমাম শরফুদ্দিন নববী আশ্-শাফেয়ী (রঃ) বলেন:

البدعة في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهي منقسمة إلى: حسنة وقبيحة.

-"বিদয়াত হলো: শরিয়াতে যা আবিষ্কার হয়েছে অথচ ইহা রাসূলে পাক (দঃ) এর যুগে ছিলনা। ইহার প্রকারভেদ হল: উত্তম ও মন্দ।"[১৮১]

অর্থাৎ রাসূলে পাক (দঃ) এর জামানার পরে দ্বীনের মধ্যে যা আবিষ্কার হয়েছে তাকে বিদয়াত বলা হয়। বিদয়াত দুই প্রকার, একটি হলো বিদয়াতে হাছানাহ বা উত্তম বিদয়াত, আরেকটি হল বিদয়াতে কাবিহাহ বা মন্দ বিদয়াত। বিদয়াত প্রসঙ্গে অনুরুপ বলেছেন শারিহে বুখারী আল্লামা ইমাম বদরুদ্দিন আইনী হানাফী (রঃ) বলেন,

والبدعة فِي الأَصْل أَحْدَاث أَمر لم يكن فِي زمن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم،

-"মূলত বিদয়াত হচ্ছে কোন নতুন আবিষ্কৃত জিনিস যা রাসূলে করিম (দঃ) এর যুগে ছিলনা।"[১৮২]

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, উম্মতের ঐক্যমতে মিলাদ শরীফের প্রচলিত রূপে আমল করা বিদয়াতে হাছানাহ্ তথা মুস্তাহাব ও সওয়াবের কাজ, যা প্রসংশিত আমলের অন্তর্ভূক্ত। কেননা সকল বিদয়াতই মন্দ নয়, বরং কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও আছারের বিপরীত সকল আমল বিদয়াতে ছায়্যেআ' তথা মন্দ বিদয়াত। বিদয়াত সম্পর্কে হিজরী ৮ম শতাব্দির মুজাদ্দিদ, হাফিজুল হাদিস ইমাম ইবনে আস্কালানী (রঃ) বলেন:

والمحدثات وَالْمُرَادُ بِهَا مَا أُحْدِثَ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ وَيُسَمَّى فِي عُرْفِ الشَّرْعِ بِدْعَةً وَمَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ الشَّرْعُ فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ

-"সেই 'মুহদাছাত' বা নতুন আবিষ্কারকে শরিয়তে বিদয়াত বলা হয় যার শরিয়তে কোন ভিত্তি নেই। অপরদিকে যার কোন আছল নেই কিন্তু শরিয়তে দলিল বিদ্যমান রয়েছে ইহা বিদয়াত নয়।"[১৮৩]

---

[181] ইমাম নববী: তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ৩য় খন্ড, ২২ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ১ম খন্ড, ৩৩৭ পৃ: ১৪১ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

[182] ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ১১তম খন্ড, ১২৬ পৃ:;

এই দৃষ্টিকে মিলাদ শরীফের ভিত্তি কোরআন সুন্নাহ'য় রয়েছে বিধায় ইহাকে বিদয়াত বলা যাবেনা। বিদয়াত প্রসঙ্গে আল্লামা জয়নুদ্দিন আব্দুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে রাজব দামেস্কী (রঃ) {ওফাত ৭৯৫ হিজরী} আরো বলেন,

فَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ شَيْئًا، وَنَسَبَهُ إِلَى الدِّينِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الدِّينِ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، فَهُوَ ضَلَالَةٌ.. وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ السَّلَفِ مِنَ اسْتِحْسَانِ بَعْضِ الْبِدَعِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْبِدَعِ اللُّغَوِيَّةِ، لَا الشَّرْعِيَّةِ،

-"প্রত্যেক বিষয় যা দ্বীনের প্রতি সম্ভোধন করে অথচ দ্বীনের মধ্যে এর কোন ভিত্তি নেই, ইহা পরিত্যায্য এবং গোমরাহী বিদয়াত।.. অপরদিকে ছাল্‌ফে ছালেহীনের জবানে যে সকল বিদয়াতকে 'ইস্তেহছান' তথা অতি-উত্তম বলা হয়েছে সে গুলো হল 'লুগাঈ' তথা শাব্দিক বিদয়াত, কিন্তু শারঈ বিদয়াত নয়।"[১৮৪]

এই দৃষ্টিতে রাসূলে পাক (দঃ) এর মিলাদকে আইম্মায়ে কেরাম মুস্তাহাব বলেছেন, তাই ইহা শারয়ী বিদয়াত নয়। মন্দ বিদয়াতের বিষয়ে জগৎ বরেণ্য মুফাচ্ছির আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী হানাফী (রঃ মৃত: ১১৩৭ হিজরী) বলেন:

البدعة هى الفعلة المخترعة في الدين على خلاف ما كان عليه النبي عليه السلام وكانت عليه الصحابة والتابعون رضى الله عنهم

-"যা রাসূলে পাক (দঃ) এর সুন্নাতের পরিপন্থি ও সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈগণের তরিকা পরিপন্থি তাকেই বিদয়াত বলে।"[১৮৫]

অতএব, যা রাসূলে পাক (দঃ) এর জামানায় ছিলনা এবং শরিয়তে যার আম ও খাসভাবে কোন দলিল থাকেনা তাকেই শারয়ী বিদয়াত বলে। কিন্তু যা রাসূলে পাক (দঃ) এর জামানায় ছিলনা তবে শরিয়তে আম অথবা খাসভাবে দলিল আছে তাকে শারয়ী বিদয়াত বলেনা বরং লাগভী বিদয়াত বা বিদয়াতে হাছানাহ বলা হয়। এই দৃষ্টিকে রাসূলে পাক (দঃ) এর মিলাদ

---

183 ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী ১৩তম খন্ড, ২৫৩ পৃ:;

184 ইবনে রাজব: জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম, ২য় খন্ড, ১২৮ পৃ:; মুবারকপুরী: তুহফাতুল আহওয়াজী, ২৬৭৬ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

185 তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ২৪ পৃ:;

শরীফ সুন্নাহ পরিপন্থি নয় এবয় সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণের তরিকার পরিপন্থি নয়। তাই নিঃসন্দেহে মিলাদ শরীফ জায়েয ও মুস্তাহাব।

বিদয়াতের প্রকারভেদ ও মিলাদ-কিয়াম

শরিয়তের দৃষ্টিতে বিদয়াত প্রথমত দুই প্রকার, যা সর্বমোট ৫ প্রকার। ইহার মধ্যে দুই প্রকার বিদয়াত নিষেধ এবং ৩ প্রকার বিদয়াত জায়েয। বিদয়াত প্রকারভেদ সম্পর্কে নিচের দালাইল গুলো লক্ষ্য করুন। এ সম্পর্কে হাফিজুল হাদিস আল্লামা ইবনে হাজার আস্কালানী (রঃ) ও ইমাম বদরুদ্দিন আইনী হানাফী (রঃ) বলেছেন:

الْبِدْعَة على نَوْعَيْن: إن كَانَت مِمَّا ينْدَرج تَحت مستحسن فِي الشَّرْع فَهِيَ بِدعَة حَسَنَة، وَإِن كَانَت مِمَّا ينْدَرج تَحت مستقبح فِي الشَّرْع فَهِيَ بِدعَة مستقبحة.

-"বিদয়াত দুই প্রকার। যদি তা শরিয়তে উত্তম আবিস্কারের মধ্যে পরে তবে ইহা হবে বিদয়াতে হাছানাহ। আর যদি ইহা অপছন্দনীয় আবিস্কারের মধ্যে পরে তবে তা হবে 'বিদয়াতে ছায়্যেআ'।"[১৮৬]

উক্ত দলিল দ্বারা বুঝা যায়, বিদয়াত দুই প্রকার। একটি হল বিদয়াতে হাছানাহ বা উত্তম বিদয়াত। আরেকটি হল বিদয়াতে সায়্যেআ বা মন্দ বিদয়াত। এই দুই প্রকার বিদয়াতকে আরো প্রকারভেদ করা হয়েছে। যেমন সর্বমোট বিদয়াত পাঁচ প্রকার রয়েছে। শারিহে বুখারী ইমাম কাস্তালানী (রঃ) {ওফাত ৯২৩ হিজরী} এ সম্পর্কে বলেন,

وهي خمسة واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. وحديث "كل بدعة ضلالة" من العام المخصوص،

-"বিদয়াত পাঁচ প্রকার, যথা: ওয়াজিব বিদয়াত, মুস্তাহাব বিদয়াত, হারাম বিদয়াত, মাকরুহ বিদয়াত ও মুবাহ বিদয়াত। 'প্রত্যেক বিদয়াত গোমরাহী' শর্তহীন বর্ণনা।"[১৮৭]

---

[186] ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১৩তম খন্ড, ২৫৩ পৃ:; ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ১১তম খন্ড, ১২৬ পৃ:, ৯০০২ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

[187] ইমাম কাস্তালানী: এশাদুছ ছারী শরহে বুখারী, ৩য় খন্ড, ৩২৫ পৃ:; সুবুলুছ ছালাম, ১ম খন্ড, ৪০২ পৃ:;

অনুরুপ শারিহে মুসলীম ইমাম শরফুদ্দিন নববী (রঃ) {ওফাত ৬৭৬ হিজরী} তদঅয় কিতাবে বলেছেন,

قَالَ الْعُلَمَاءُ الْبِدْعَةُ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ وَاجِبَةٌ وَمَنْدُوبَةٌ وَمُحَرَّمَةٌ وَمَكْرُوهَةٌ وَمُبَاحَةٌ

-"উলামায়ে কেরাম বলেন: বিদয়াত পাঁচ প্রকার: ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হারাম, মাকরুহ ও মুবাহ।"[১৮৮]

পাঁচ প্রকার বিদয়াত এর মধ্যে ৩টি প্রকার জায়েয ও ২টি প্রকার জায়েয নেই। লক্ষ্য করুন, বিদয়াতের মধ্যে ওয়াজিব রয়েছে, বিদয়াতের মধ্যে মুস্তাহাব রয়েছে এবং বিদয়াতের মধ্যে মুবাহ রয়েছে। হাফিজ ইবনে তাইমিয়া তদীয় কিতাবে বলেন,

وَكُلُّ بِدْعَةٍ لَيْسَتْ وَاجِبَةً وَلَا مُسْتَحَبَّةً فَهِيَ بِدْعَةٌ سَيِّئَةٌ وَهِيَ ضَلَالَةٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ قَالَ فِي بَعْضِ الْبِدَعِ إنَّهَا بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ فَإِنَّمَا ذَلِكَ إذَا قَامَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ

-"সকল বিদয়াতই ওয়াজিব কিংবা মুস্তাহাব নয়, আর ইহা হল 'বিদয়াতে ছায়্যেআ' তথা মন্দ বিদয়াত। আর এরূপ বিদয়াত সকল মুসলমানের ঐক্যমতে গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা। আর যারা কিছু বিদয়াতের বিষয়ে বলেন: 'নিশ্চয় ইহা বিদয়াতে হাছানাহ' নিশ্চয় ইহার জন্য শরয়ীভাবে দলিল প্রমাণিত হয়েছে যে, ইহা মুস্তাহাব।"[১৮৯] তিনি আরো বলেন,

الْبِدْعَةُ الشَّرْعِيَّةُ كُلُّهَا مَذْمُومَةٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَيَقُولُ قَوْلُ عُمَرَ فِي التَّرَاوِيحِ: نِعْمَتْ الْبِدْعَةُ هَذِهِ إنَّمَا أَسْمَاهَا بِدْعَةً: بِاعْتِبَارِ وَضْعِ اللُّغَةِ.

-"শরয়ী সকল বিদয়াতই মন্দ বিদয়াতের অন্তর্ভূক্ত, কেননা রাসূল (দঃ) এর ছহীহ্ হাদিসে আছে, 'প্রত্যেক বিদয়াতই গোমরাহী'। হযরত উমর (রাঃ) এর তারাবী নামাজের ব্যাপারে কথা: 'ইহা উত্তম বিদয়াত' বলা হয়েছে। নিশ্চয় ইহার নামও বিদয়াত, ইহা গ্রহণ করা হয়েছে 'লুগাঈ' বা শাব্দিক অর্থে।[১৯০]

---

188 ইমাম নববী: আল-মিনহাজ শরহে মুসলীম, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৫৫ পৃ:;

189 ইবনে তাইমিয়া: মজমুয়ায়ে ফাতওয়া, ১ম খন্ড, ১৩৪ পৃ:;

190 ইবনে তাইমিয়া: মজমুয়ায়ে ফাতওয়া, ২৭তম জি: ১৫২ পৃ:;

উল্লেখিত দালাইলের আলোকে বলা যায়, এক প্রকার বিদয়াত রয়েছে যেগুলো উত্তম বিদয়াত। মূলত ইহা শারয়ী বিদয়াত নয় বরং লাগভী বিদয়াত বা বিদয়াতে হাছানাহ। উত্তম বিদয়াত কখন হয় সে ব্যাপারে আল্লামা শায়েখ ইজ্জুদ্দিন ইবনে আব্দুস সালাম (রঃ) তদীয় 'কিতাবুল কাওয়াইদ'-এ বলেন:

وَإِمَّا مَنْدُوبَةٌ كَإِحْدَاثِ الرُّبُطِ وَالْمَدَارِسِ، وَكُلُّ إِحْسَانٍ لَمْ يُعْهَدْ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، وَكَالتَّرَاوِيحِ أَيْ بِالْجَمَاعَةِ الْعَامَّةِ

-"আরেকটি বিদয়াত হচ্ছে 'মুস্তাহাব, যেমন: মাদরাসা সমূহ আবিস্কার করা ও প্রত্যেক ভাল কাজ যেগুলা ইসলামের শুরুতে ছিলনা। যেমন তারাবীহ নামাজ তথা তারাবীহ নামাজের জামাত।"[১৯১]

অতএব, ইসলামের প্রথম যুগে কিছু কিছু জিনিস না থাকলেও এগুলো উত্তম কাজের অন্তর্ভূক্ত বিধায় সেগুলো নাজায়েয নয়, বরং মুস্তাহাব। অনেকে গুলোকে আইম্মায়ে কেরাম সুন্নাতে মুস্তাহ্ছানাহ বলেছেন। যেমন আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রঃ) {ওফাত ১০১৪ হিজরী} খুতবায় একটি দোয়া পাঠের বিষয়ে বলেন,

فَهَذِهِ هِيَ الْبِدْعَةُ الْحَسَنَةُ، بَلِ السُّنَّةُ الْمُسْتَحْسَنَةُ، كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

-"আর ইহা বিদয়াতে হাছানাহ, বরং সুন্নাতে মুস্তাহ্ছানাহ। যেমনটি হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন যে, মুসলমানরা যা ভাল মনে করেন আল্লাহ পাকের কাছেও তা ভাল।"[১৯২]

মিলাদ শরীফের প্রচলিত রুপকে অনেকে 'লাগভী' বা শাব্দিক অর্থে বিদয়াত বলেছেন, এবং 'ইহা বিদয়াতে' হাছানাহ হিসেবেও স্পষ্ট করেছেন। অতএব, 'বিদয়াতে হাছানাহ' এর একটি প্রকার হচ্ছে 'মুস্তাহাব'। যা আমলকরা সর্ব-সম্মতিক্রমে জায়েয ও সওয়াবের কাজ। আর কোন জায়েয আমলকে তিরস্কার করার অধিকার কারো নেই। এই দৃষ্টিকোনে রাসূলে পাক (দঃ) এর মিলাদ-কিয়াম লুগাঈ বা শাব্দিক বিদয়াত, যার শরিয়াতে দলিল

---

[191] ফাত্ওয়ায়ে শামী, ১ম খন্ড, ৫৬০ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ১ম খন্ড, ৩৩৮ পৃ:; আল্লামা নুরুদ্দিন হালভী: ছিরাতে হালভীয়া, ১ম খন্ড, ১২৩ পৃ:; আল হাভী লিল ফাত্ওয়া;

[192] ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ১৩৮৫ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

বিদ্যমান থাকায় মুস্তাহাব হবে। কেননা যে কাজ মুসলমানদের কাছে উত্তম বলে স্বীকৃত ঐ কাজ স্বয়ং আল্লাহর কাছেও উত্তম বলে স্বীকৃত। উল্লেখিত দালায়েলের আলোকে প্রমাণ হয়, যে আমলের কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াছে কোন ভিত্তি নেই ঐ আমল পরিত্যাজ্য। কিন্তু যে সকল আমলের শরিয়াতে ভিত্তি রয়েছে এবং ফোকাহায়ে কেরাম মুস্তাহাব-মুস্তাহ্ছান বলেছেন সে সকল বিষয় গুলো অবশ্যই আমলযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হবে। আর মিলাদ-কিয়ামের আছল বা ভিত্তি সম্পর্কে নিচের দলিলটি লক্ষ্য করুন: যেমন আল্লামা **হাফিজুল হাদিস ইমাম ইবনু হাজার আস্কালানী (রাঃ) ও হাফিজুল হাদিস ইমাম আব্দুর রহমান জালালুদ্দিন ছিয়তী (রা:) বলেছেন,**

وقد استخرج له الحافظ ابن حجر أصلا من السنة، وكذا الحافظ السيوطي

-"মিলাদের ব্যাপারে আল্লামা ইবনে হাজার আস্কালানী (রাঃ) সুন্নাহ্ থেকে আছল বা ভিত্তি বের করেছেন, তেমনি ভাবে ইমাম ছিয়তী (রাঃ) এর আছল বা ভিত্তি বের করেছেন।"[১৯৩]

অতএব, যে আমলের আছল বা ভিত্তি সুন্নাহ এর মধ্যে রয়েছে, সে আমলের বিরুধিতা করা চরম ভ্রষ্টতা বৈ কিছই নয়। এছাড়াও বর্তমানে মুসলমানরা এমন অনেক আমল করছেন যেগুলো বিদয়াতে হাছানাহ তথা উত্তম বিদয়াতের অন্তর্ভূক্ত। বিদয়াতে হাছানাহ আমল করলে যে সওয়াব বিদ্যমান রয়েছে এ বিষয়ে নিচের দলিলটি লক্ষ্য করুন। আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে ইউছুফ ছালেহী শামী (রঃ) {ওফাত ৯৪২} বলেন,

فالبدعة الحسنة متفق على جواز فعلها والاستحباب لها ورجاء الثواب لمن حسنت نيته فيها،

-"সর্ব-সম্মতিক্রমে বিদয়াতে হাছানাহ আমল করা জায়েয এবং মধ্যে উত্তমতা রয়েছে, এবং নিয়তের মাঝে বিশুদ্ধতা রয়েছে তার জন্য সওয়াব রয়েছে।"[১৯৪]

---

[193] আল্লামা নুরুদ্দিন হালভী: ছিরাতে হালভিয়া, ১ম খন্ড, ১২৪ পৃ:; আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী: তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৬৪ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: আল হাবী লিল ফাত্ওয়া, ১ম খন্ড, ২২৫ পৃ:; ইমাম ইবনে ছালেহী শামী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১ম খন্ড, ৩৬৯ পৃ:;

[194] ইমাম ইবনে ছালেহী শামী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১ম খন্ড, ৩৬৫ পৃ:;

'বিদয়াতে হাছানা আমল করলে সওয়াব রয়েছে' এ বিষয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল লক্ষ্য করুন, ইমাম ইবনে ছালেহী শামী (রঃ) তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

وقال في شرح سنن ابن ماجه: الصواب أنه من البدع الحسنة المندوبة إذا خلا عن المنكرات شرعا.

-"শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ কিতাবে মুছান্নিফ বলেছেন: মানদুব পর্যায়ের বিদয়াতে হাছানা আমলে সওয়াব রয়েছে যখন ইহা সকল শরয়ী মন্দ কাজ থেকে মুক্ত হবে।"[১৯৫]

মক্কা শরীফের প্রখ্যাত ফকিহ্, আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার হায়তামী মক্কী (রঃ) রাসূলে পাক (দঃ) এঁর মিলাদ শরীফ সম্পর্কে বলেছেন,

وقد قال ابن حجر الهيثمي ان البدعة الحسنة متفق على ندبها وعمل المولد واجتماع الناس له كذلك اى بدعة حسنة

-"অবশ্যই হাফিজ ইবনে হাজার হায়তামী (রঃ) বলেছেন: নিশ্চয় বিদয়াতে হাছানার উপর আমল করা সর্বসম্মতিক্রমে অতিব মুস্তাহাব, আর মিলাদ শরীফের আমল করা ও ইহার জন্য লোকজনকে জমায়েত করা তেমনি মুস্তাহাব তথা উত্তম কাজ।"[১৯৬]

অতএব, বিদয়াতে হাছানাহ হিসেবে প্রচলিত মিলাদ শরীফের আমল করা মুস্তাহাব ও সওয়াবের কাজ, যে ব্যাপারে ইমামগণ সকলেই একমত। আর ইমামরা যে ব্যাপারে একমত হয়ে যান সে বিষয়টি সর্ব সম্মতিক্রমে মুস্তাহাব।

"প্রত্যেক বিদয়াত গোমরাহী" ইহার ব্যাখ্যা

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর দৃষ্টিতে ঢালাওভাবে সকল বিদয়াত গোমরাহী নয় বরং সকল মন্দ বিদয়াতই গোমরাহী। এর মধ্যে অনেক উত্তম বিদয়াত রয়েছে যেগুলো অবেস্থাভেদে ওয়াজিব, অবস্থাভেদে মুস্তাহাব ও মুবাহ হয়। যেমন হিজরী ১১শ শতাব্দির মুজাদ্দিদ, আল্লামা ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রঃ) {ওফাত ১০১৪ হি.} বলেছেন,

---

[195] ইমাম ইবনে ছালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১ম খন্ড, ৩৬৭ পৃ:;

[196] আল্লামা নুরুদ্দিন হালভী: ইনছানুল উয়ুন, ১ম খন্ড, ১২৩ পৃ:; আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী: তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৬৪ পৃ:;

أَيْ: كُلُّ بِدْعَةٍ سَيِّئَةٍ ضَلَالَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا

-"প্রত্যেক মন্দ বিদয়াত গোমরাহী, কেননা আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেছেন: যারা ইসলাম ধর্মে কোন উত্তম রীতি প্রচলন করবে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান যারা ইহার আমল করবে তাদের থেকেও রয়েছে প্রতিদান।"[১৯৭]

এ বিষয়ে বুখারী শরীফের প্রথম ব্যাখ্যকার আল্লামা জয়নুদ্দিন আব্দুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে রজব দামেস্কী হাম্বলী (রঃ) {ওফাত ৭৯৫ হি} বলেছেন,

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَالْمُرَادُ بِالْبِدْعَةِ: مَا أُحْدِثَ مِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ

-"প্রত্যেক বিদয়াতই গোমরাহী এর অর্থ হল, যা আবিষ্কার হয়েছে কিন্তু শরিয়াতে এর কোন ভিত্তি নেই।"[১৯৮]

এ সম্পর্কে শারিহে বুখারী আল্লামা **হাফিজ ইবনে হাজার আস্কালানী (রঃ)** {ওফাত ৮৫২ হিজরী} তদীয় কিতাবে বলেন,

والمراد بقوله كل بدعة ضلالة ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام

-"প্রত্যেক বিদয়াতই গোমরাহী এর অর্থ হল: এমন কিছু আবিষ্কার করা যার কোন দলিল খাছ ও আম তরিকায় শরিয়াতে বিদ্যমান নেই।"[১৯৯]

হিজরী ৮ম শতাব্দির মুজাদ্দিদ, হাফিজুল হাদিস ইমাম ইবনে আস্কালানী (রঃ) আরো বলেন:

والمحدثات وَالْمُرَادُ بِهَا مَا أُحْدِثَ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ وَيُسَمَّى فِي عُرْفِ الشَّرْعِ بِدْعَةً وَمَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ الشَّرْعُ فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ

-"সেই 'মুহদাছাত' বা নতুন আবিষ্কারকে শরিয়তে বিদয়াত বলা হয় যার শরিয়তে কোন ভিত্তি নেই। অপরদিকে যার কোন আছল নেই কিন্তু শরিয়তে

---

[197] ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাতুল মাফাতীহ্, ১ম খন্ড, ৩৩৭ পৃ:;

[198] ইবনে রাজব: জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম, ২য় খন্ড, ১২৭ পৃ:; আওনুল মা'বুদ শরহে আবু দাউদ; মুবারকপুরী: তুহফাতুল আহওয়াজী, ২৬৭৬ হাদিসের ব্যাখ্যায়;

[199] ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১৩তম খন্ড, ২৫৪ পৃ:;

দলিল বিদ্যমান রয়েছে তাকে বিদয়াত বলা যাবেনা।"[২০০] হাফিজ ইবনে তাইমিয়া তদীয় কিতাবে বলেন,

الْبِدْعَةُ الشَّرْعِيَّةُ كُلُّهَا مَذْمُومَةٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَيَقُولُ قَوْلُ عُمَرَ فِي التَّرَاوِيحِ: نِعْمَتْ الْبِدْعَةُ هَذِهِ إنَّمَا أَسْمَاهَا بِدْعَةً: بِاعْتِبَارِ وَضْعِ اللُّغَةِ.

-"শরয়ী সকল বিদয়াতই মন্দ বিদয়াতের অন্তর্ভূক্ত, কেননা রাসূল (দঃ) এর ছহীহ্ হাদিসে আছে, 'প্রত্যেক বিদয়াতই গোমরাহী'। হযরত উমর (রাঃ) এর তারাবী নামাজের ব্যাপারে কথা: 'ইহা উত্তম বিদয়াত' বলা হয়েছে। নিশ্চয় ইহার নামও বিদয়াত, ইহা গ্রহণ করা হয়েছে 'লুগাঈ' বা শাব্দিক অর্থে।[২০১]

অতএব, ঢালাওভাবে সকল বিদয়াত গোমরাহী নয়। বরং সকল মন্দ বিদয়াত গোমরাহী। কারণ শরিয়তে এসব বিদয়াতের খাস বা আমভাবে কোন দলিল নেই। রাসূলে পাক (দঃ) এঁর মিলাদ শরীফের আম ও খাস দুই ভাবেই দলিল বিদ্যমান থাকায় নিঃসন্দেহে ইহা বিদয়াতে হাছানাহ ও মুস্তাহাব।

নিচে মক্কা শরীফের অনেক ফুকাহায়ে কেরামের নাম দেওয়া হলো যারা মিলাদ কিয়াম এর পক্ষে ফাত্ওয়া দিছেন:

১. মুফতী আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ সিরাজ আল হানাফী। মুফতী মক্কা মুকার্‌রামা।

২. আল্লামা আহমদ বিন যাইন দাহলান মুফতী আস শাফেয়ী মক্কা মুকার্‌রামা।

৩. আল্লামা হুছাইন বিন ইব্রাহিম-মুফতী আল মালেকী মক্কা মুকার্‌রামা।

৪. আল্লামা মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হুমায়েদ আল হাম্বলী মক্কা মুকার্‌রামা।

৫. আল্লামা আস সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আল কুতুবী খতিব ও ইমাম এবং মুদার্‌রিছ মসজিদে হারাম, মক্কাহ।

৬. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুছাইন ছালেহ্ জামালুল্লাইল আল আলুব্বী। ইমাম মসজিদে হারাম মক্কা।

---

[200] ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী ১৩তম খন্ড, ২৫৩ পৃ:;

[201] ইবনে তাইমিয়া: মজমুয়ায়ে ফাতওয়া, ২৭তম জি: ১৫২ পৃ:;

৭. আল্লামা আব্দুহু লি শোকরা সুলায়মানী, মক্কা মোয়াজ্জমা।

৮. আল্লামা আজিজুর রহমান, মক্কা মুকার্‌রামা।

৯. আল্লামা আহকারুল ইবাদ মুহাম্মদ ইব্রাহিম, মক্কা মুকার্‌রামা।

১০. আল্লামা আস সাইদ গোলাম মহিউদ্দিন, মুদারে্‌রছ আল হারামুল মোহতারাম।

১১. মুফতী আব্দুল হক্ব উফিয়া আনহু, মক্কা।

১২. আল্লামা আব্দুল হক্ব শায়খুল বানকাহ, মক্কা।

১৩. আল্লামা রহমাতুল্লিল হিন্দী, মক্কা।

১৪. মুফতী মুহাম্মদ আজী, মক্কা।

১৫. মুফতী মুহাম্মদ কামিল আল মোতাব্বিফ, মক্কা।

১৬. আল্লামা ফকির আব্দুর রহমান, মুয়াল্লিম ও মুতাব্বিক মক্কা।

১৭. বর্তমানে মদিনা শরীফে ড: সৈয়দ রেদ্বওয়ান আল মাদানী সাহেবের বাসভবনে মিলাদ-কিয়াম অতীব ধুমধামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এরূপ অনেক ফকিহ্‌গণের নাম রয়েছে। প্রয়োজনে দেখুন আল্লামা কেরামত আলী জৈনপুরী (রঃ) এর ***"আল মুলাখ্‌খাছ"*** শেষের দিকে, এবং আল্লামা আহমদ রেজা খান বেরেলভী (রঃ) মিলাদ সম্পর্কীত কিতাব সমূহ।

- ⇨ গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) এর দরবার বাগদাদে মিলাদ-কিয়াম আছে।
- ⇨ খাজা মইনুদ্দিন চিস্তী (রঃ) দরবার আজমীর শরীফেও মিলাদ-কিয়াম আছে।
- ⇨ খাজা বাহাউদ্দিন নক্সবন্দী (রঃ) এর দরবার বোখারায় মিলাদ-কিয়াম আছে।
- ⇨ শেখ আহমদ ছেরহেন্দী মুজাদ্দিদ আল্ফেছানী (রঃ) এর দরবার ছেরহেন্দ শরীফে মিলাদ কিয়াম আছে।
- ⇨ হযরত শাহ্ জালাল ইয়ামেনী মুজার্‌রেদী (রঃ) এর দরগায় মিলাদ-কিয়াম আছে।
- ⇨ হযরত শাহ্ পরান ইয়ামেনীর (রঃ) দরগায় মিলাদ-কিয়াম আছে।
- ⇨ হযরত শাহ্ আলী বোগদাদী (রঃ) এর দরবারে মিলাদ-কিয়াম আছে।
- ⇨ আল্লামা শেখ শরফুদ্দিন (রঃ) (হাই কোর্ট, ঢাকা) সেখানেও মিলাদ-কিয়াম আছে।

- ⇨ আওলাদে রাসূল সৈয়দ তৈয়ব শাহ্ (রঃ) এর ছিরিকোট দরবার শরীফ, পাকিস্থান, সেখানেও মিলাদ-কিয়াম আছে।
- ⇨ হযরত খাঁজা খান জাহান আলী (রঃ) দরবারে মিলাদ-কিয়াম আছে।
- ⇨ হযরত শাহ্ মোস্তফা বাগদাদী (রঃ) এর দরবারে মিলাদ-কিয়াম আছে।
- ⇨ হযরত বায়জিদ বোস্তামী (রঃ) এর দরবারে মিলাদ-কিয়াম আছে।
- ⇨ সিপাহশালাহ্ সৈয়দ নাসিরুদ্দিন (রঃ) এর দরগায় মিলাদ-কিয়াম আছে।
- ⇨ হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (রঃ) এর দরবারে মিলাদ-কিয়াম আছে।
- ⇨ হযরত আহমদুল্লাহ মাইজভান্ডারী (রঃ) এর দরবারে মিলাদ-কিয়াম আছে।
- ⇨ হযরত শেখ ফরিদ (রঃ) এর দরগায় মিলাদ-কিয়াম আছে।
- ⇨ হযরত খাজা এনায়েতপুরী (রঃ) এর দরবারে মিলাদ-কিয়াম আছে।
- ⇨ নলতা দরবার শরীফ, শাতক্ষীরা সেখানেও মিলাদ-কিয়াম আছে।
- ⇨ হযরত আল্লামা আবিদ শাহ্ আল মাদানী (রঃ) এর দরবার হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর সেখানেও মিলাদ-কিয়াম আছে।
- ⇨ হযরত শাহ্ সুলতান (রঃ), বগুরা সেখানেও মিলাদ-কিয়াম আছে।
- ⇨ হযরত শাহ্ মাখদুম (রঃ) এর দরবারেও মিলাদ-কিয়াম আছে।
- ⇨ মাওলানা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী (রঃ) এর দরবারেও মিলাদ-কিয়াম আছে।
- ⇨ চরমুনাই দরবারের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইছহাক্ব (রঃ) মিলাদ-কিয়াম করতেন।
- ⇨ আড়াইবাড়ী দরবারে আল্লামা সৈয়দ আছগর আহমদ (রঃ) মাওলানা গোলাম হক্বানী ছাহেব উভয়েই মিলাদ কিয়াম করতেন।
- ⇨ সিরাজনগর দরবার শরীফেও মিলাদ কিয়াম আছে (শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার)।
- ⇨ মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (রঃ) ছাহেব ও তিনার বংশধরও মিলাদ-কিয়াম করেন।
- ⇨ এই জামানায় সবচেয়ে বেশী মিলাদ-কিয়াম হয় বিশ্ব জাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

⇨ এছাড়াও সকল আউলিয়া কেরামের দরবারে মিলাদ-কিয়াম আছে। একমাত্র শয়তানের শিং মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর অনুসারীদের কাছে মিলাদ-কিয়াম নেই।

প্রিয় নবীজির জন্ম দিনে ঈদ হলে ঐ দিনে নবীজির রোজা রাখার কারণ কি?

প্রশ্নঃ ঈদের দিনে রোজা রাখা হারাম, অথচ প্রিয় নবীজি (দঃ) স্বীয় জন্মের দিনে রোজা রেখেছেন। তাহলে মিলাদুন্নবী (দঃ) এর দিন ঈদের দিন হয় কিভাবে? ঈদের দিন তো রোজা রাখা হারাম।

ইহার জবাবঃ 'ঈদের দিন রোজা রাখা হারাম' কথাটি এরূপ নয়, বরং 'বছরে ৫ দিন রোজা রাখা হারাম' এটাই শরিয়তে শুদ্ধ বাক্য। অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের দিন, ঈদুল আদ্বহার দিন এবং ঈদুল আদ্বহার পরবর্তী তিনদিন। এই পাঁচ দিন রোজা রাখা হারাম। এই ৫ দিনের সব গুলো দিন ঈদের দিন নয়। বরং কোরবানী ঈদের পরের ৩দিন রোজা রাখা হারাম, অথচ এই ৩ দিন কোনটি ঈদের দিন নয়। যেহেতু ঈদের দিন ছাড়াও অন্যান্য আরো ৩ দিনেও রোজা রাখা হারাম রয়েছে, তাহলে কি বছরের সব দিনেই রোজা রাখা হারাম হবে? (নাউজুবিল্লাহ)

বলুন! ছহীহ্ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আছে জুময়ার দিন মুসলমানদের ঈদের দিন। তাহলে জুময়ার দিনে রোজা রাখা হারাম নয় কেন? আরাফার দিন মুসলমানের ঈদের দিন হিসেবে প্রমাণিত আছে। তাহলে আরাফার দিন রোজা রাখা হারাম নয় কেন? এর মূল কারণ হল, নির্দিষ্ট ৫ দিন আল্লাহর তরফ থেকে বান্দার প্রতি যিয়াফত। আর এই কারণেই আল্লাহর যিয়াফত রক্ষা করতে গিয়ে ঐ ৫ দিন রোজা রাখা হারাম বা নিষিদ্ধ।

রোজা একটি ইবাদত। আর প্রিয় নবীজি (দঃ) স্বীয় জন্মের দিনে রোজা রেখে বুঝালেন যে, আমার জন্মের দিনকে নির্দিষ্ট করে রোজা সহ কোন বিশেষ ইবাদত করা সুন্নাত। সর্বোপরি প্রিয় নবীজি (দঃ) কে রহমত

হিসেবে পেয়ে আনন্দ বা ঈদ উদ্‌যাপন করার নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'লা।

সুতরাং রাসূল (দঃ) এর জন্মদিন ঈদ হওয়াতে কোন বাধা নেই কারণ এই দিনটি রোজা রাখার নিষিদ্ধ দিনের আওতায় পরেনা। বরং যেহেতু রাসূল (দঃ) স্বীয় জন্ম দিনে রোজা রেখে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছেন সেহেতু রাসূল (দঃ) এর জন্ম দিনে আমাদের জন্য রোজা অথবা ইবাদত করা অবশ্যই উত্তম কাজ বলে বিবেচিত হবে।

কিয়ামে 'আগে সালাম পরে কালাম' না হয়ে আগে কালাম পরে সালাম কেন?

অনেকের দাবী, يا نبي سلام عليك (ইয়া নবী ছালামু আলাইকা)। এখানে **يا نبي** (ইয়া নবী) হলো কালাম আর **سلام عليك** (ছালামু আলাইকা) হলো সালাম। অর্থাৎ আপনারা আগে কালাম করছেন আর পরে ছালাম দিচ্ছেন। অথচ হাদিস শরীফে বলা হয়েছে: **اَلسَّلَامُ قَبْلَ الكَلَامِ** আগে ছালাম ও পরে কালাম। তাই ঐ ভাবে সালাম দেওয়া হাদিস দ্বারা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়।

ইহার জবাবঃ কোন ব্যাপারে নিষিদ্ধ বা হারাম প্রমাণিত করতে হলে দলিলে ক্বাত্‌য়ী বা অকাট্য দলিল প্রয়োজন। আর আপনারা যে হাদিস দ্বারা দলিল দিয়েছেন সেই হাদিস সম্পর্কে ইমাম তিরমিজি (রঃ) বর্ণনা করেই বলেছেন **هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ** (হাজা হাদিছুন মুনকার) অর্থাৎ, এই হাদিস মুনকার। তাই মুনকার হাদিস দ্বারা কোন নিষিদ্ধতা বা নাজায়েয প্রমাণ করা যায় না। উছুলে হাদিসের আইন হল, মুনকার হাদিস দ্বারা ফাজায়েলের ক্ষেত্রে মুস্তাহাব ছাবিত করা যেতে পারে, কোন হুরমত নিষিদ্ধতা ছাবিত করা যায়না। এই হাদিস দ্বারা বড় জোরে এতটুকু বলা যায় যে, আগে সালাম দিয়ে পরে কথা বলা মুস্তাহাব। কিন্তু আগে কালাম করে পরে সালাম করা নাজায়েয বলা যাবে না, যেহেতু হাদিসটি সনদগতভাবে 'মুনকার'। মিলাদের এই বাক্যটি হল নজম বা পদ্যের অংশ আর নজম বা পদ্যের ক্ষেত্রে আগে কালাম ও পরে সালাম দেওয়ার ব্যাপারেও দলিল বিদ্যমান

আছে। যেমন লক্ষ্য করুন আল্লামা ইসমাঈল হাক্বী (রঃ) তদীয় তাফছিরে এভাবে উল্লেখ করেছেন,

يا نبى الله السلام عليك অর্থাৎ, ইয়া নাবিয়াল্লাহি আছ ছালামু আলাইকা। (তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৭ম খন্ড, ২৭০ পৃ:)।

এ বিষয়ে একাধিক হাদিসের মধ্যেও প্রমাণ রয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (দঃ) কে আগে কালাম ও পরে সালাম দিয়েছেন। অর্থাৎ আগে সম্ভোধন করে পরে সালাম দিয়েছেন। যেমন ইমাম আবু বকর ইবনে আছেম শায়বানী (রঃ) ওফাত ২৮৭ হিজরী তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيغٍ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، **عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ**

-"আবী মাসউদ উকবা ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (দঃ) এর সামনে এসে বসলেন ও বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহি আস সালামু আলাইকা।"[২০২]

অনুরূপ আরেকটি রেওয়ায়েত তিনি উক্ত কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، **عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ**

-"হযরত বুরাইদা (রাঃ) বলেন, আমরা বলতাম: ইয়া রাসূলাল্লাহি আস সালামু আলাইকা।"[২০৩]

ইমাম আবুল ফলজ মুহাম্মদ ইবনে তাহের ইবনে কাইছারানি (রঃ) ওফাত ৫০৭ হিজরী তদীয় তিাবে উল্লেখ করেন:

حَدِيث: قَالُوا يَا رَسُول الله السَّلَام عَلَيْك -"হাদিস: লোকেরা বলত ইয়া রাসূলাল্লাহি আস সালামু আলাইকা।"[২০৪]

ইমাম নাসাঈ (রঃ) তদীয় সুনানে ও ইমাম তাবারানী (রঃ) আরেকটি ছহীহ্ রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন এভাবে,

---

202 ইমাম ইবনে আছিম: কিতাবু সালাতু আলান নাবী, হাদিস নং ৬;

203 ইমাম ইবনে আছিম: কিতাবু সালাতু আলান নাবী, হাদিস নং ২০;

204 ইবনে কাইছারান: আতরাফুল গারাইব ওয়াল ইফরাদু মিন হাদিসি রাসূলিল্লাহি দ: লিল ইমামি দারে কুতনী, হাদিস নং ২৩১৯;

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، **عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ**

-"হযরত কাব ইবনে উজরা (রাঃ) বলেন, আমরা বলতাম: ইয়া রাসূলাল্লাহি আস সালামু আলাইকা।"[২০৫] সনদ ছহীহ্।

ইমাম নাসাঈ (রঃ) আরেকটি ছহীহ্ রেওয়ায়েত তদীয় কিতাবে এভাবে উল্লেখ করেছেন,

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، **عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ**

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা বলতাম ইয়া রাসূলাল্লাহি আস সালামু আলাইকা।"[২০৬] সনদ ছহীহ্।

অতএব, আগে সালাম পরে কালাম যেমনিভাবে জায়েয তেমনিভাবে আগে কালাম পরে সালামও জায়েয। কারণ সাহাবীদের কর্ম আমাদের জন্য ধর্ম।

'ইয়া নবী ছালামু আলাইকা' বাক্যটি বিশুদ্ধ কিনা

কারো কারো দাবী হল يا نبى (ইয়া নবী) এখানে **نبى** (নবী) শব্দের সাথে (**ال**) আলিফ লাম নেই, তাই ইহা নাকেরা বা অনির্দিষ্ট। আর নাকেরা দ্বারা প্রিয় নবীজিকে সম্ভোধন করা ঠিক না। কারণ নাকেরা নেদার পরে মারেফা হয়।

ইহার জবাবঃ يا نبى (ইয়া নবী) বাক্যটির মধ্যে 'নবী' মূলত নাকেরা নয়। কারণ শরহে জামীতে উল্লেখ আছে, নাহুবিদগণের মুতাকাদ্দিমীন তথা প্রাচিন আলিমগণের মতে,

اصل يا رجل يا ايها الرجل -"ইয়া রাজুলু' মূলত ইয়া আইয়্যুহার রাজুলু। (শরহে জামী, ২৭০ পৃ:)।

এখানে (**رجل**) 'রাজুলু' শব্দটি মূলত (**الرجل**) আর রাজুলু, যার সাথে আলিফ লাম আছে। সুতরাং ইহা সম্ভোধনের আগেও মারেফা এবং

---

[205] সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং ১২৮৭ ও ১২৮৮; ইমাম নাসাঈ: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ১২১১ ও ১২১২; ইমাম তাবারানী: মুজামুল কবীর, হাদিস নং ২৭৪; আল্লামা ইবনে মুলাক্কিন: বাদরুল মুনীর, ৪র্থ খন্ড, ৪২ পৃ:;

[206] সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং ১২৯৩; মুসনাদে জামে, হাদিস নং ৪৬৪৭;

সম্বোধনের পরেও মারেফা। উক্ত কিতাবের হাশিয়ায় উল্লেখ আছে **لكسرة الاستعمل** (লি কাছরাতিল ইস্তেমাল) বা অধিক ব্যবহারের কারণে **يا ايها الرجل** (ইয়া আইয়্যুহার রাজুল) কে **يا رجل** (ইয়া রাজুলু) করা হয়েছে। ঠিক ঐ কায়দায় (**يا نبى**) 'ইয়া নবী' মূলত (**يا ايها النبى**) ইয়া আইয়্যুহান্নবী ছিল। সুতরাং (**نبى**) নবী শব্দটি (**النبى**) আন্নাবী, যার সাথে আলিফ লাম আছে সুতরাং ইহা সম্বোধনের পূর্বে নাকেরা নয়, কারণ **النبى** (আন্নবী) সম্বোধনের পূর্বেও মারেফা এবং পরেও মারেফা। **لكسرة الاستعمل** (লি কাছরাতিল ইস্তেমাল) বা অধিক ব্যবহারের কারণে 'ইয়া আইয়্যুহার রাজুল' কে 'ইয়া রাজুল' করা হয়েছে। তেমনি ভাবে 'ইয়া আইয়্যুহান্নবী' কে 'লি কাছরাতিল ইস্তেমাল' বা অধিক ব্যবহারের কারণে 'ইয়া নবী' করা হয়েছে। যা আরবী পদ্যের বেলায় জায়েয।

নাহুর আরো কয়েকটি কিতাবে আছে,

إذا قال: "يا رجل" فمعناه كمعنى: "يا أيها الرجل" وصارت معرفة

-"যখন বলে 'ইয়া রাজুলু' তখন ইহার অর্থ হয় ঐ অর্থের মত যে 'ইয়া আইয়ূহার রাজুলু' ফলে ইহা মারেফা হিসেবে পরিগনিত হয়।"[২০৭]

অতএব, ঐ কায়দায় (**يا نبى**) 'ইয়া নবী' মূলত (**يا ايها النبى**) ইয়া আইয়্যুহান্নাবী ছিল। পবিত্র কোরআনে বহু জায়গায় আল্লাহ পাক বিভিন্ন নবীগণের ব্যাপারে নাকেরা শব্দ প্রয়োগ করেছেন। যেমন:

أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً -"ফেরাউনের নিকট আমি এক রাসূল প্রেরণ করেছি।" (সূরা মুজ্জাম্মিল: ১৫)

এখানে কোন রাসূলকে পাঠানো হয়েছিল ইহা স্পষ্ট বলা হয়নি, বরং 'এক রাসূল পাঠিয়েছি' বলা হয়েছে, যা প্রকাশ্য 'নাকেরা'। আর ফেরাউনের কাছে কাকে পাঠানো হয়েছিল তা সবাই জানেন তিনি ছিলেন হযরত মূসা (আঃ)। যেমনটি তাফছিরে জালালাইন, তাফছিরে নাসাফীসহ অন্যান্য তাফছিরের কিতাবে রয়েছে। আর মূসা নবীর ব্যাপারে আল্লাহ পাক নাকেরা শব্দ প্রয়োগ করলেন। ইহা লাফজান নাকেরা কিন্তু মায়ানান মারেফা অর্থাৎ শব্দগতভাবে ইহা নাকেরা কিন্তু অর্থের দিকে ইহা মারেফা বা নির্দিষ্ট। অনুরুপ **يا نبى**

---

[207] আহমদ শাওকী: মাদারিছুন নাহবিয়্যা, ১ম খন্ড, ৪৯ পৃ:; উসূলুন নাহবী, ১ম খন্ড, ২৬ পৃ:; আমর ইবনে উছমান হারেছী: কিতাবুছ ছিবুবিয়্যা, ২য় খন্ড, ১৯৭ পৃ:;

ইয়া নাবী এর **نبى** নাবী শব্দটি বাহ্যিকভাবে নাকেরা হলেও অর্থগতভাবে ইহা মারেফা।

সালাম দেওয়ার বিশুদ্ধ পদ্ধতি

প্রশ্নঃ আমরা জানি, সালাম দেওয়ার দু'টি নিয়ম যথা: ১. আস সালামু আলাইকুম ২. সালামুন আলাইকুম। অর্থাৎ 'সালাম' শব্দের সাথে আলিফ লাম যোগ করে অথবা 'সালাম' শব্দের সাথে তানভিন যোছে। আর মিলাদের সময় নবী পাক (দঃ) কে 'সালামু আলাইকা' বলা হয়, যা ঐ দুই নিয়মের ভিতরে পড়েনা।

ইহার জবাবঃ রাসূলে পাক (দঃ) কে এই দুই নিয়ম ছাড়া অন্য কোন নিয়মে ছালাম দেওয়া যাবেনা, ইহা কোন দলিলে ক্বাত্য়ী দ্বারা নিষিদ্ধ নয়। আলিমগণ মুসলমানদের মধ্যে সালাম দেওয়ার এই দু'টি নিয়ম প্রদান করেছেন, কিন্তু রাসূলে পাক (দঃ) কে এই দুই নিয়মের বাইরেও সালাম দেওয়া যাবে বলে অনেকে অভিমত পেশ করেছেন। যেমন রাসূল (দঃ) কে তিনটি নিয়মে সালাম দেওয়া যাবে:

১. নছর বা গদ্যের ভাষায়:

السلام عليك يا امام الحرامين السلام عليك يا رسول الله

অর্থাৎ, আস সালামু আলাইকা ইয়া ইমামাল হারামাইন, আস সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ।[২০৮]

২. নজম বা পদ্যের ভাষায়: **يا نبى الله السلام عليك** অর্থাৎ, ইয়া নাবিয়াল্লাহি আস সালামু আলাইকা।[২০৯]

৩. অনারবী ভাষায়: **بسلام آمدم جوابم ده ... مرهمى بر دل خرابم نه**[210]

যেনে রাখুন, নজম বা পদ্যের অনেক ধারা রয়েছে যেগুলো নছর বা গদ্যের বেলায় অচল। এই দুই নিয়ম ছাড়াও রাসূল (দঃ) কে সালাম দেওয়া যায় তার আরো কিছু দৃষ্টান্ত শুনুন:

---

[208] তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৭ম খন্ড, ২৭০ পৃঃ;

[209] তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৭ম খন্ড, ২৭০ পৃঃ;

[210] তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৭ম খন্ড, ২৭০ পৃঃ;

শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক্ব সাহেব রচিত 'বাংলা বুখারী শরীফে' লিখেন: *"সৃষ্টির প্রাণ পেয়ারা রাসূল মোস্তফা নবী (দঃ) এর আবির্ভাব ও শুভাগমনে আনন্দের হিল্লোল উঠিল সমগ্র ধরনীতে যাহার জন্যে সমস্ত মাখলুকাতের সৃষ্টি যাহার জন্যে আরশ, কুরছী, লওহ, কলম আসমান-জমীন, মানুষ ফেরেস্তা, আজ তিনি আসিয়াছেন শত উর্দ্ধের উর্দ্ধ হইতে এই ধূলির ধরনীতে, তাই হর্ষে ও আনন্দে সমাদৃত করিয়াছে তাহাকে নিখিল সৃষ্টি, অভিনন্দন জানাইয়াছে, তাঁহাকে সমস্ত প্রকৃতি, বহিয়াছে সকলের উপর আনন্দের বন্যাধারা"-*

ইয়্যা নবী সালামু আলাইকা! আল্লার নবী তোমাকে সালাম
ইয়্যা রাসূল সালামু আলাইকা! আল্লার রসূল তোমাকে সালাম
ইয়্যা হাবীব সালামু আলাইকা! আল্লার হাবীব তোমাকে সালাম
সালাওয়া তুল্লা আলাইকা! তোমার স্মরনে সদা সালাম সালাম

(বুখারী শরীফ, বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা, ৫ম খন্ড, ৪৯-৫০ পৃ:)।

হাটাজারী মাদ্রাসার **মুফতী ফয়জুল্লাহ মেখলী ও পটিয়া মাদ্রাসার মুফতী আজিজুল হক্ব কর্তৃক প্রশংসিত** হাটাজারী থেকে প্রকাশিত, ক্বারী রশিদ আহমদ কর্তৃক রচিত "রেছালায়ে হাতেফ" পুস্তকের ৮-১০ পৃ: পর্যন্ত তদীয় স্বরচিত কবিতার ফাকে ফাকে লিখা আছে:

ইয়া নবী সালামু আলাইকা- ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা- সালাওয়া তুল্লা আলাইকা।

(রেছালায়ে হাতেফ, ৮-১০ পৃ:)।

সুতরাং 'আছ ছালামু আলাইকুম' এবং 'ছালামুন আলাইকুম' এই দুই নিয়ম হলো সকল মুসলমানদের বেলায়, আর আল্লাহর হাবীব (দঃ) এর বেলায় অনারবী পন্থায় সালাম দেওয়ার অবকাশ রয়েছে। যেমন 'তাফছিরে রুহুল বয়ান' কিতাবে এবং এর সমর্থন পাওয়া যায় দেওবন্দী মসলক্বের আলিমদের কিতাব থেকে, যা আমরা পূর্বে কিছু উল্লেখ করেছি। কেননা তিনি সকল প্রকার ভাষা ও জীবের ভাষা বুজেন এবং গাছ-পালা, পশু-পাখি জন্তু-জানোয়ার সকলেই রাসূল (দঃ) কে সালাম জানায়।

কিয়ামের বিপরীতে আবু উমামা (রাঃ) এর হাদিসের ব্যাখ্যা

অনেকের দাবী, হাদিস শরীফে কারো সম্মানে দাঁড়াতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنْ **أَبِي الْعَنْبَسِ**، عَنْ **أَبِي مَرْزُوقٍ**، عَنْ **أَبِي غَالِبٍ**، **عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ: لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ، يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا**

-"হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা রাসূল (দঃ) লাঠিতে ভর করে ঘর হতে বের হলেন। সাহাবীরা তখন প্রিয় নবীজি (দঃ) এঁর প্রতি দাঁড়িয়ে গেল। প্রিয় নবীজি (দঃ) বললেন: অনারবীরা একে অন্যের সম্মানে যেভাবে দাঁড়ায় তোমরা ঐভাবে দাঁড়িও না।"[২১১]

এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, সয়ং রাসূল (দঃ) এর সম্মানেও দাঁড়াতে প্রিয় নবীজি নিষেধ করেছেন।

ইহার জবাবঃ উক্ত হাদিসে বলা হয়েছে 'আজমীরা যেভাবে দাঁড়ায় ঐভাবে দাঁড়িও না' আজমী হলো অনারবী। সুতরাং তৎকালিন অনারবীদের মত দাঁড়াতে নবীজি নিষেধ করেছেন বরং আরবের অধিবাসীরাদের মত দাঁড়াতে নবীজি নিষেধ করেননি। যদি ঢালাও ভাবে দাঁড়ানো নিষেধ হতো তাহলে আল্লাহর নবী (দঃ) আজমী বা অনারবীদের কথা উল্লেখ করতেন না। যেমন হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে: *"তোমরা নামাজে কুকুরের মত বসিও না"*। এই হাদিসের অর্থ এই নয় যে, নামাজে বসা নিষেধ, বরং এর অর্থ হবে কুকুর যেভাবে বসে নামাজে ঐভাবে বসবেনা। ঢালাও ভাবে বসা নিষেধ নয়। আজমীরা সাধারণত কুনুশ ধরে অর্থাৎ হিন্দুরা যেমন মূর্তির সামনে মাথা নত করে হাত জোড় করে দাঁড়ায়, আজমীরা ঐভাবে দাঁড়াতেন। তাই নবী পাক (দঃ) ঐভাবে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন।

সর্বোপরি হাদিসের সনদ ছহীহ্ নয়। হিজরী অষ্টম শতাব্দির মোজাদ্দেদ, শারিহে বুখারী আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার আস্কালানী (রাঃ) ও ইমাম বদরুদ্দিন আইনী (রঃ) এই হাদিস সম্পর্কে উল্লেখ করেন:

قَالَ الطَّبَرِيّ: هَذَا حَدِيث ضَعِيف مُضْطَرب السَّنَد فِيهِ من لَا يعرف،

---

[211] মেসকাত, হাদিস নং ৪৭০০;

-"ইমাম আবু জাফর তাবারী (রঃ) বলেন: এই হাদিস জয়ীফ ও মুজতারিব এর সনদে এমন অপরিচিত লোক রয়েছে যাদেরকে আমরা চিনিনা।"[২১২]
স্বয়ং লা-মাজহাবী নাছিরুদ্দিন আলবানী তদীয় 'সিলসিলায়ে জয়ীফা' কিতাবের ৩৪৬ নং হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন:
وفي إسناده اضطراب وضعف وجهالة، -"এই হাদিসের সনদ মুজতারিব, জয়ীফ ও জেহালতপূর্ণ।" এই হাদিসের সনদে ৩ জন রাবী সমস্যা। প্রথমত: **أَبو الْعَدَبَّسِ** 'আবুল আদাব্বাছ' যিনি মজহুল বা অপরিচিত রাবী। দ্বিতীয়ত: **أَبو مَرْزُوقٍ** 'আবু মারজুক' যিনি দুর্বল রাবী। তৃতীয়ত: **أَبو غَالِبٍ** 'আবু গালিব' যিনি মুজতারিব ও দুর্বল পর্যায়ের রাবী।
أَبو الْعَدَبَّسِ 'আবুল আদাব্বাছ' এর মূল নাম হল 'তুবাঈ ইবনে সুলাইমান'। নাছিরুদ্দিন আলবানী 'আবু আদাব্বাছ' সম্পর্কে বলেছেন,
وأبو العدبس مجهول كما في الميزان للذهبي و التقريب لابن حجر،
-"আবুল আদাব্বাছ' অপরিচিত রাবী, যেমনটি ইমাম যাহাবীর 'মিযান' গ্রন্থে ও ইবনে হাজার আসকালানী এর 'তাকরীব' গ্রন্থে রয়েছে। ইমাম শামছুদ্দিন যাহাবী (রঃ) 'আবুল আদব্বাছ' সম্পর্কে বলেন: **لا يعرف** -"তাকে চিনিনা।"[২১৩]
আরেকজন রাবী হল 'আবু মারজুক তাজিবী'। তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রঃ) বলেন:
قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به.
-"ইবনে হিব্বান (রঃ) বলেন: 'আবু মারজুক' এর একক বর্ণনা গ্রহণ করা জায়েয নেই।[২১৪]
এর সনদে আরেকজন রাবী হল 'আবু গালিব'। তার ব্যাপারে একদল ইমাম সমালোচনা করেছেন। যেমন লক্ষ্য করুন:-

---

[212] ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১১তম খন্ড, ৫৪ পৃ:; ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী, ১৫তম খন্ড; ইমাম কাস্তালানী: এরশাদুছ ছারী, ৯ম খন্ড, ১৫৩ পৃ:;
[213] ইমাম যাহাবী: দিওয়ানুদ দোয়াফা, রাবী নং ৬৭০;
[214] ইমাম যাহাবী: মিযানুল এ'তেদাল, রাবী নং ১০৫৯১; ইমাম যাহাবী: সিয়ারে আ'লামী নুবালা, ৪র্থ খন্ড, ৩৯৬ পৃ:;

وفي إسناده أبو غالب واسمه حزوّر وفيه مقال، -"এর সনদে 'আবু গালিব' রয়েছে, তার নাম 'হাজাওয়ার' এবং তার ব্যাপারে প্রচুর সমালোচনা রয়েছে।"[২১৫]

ইমাম শামছুদ্দিন যাহাবী (রঃ) তার ব্যাপারে বলেন:

وقال ابن حبان: لا يحتج به. ضعفه النسائي

-"ইমাম ইবনে হিব্বান (রঃ) বলেছেন: তার উপর নির্ভর করা যাবেনা। ইমাম নাসাঈ (রঃ) তাকে জয়ীফ বলেছেন।"[২১৬]

ইমাম আবু হাতিম (রঃ) তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।[২১৭]

ইমাম ইবনে সাদ (রঃ) তাকে 'মুনকারুল হাদিস' বলেছেন।[২১৮]

ইমাম যাহাবী (রঃ) অন্যত্র তার ব্যাপারে বলেছেন:

قال ابن حبان: لا يحتج به. -"ইমাম ইবনে হিব্বান (রঃ) বলেছেন: তার উপর নির্ভর করা যাবেনা।"[২১৯]

অতএব, কিয়ামকে নিষিদ্ধ প্রমাণের জন্য এই হাদিস দলিল দেওয়ার উপযুক্ত নয়। সর্বোপরি ইহা ছহীহ্ হাদিসের বিপরীত বা খেলাফ। এবার এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমামগণের অভিমত লক্ষ্য করুন:-

এ ব্যাপারে আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার আস্কালানী (রঃ) উল্লেখ করেন:

وليس المراد به نهي الرجل عن القيام لأخيه إذا سلم عليه

-"কোন ব্যক্তি তার ভাইকে সালাম দেওয়ার জন্যে দাঁড়াবে এই হাদিসে এরূপ নিষেধ করা হয়নি।"[২২০]

যেমন ছহীহ্ হাদিসে উল্লেখ আছে,

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يُحَدِّثُ **عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قد دخل بعض بيُوت أَزوَاجه**

---

[215] হাছান ইবনে আহমদ ছানআনী: ফাতহুল গাফ্ফার জামেউ লি'আহকামিল সুন্নাতি নাবিইনা আল মুখতার, ৬৩৫৫ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

[216] ইমাম যাহাবী: মিযানুল এতেদাল, রাবী নং ১৭৯৯;

[217] হাফিজ ইবনে কাছির: তাকমীল ফি জারহি ওয়া তাদিল, রাবী নং ২৩০১;

[218] ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৭৫৬১;

[219] ইমাম যাহাবী: দিওয়ানুদ দোয়াফা, রাবী নং ৮৭৫;

[220] ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১১তম খন্ড, ৫৪ পৃ:;

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করিম (দঃ) এর সাথে বসে মসজিদে আলোচনা করতাম। যখন নবী (দঃ) কোন প্রয়োজনে দাঁড়াতেন আমরা সবাই দাঁড়িয়ে যাইতাম, যতক্ষন পর্যন্ত তিনি কোন স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ না করতেন ততক্ষন দাঁড়িয়ে থাকতাম।"[২২১] ছহীহ্ হাদিস।
এই হাদিস সর্বাধিক হাদিস বর্ণনা কারী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। সুতরাং নবী পাকের সাহাবীগণ সমষ্ঠিগত ভাবে নবীজির তাজিমে আদবের সাথে দাঁড়াতেন কিন্তু আল্লাহর নবী (দঃ) নিষেধ করতেন না। সর্বোপরি ছহীহ্ হাদিস এর মোকাবেলায় জয়ীফ হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। আপনাদের উল্লিখিত হাদিস খানা জয়ীফ ও মুজতারিব, তাছাড়া ঐ হাদিস আজমীদের মত দাঁড়াতে নিষেধ করে কিন্তু আদবের সাথে দাঁড়াতে নিষেধ করেনা। যেমন আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রাঃ) উল্লেখ করেন:

وأجاب عنه بن قتيبة بأن معناه من أراد أن يقوم الرجال على رأسه كما يقام بين يدي ملوك الأعاجم وليس المراد به نهي الرجل عن القيام لأخيه إذا سلم عليه

-"আল্লামা ইবনে কুতাইবাহ (রঃ) আবু উমামা (রাঃ) এর হাদিসের জবাবে বলেন: অনারবীরা তাদের বাদশার সামনে যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকে ঐভাবে দাঁড়ানো নিষেধ করা হয়েছে। এর দ্বারা এরূপ অর্থ হবেনা যে, তার ভাইকে সালাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়াবেনা।"[২২২]
সর্বোপরি আমাদের উল্লেখিত হাদিস খানা ছহীহ্। তাই জয়ীফ হাদিস বাদ দিয়ে ছহীহ্ হাদিসের উপর আমল করা উচিৎ নয় কি?

কিয়ামের বিপরীতে আনাস (রাঃ) এর হাদিসের ব্যাখ্যা

---

[221] সুনানে আবী দাউদ, হাদিস নং ৪৭৭৫; সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং ৪৭৭৬; ইমাম নাসাঈ: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৬৯৫২; ইমাম বায়হাক্বী: আল মাদখাল, হাদিস নং ৭১৭; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ৮৫৩১; ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী, ১১তম খন্ড, ৫৫ পৃ:; মেসকাত শরীফ, ৪০৩ পৃ: হাদিস নং ৪৭০৫; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত, ৮ম খন্ড, ৫১৪ পৃ:; জামেউল উছুল, হাদিস নং ৮৮২৯; তুহফাতুল আশরাফ, হাদিস নং ১৪৮০১; জামেউল ফাওয়াইদ, হাদিস নং ৮৪১৬; শরফুল মুস্তফা, ৪র্থ খন্ড, ৫২০ পৃ:; ইমাম ইবনে ছালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭ম খন্ড, ২৫ পৃ:; জামেউল অছাইল ফি শরহে শামাঈল, ২য় খন্ড, ১৩৬ পৃ:;

[222] ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১১তম খন্ড, ৫৪ পৃ:;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَفَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، **عَنْ أنس بن مَالك قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ.**

-"হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, সাহাবীদের মাঝে নবীজির চাইতে অধিক মহব্বতের কিছুই ছিলনা, অথচ তাঁরা কেউ নবীজিকে দেখলে দাঁড়াতেন না।" (তিরমিজি, মেসকাত)

এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, নবী পাক (দঃ) এর সম্মানে দাঁড়ানো নিষেধ।

ইহার জবাব ঃ প্রথমত এই হাদিস কিয়ামের পক্ষে একাধিক ছহীহ্ হাদিসের মুখালেফ। দ্বিতীয়ত এই রাবী 'হুমাইদ' যদিও ছিক্বাহ কিন্তু তার উপর 'তাদলিছ' এর প্রচুর অভিযোগ রয়েছে। যেমন হুমাইদ সম্পর্কে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বলেছেন:

حميد الطويل صاحب أنس مشهور كثير التدليس عنه -"হুমাইদ তাবীল' হযরত আনাস (রাঃ) এর সংগী ছিলেন এবং তিনি আনাস থেকে প্রচুর তাদলিছ করার বিষয়ে প্রসিদ্ধ ছিল।"[২২৩]

'হুমাইদ' সম্পর্কে ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রঃ) বলেছেন:

ذكره غير واحد من المدلسين -"একাধিক ইমাম তাকে তাদলিছকারীর আওতাভূক্ত করেছেন।"[২২৪]

ইমাম নাসাঈ (রঃ) তাকে মুদাল্লিছিন এর অন্তর্ভূক্ত করেছেন।[২২৫]

তৃতীয়ত ইহার সনদে আরেকজন বর্ণনাকারী **حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ** 'হাম্মাদ ইবনে ছালামা' যদিও ছিক্বাহ কিন্তু তার শেষ বয়সে স্মৃতি বিকৃতির অভিযোগ রয়েছে। ইমামগণ তার বর্ণনাকে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন। যেমন তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রঃ) বলেন: **وكان ثقه، له أوهام،**

-"সে বিশ্বস্ত কিন্তু তার বর্ণিত হাদিসে ত্রুটি রয়েছে।"[২২৬]

---

[223] ইমাম আসকালানী: তাবকাতুল মুদাল্লিছ, রাবী নং ৭১;

[224] ইমাম ছিয়তী: আসমাউল মুদাল্লিছিন, রাবী নং ১৪;

[225] ইমাম নাসাঈ: জিকরু মুদাল্লিছিন, রাবী নং ৩;

[226] ইমাম যাহাবী: মিযানুল এতেদাল, রাবী নং ২২৫১;

অতএব, কিয়ামের পক্ষে যে সকল শক্তিশালী রেওয়ায়েত রয়েছে সে সকল রেওয়াতের মোকাবেলায় এই হাদিস কোন মতেই গ্রহণযোগ্য হবেনা। কেননা ছহীহ্ হাদিসে উল্লেখ আছেঃ

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يُحَدِّثُ **عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قد دخل بعض بيُوت أَزْوَاجه**

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করিম (দঃ) এর সাথে বসে মসজিদে আলোচনা করতাম। যখন নবী (দঃ) কোন প্রয়োজনে দাঁড়াতেন আমরা সবাই দাঁড়িয়ে যাইতাম, যতক্ষন পর্যন্ত তিনি কোন স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ না করতেন ততক্ষন দাঁড়িয়ে থাকতাম।"[২২৭] ছহীহ্ হাদিস। এ বিষয়ে আরেক হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، **عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا وَدَلًّا وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللهِ فِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا،**

-"হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আচার-আচরনে, চাল-চলনে এবং মহৎ চরিত্রে অপর রেওয়ায়েতে আছে আলাপ-আলোচনায় ও কথা-বার্তায় ফাতেমা (রাঃ) অপেক্ষা অন্য কাউকে আমি রাসূল (দঃ) এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ দেখিনি। ফাতেমা (রাঃ) যখন নবী পাকের কাছে আসতেন তখন

---

[227] সুনানে আবী দাউদ, হাদিস নং ৪৭৭৫; সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং ৪৭৭৬; ইমাম নাসাঈঃ সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৬৯৫২; ইমাম বায়হাক্বীঃ আল মাদখাল, হাদিস নং ৭১৭; ইমাম বায়হাক্বীঃ শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ৮৫৩১; ইমাম আসকালানীঃ ফাতহুল বারী, ১১তম খন্ড, ৫৫ পৃঃ; মেসকাত শরীফ, ৪০৩ পৃঃ হাদিস নং ৪৭০৫; ইমাম মোল্লা আলীঃ মেরকাত, ৮ম খন্ড, ৫১৪ পৃঃ; জামেউল উছুল, হাদিস নং ৮৮২৯; তুহফাতুল আশরাফ, হাদিস নং ১৪৮০১; জামেউল ফাওয়াইদ, হাদিস নং ৮৪১৬; শরফুল মুস্তফা, ৪র্থ খন্ড, ৫২০ পৃঃ; ইমাম ইবনে ছালেহীঃ সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৭ম খন্ড, ২৫ পৃঃ; জামেউল অছাইল ফি শরহে শামাঈল, ২য় খন্ড, ১৩৬ পৃঃ;

নবী পাক (দঃ) দাঁড়িয়ে তাঁর হাঁত ধরে চুমু খেতেন ও স্বীয় আসনে বসাতেন। আবার যখন রাসূল (দঃ) ফাতেমার কাছে যাইতেন তখন ফাতেমা (রাঃ) দাঁড়িয়ে নবীজির হাঁতে চুমু খেতেন ও স্বীয় আসনে বসাতেন।"[২২৮]

ইমাম তিরমিজি (রঃ) বলেন: **هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ** -"এই হাদিস হাছান ছহীহ্।" ইমাম হাকেম (রঃ) ও ইমাম যাহাবী (রঃ) বলেন: **هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ** -"এই হাদিস বুখারী-মুসলীসের শর্ত অনুযায়ী ছহীহ্।"

উক্ত হাদিসে উল্লেখ রয়েছে সাহাবীরা কেউ দাঁড়াতেন না অথচ একাধিক ছহীহ্ রেওয়ায়েতে প্রমাণ আছে সাহাবায়ে কেরাম নবী পাক (দঃ) এর সম্মানে দাঁড়িয়েছেন। আর আমাদের উল্লিখিত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় নবীজির সম্মানে সাহাবীরা দাঁড়িয়েছেন। এতেই বুঝা যাচ্ছে আনাস (রাঃ) থেকে কিয়ামের বিপরীত বর্ণিত হাদিসটিতে 'তাদলিছ' হয়েছে। উছুলে হাদিসের আইন হলো: যদি একই ব্যাপারে 'হ্যাঁ বোধক' এবং 'না বোধক' হাদিস থাকে, তখন 'হ্যাঁ বোধক' হাদিসের উপর আমল করতে হবে। 'না বোধক' হাদিস খানা 'হ্যাঁ বোধক' হাদিস দ্বারা মানছুক বা রহিত প্রমাণিত হবে। তাছাড়া হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদিসখানা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ গ্রহণ করতে হবে। যেমন এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) উল্লেখ করেন,

وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنِ الْخَطَّابِيِّ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ، هُوَ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِذَلِكَ وَيُلْزِمَهُمْ إِيَّاهُ عَلَى مَذْهَبِ الْكِبْرِ وَالْفَخْرِ.

-"ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) ইমাম খাত্তাবী (রঃ) থেকে তাঁর শুয়াঈবুল ঈমান-এ বর্ণনা করেন, এই হাদিসের অর্থ হচ্ছে, নবী করিম (দঃ) গৌরব ও অহংকারের জন্যে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন।"[২২৯]।

---

[228] জা'মে তিরমিজি, হাদিস নং ৩৮৭২; সুনানে আবী দাউদ, হাদিস নং ৫২১৭; ইমাম নাসাঈ: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৯১৯৩; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৬৯৫৩; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৭৭১৫; মেসকাত শরীফ, ৪০২ পৃ: হাদিস নং ৪৬৮৯; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৮ম খন্ড, ৫০৪ পৃ:;

[229] মেসকাত শরীফ, ৪০৩ পৃ: হাশিয়া; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৮ম খন্ড, ৫১১ পৃ:; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, ৮৫৩৮ নং হাদিসের শেষের দিকে فَصْلٌ فِيمَنْ كَرِهَ الْقِيَامَ لَهُ تَوَرُّعًا مَخَافَةَ الْكِبْرِ;

হাফিজুল হাদিস আল্লামা ইবনে হাজার আস্‌কালানী (রঃ) উল্লেখ করেছেন,
أن قيام المرءوس للرئيس الفاضل والإمام العادل والمتعلم للعالم مستحب
-"সম্মানিত ন্যায় পরায়ন ইমামের জন্যে তাঁর অধিনস্থরা, শিষ্যরা আলিমের সম্মানে কেয়াম করা বা দাঁড়ানো মুস্তাহাব।"[২৩০]
আল্লামা ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) বলেছেন ও ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) উল্লেখ করেছেন,
وقال البيهقي القيام على وجه البر والإكرام جائز كقيام الأنصار لسعد وطلحة لكعب
-"নেক কাজ হিসেবে সম্মানার্থে কিয়াম করা জায়েয যেমনিভাবে আনছারী সাহাবীরা হযরত সাদ (রাঃ) এর জন্যে এবং হযরত ত্বলহা হযরত কা'ব (রাঃ) এর জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন।"[২৩১]
হুজ্জাতুল ইসলাম, আল্লামা ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলেন:
وَقَالَ الْإِمَامُ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ: الْقِيَامُ مَكْرُوهٌ عَلَى سَبِيلِ الْإِعْظَامِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْإِكْرَامِ،
-"আজমীদের মত দাঁড়ানো মাকরুহ, কিন্তু সম্মানার্থে দাঁড়ানো মাকরুহ্ নয় বা জায়েয।"[২৩২]
আল-হাম্‌দুলিল্লাহ্! আমরা মিলাদের সময় কেহই অহংকার ও গৌরবের জন্যে দাঁড়ায় না, বরং আল্লাহর নবী (দঃ) এর সম্মানে ও তাজিমে আমরা দাঁড়াই। সুতরাং সম্মান ও তাজিমে কিয়াম করা মাকরুহ নয় বরং জায়েয ও মুস্তাহাব। কারণ এর মধ্যে প্রিয় নবীজি (দঃ) এর প্রতি তাজিমের সৎ ও সুন্দর উদ্দেশ্য রয়েছে।

কিয়ামের বিপরীতে মুয়াবিয়া (রাঃ) এর হাদিসের ব্যাখ্যা

---

230 ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১১তম খন্ড, ৫৪ পৃ:;

231 ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১১তম খন্ড, ৫৭ পৃ:; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, ৮৫৩৮ নং হাদিসের শেষের দিকে فَصْلٌ فِيمَنْ كَرِهَ الْقِيَامَ لَهُ تَوَرُّعًا مَخَافَةَ الْكِبْرِ;

232 ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৮ম খন্ড, ৫০৮ পৃ:; ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১১তম খন্ড, ৫৮ পৃ:;

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، **عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ**

-"মুয়াবিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূলে করিম (দঃ) বলেছেন: কেউ যদি আশা করে লোকেরা তার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকুক, তাহলে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।" (মেসকাত)। সুতরাং কারো জন্যে দাঁড়ানো জায়েয নয়।

ইহার জবাব ঃ প্রথমত এর বর্ণনাকারী **أَبِي مِجْلَزٍ** 'আবী মিযলাছ' মুদাল্লিছ রাবী। যেমন তার ব্যাপারে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) তদীয় কিতাবে বলেন,

لاحق بن حميد أبو مجلز البصري التابعي المشهور صاحب أنس مشهور بكنيته أشار بن أبي خيثمة عن بن معين إلى انه كان يدلس

-"লাহিক্ব ইবনে হুমাইদ আবু মিযলাছ বাছরী তাবেঈ, আনাস (রাঃ) এর সংগী হিসেবে প্রসিদ্ধ। আশার ইবনে আবী হায়ছামা ইমাম ইবনে মাঈন (রঃ) থেকে উপনাম দিয়েছেন আর তিনি তাদলিছ করতেন।" (ইমাম আসকালানী: তাবাকাতুল মুদাল্লিছিন, রাবী নং ৩১)

ইমাম যাহাবী (রঃ) বলেছেন: **من ثقات التابعين، لكنه يدلس،**

-"সে বিশ্বস্ত তাবেঈদের অন্তর্ভূক্ত কিন্তু সে তাদলিছ করত।"[২৩৩]

ইমাম আবু যুরাআ ওয়ালিউদ্দিন ইরাকী (রঃ) ওফাত ৮২৬ হিজরী তদীয় কিতাবে বলেন,

لاحق بن حميد السدوسي أبو مجلز البصري قال الذهبي في الميزان: يدلس

-"লাহিক্ব ইবনে হুমাইদ আবু মিযলাছ বাছরী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী তার মিযান গ্রন্থে বলেছেন: সে তাদলিছ করত।"[২৩৪]

'আবু মিযলাছ' এর রেওয়াতের মাঝে 'তাদলিছ' থাকার কারণে হাদিসের বর্ণনা ভিন্নতা হতো এজন্যেই ইমাম ইবনে মাঈন (রঃ) তাকে **مضطرب الحديث** মুজতারিব রাবী বলেছেন।[২৩৫]

---

[233] ইমাম যাহাবী: মিযানুল এতেদাল, রাবী নং ৪৯৩৯;

[234] হাফিজ ইরাকী: মুদাল্লিছিন, রাবী নং ৭০;

[235] হাফিজ ইবনে কাছির: তাকমীল ফি জারহি ওয়া তাদিল, রাবী নং ১১০৬;

অতএব, তাদলিছের অভিযোগ থাকায় কেয়ামের পক্ষে একাধিক ছহীহ্ হাদিসের মোকাবেলায় এই হাদিস দলিল হবেনা।

দ্বিতীয়ত, এই হাদিসে বলা হয়েছে কোন ব্যক্তি এরূপ ভাবতে পারবেনা যে, লোকেরা আমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকুক। কিন্তু লোকেরা যদি সম্মার্থে দাঁড়ায় এরূপ কিয়ামকে এই হাদিসে নিষেধ করা হয়নি। যেমন আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) উল্লেখ করেন: **وأجاب عنه الطبري لا نهي من يقوم له إكراما له**

অর্থাৎ, আল্লামা কুরতবী (রঃ) বলেন: কোন লোকের সম্মানে দাঁড়াতে এই হাদিস নিষেধ করেনি।[২৩৬] তিনি আরো বলেছেন,

أن قيام المرءوس للرئيس الفاضل والإمام العادل والمتعلم للعالم مستحب

-"সম্মানিত ন্যায় পরায়ন ইমামের জন্যে তাঁর অধিনস্থরা, শিষ্যরা আলিমের সম্মানে কেয়াম করা বা দাঁড়ানো মুস্তাহাব।"[২৩৭]

ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) তার 'শুয়াইবুল ঈমান' কিতাবেও অনুরূপ বলেছেন। সুতরাং সম্মানার্থে কিয়াম যেমনিভাবে একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তেমনিভাবে আইম্মায়ে কেরামের ফাতওয়া দ্বারাও প্রমাণিত। যেমন সম্মানার্থে কিয়ামের ব্যাপারে নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন:-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْمَدِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، **عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَأَتَاهُ فَقَرَعَ البَابَ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**

-"হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, জায়েদ ইবনে হারেছ (রাঃ) যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন নবী (দঃ) ঘরে অবস্থান করছিলেন। জায়েদ (রাঃ) যখন দরজায় নক করলেন নবী পাক (দঃ) অতীব খুশিতে খালি গায়ে চাদর

---

[236] ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১১তম খন্ড, ৫৪ পৃ:;

[237] ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী, ১১তম খন্ড, ৫৫ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৮ম খন্ড, ৫০৮ পৃ:;

মোবারক হেচড়ানো অবস্থায় তাঁর জন্যে দাঁড়িয়ে গেলেন।"[২৩৮] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

ثُمَّ أَقْبَلَ أَخُوهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَامَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ

-"অত:পর নবীজির দুগ্ধ ভাই আগমন করলেন, নবী পাক (দঃ) তাঁর প্রতি দাঁড়িয়ে গেলেন।"[২৩৯]

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

فِي قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ عِنْدَ قُدُومِهِ عَلَيْهِ،

-"নবী করিম (দঃ) ইকরিমা ইবনে আবু জাহেলের আগমনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।"[২৪০]

সুতরাং আল্লাহর নবী (দঃ) নিজে অন্যের সম্মানে দাঁড়িয়েছেন। তাই অন্যের সম্মানে দাঁড়ানো মুস্তাহাব পর্যায়ের সুন্নাত। এজন্যে'ই হিজরী অষ্টম শতাব্দির মুজাদ্দিদ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রাঃ) বলেন: কিয়াম তিন প্রকার, এর মধ্যে

والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب: وقيام إليه عند قدومه ولا بأس به

-"আর তৃতীয় প্রকার কিয়াম হচ্ছে, কারো আগমনে দাঁড়ানো এতে কোন অসুবিধা নেই।"[২৪১] কিয়ামের ব্যাপারে আল্লামা আবুল ওয়ালিদ ইবনে রুশদ (রঃ) বলেন:

مندوب وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه

-"কোন ব্যক্তির সফর থেকে আগমনের সময় আনন্দের সাথে দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়া মুস্তাহাব।"[২৪২]

ছহীহ্ মুসলীম শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইমাম নববী (রঃ) বলেন:

---

[238] তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ২৭৩২; ইমাম তাহাবী: শরহে মুশকিলুল আছার, হাদিস নং ১৩৮৪; ইমাম তাহাবী: শরহে মাআনিল আছার, হাদিস নং ৬৯০৫; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ৩৩২৭; ফাতহুল বারী;

[239] সুনানে আবী দাউদ, হাদিস নং ৫১৪৫; ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১১তম খন্ড, ৫৭ পৃ:;

[240] ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৮ম খন্ড, ৫০৮ পৃ:;

[241] ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১১তম খন্ড, ৫৫ পৃ:;

[242] ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী, ১১তম খন্ড, ৫৬ পৃ:;

وَقَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا الْقِيَامُ لِلْقَادِمِ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ مُسْتَحَبٌّ،
-"আহলে ফদ্বল বা সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত লোকের আগমনে কেয়াম করা বা দাঁড়িয়ে যাওয়া মুস্তাহাব।"[২৪৩]
অতএব, হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর বর্ণিত হাদিস দ্বারা তাজিম ও সম্মানে দাঁড়ানোকে নিষেধ করেনা। আইম্মায়ে আহলে সুন্নাত সকলেই একমত যে, সম্মানার্থে কেয়াম করা জায়েয ও মুস্তাহাব।

নবীজির জন্ম কি ১২ রবিউল আওয়াল?

অনেকের বক্তব্য হল, রাসূলে পাক (দঃ) এর জন্ম তারিখ নিয়ে মতান্তর রয়েছে। কেউ বলেছেন রবিউল আওয়ালের ১ অথবা ২ তারিখ আবার কেউ বলেন ৮ তারিখ ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার অনেকে বলেন, রজব মাসের ২৭ তারিখ প্রিয় নবীজি (দঃ) জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাহলে আপনারা ১২ই রবিউল আওয়ালে কেন রাসূলে পাক (দঃ) এর জন্ম বা আগমন নির্দিষ্ট করে অনুষ্ঠান পালন করেন?
এর জবাবঃ আল্লাহর হাবীব (দঃ) এর জন্ম তারিখের ব্যাপারে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। এর মধ্যে ১২ রবিউল আওয়ালে জন্ম বা আগমনের বিষয়টি অধিকাংশ ইমামদের কাছে প্রসিদ্ধ। এ ব্যাপারে একাধিক রেওয়ায়েত রয়েছে। এর মধ্যে একটি রেওয়ায়েত হচ্ছে,
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَنْبُوَيْهِ الرَّئِيسُ بِمَرْوَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مِهْرَانَ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، **عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ**
-"মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক্ব (রঃ) বলেনঃ আল্লাহর রাসূল (দঃ) হস্তীর বছর রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ জন্ম গ্রহণ করেছেন।"[২৪৪]
এ বিষয়ে অপর হাদিসে উল্লেখ আছেঃ

---

[243] ইমাম মোল্লা আলীঃ মেরকাত শরহে মেসকাত, ৮ম খন্ড, ৫০৮ পৃঃ;

[244] ইমাম বায়হাক্বী তাঁর দালায়েলুন্নবুয়াত, ১ম খন্ড, ৭৭ পৃঃ; মুস্তাদরাকে হাকেম, ৪র্থ খন্ড, ১৫৬৮ পৃঃ হাদিস নং ৪১৮২; ইমাম বায়হাক্বীঃ শুয়াইবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ১৩৫ পৃঃ, হাদিস নং ১৩২৪;

وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ عَفَّانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَا **عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالَا: وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ شَهْرِ ربيع الأول...**

-"হযরত জাবের (রাঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন: আল্লাহর রাসূল (দঃ) রবিউল আওয়ালের ১২ তারিখ জন্ম গ্রহণ করেছেন,... ।"[২৪৫] এ বিষয়ে অপর হাদিসে উল্লেখ আছে:

وعن سعيد بن المسيب ولد رسول الله ﷺ عند إبهار النهار أي وسطه وكان ذلك اليوم لمضي اثني عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول

-"হযরত সাঈদ ইবনে মুছায়্যিব (রাঃ) বলেন: আল্লাহর রাসূল (দঃ) দিনের শুরুতে অর্থাৎ, দিন রাতের মাঝামাঝি সময় জন্মগ্রহণ করেছেন, আর সে দিনটি ছিল রবিউল আওয়ালের ১২ তারিখ।"[২৪৬]

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাব্বান ইবনে আহমদ ইবনে হাব্বান তামিমী (রঃ) ওফাত ৩৫৪ হিজরী তদীয় কিতাবে রাসূল (দঃ) এর জন্ম প্রসঙ্গে বলেন,

وكان مولد المصطفى ﷺ بمكة عام الفيل وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول

-"মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ) মক্কায় হস্তির বছরে জন্ম গ্রহণ করেন তখন দিন ছিল রবিউল আওয়ালের ১২ তারিখ।"[২৪৭]

প্রিয় নবীজি (দঃ) এর জন্ম তারিখ ১২ই রবিউল আওয়াল এ ব্যাপারে হাফিজুল হাদিস আল্লামা ইবনে কাছির (রঃ) বলেছেন:

وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ

অর্থাৎ, ১২-ই রবিউল আওয়াল নবীজির জন্ম ইহা জমহুর তথা অধিকাংশের কাছে সু-পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য।[২৪৮]

এ ব্যাপারে শারিহে বোখারী আল্লামা ইমাম কাস্তালানী (রঃ) বলেন,

والمشهور: أنه ولد يوم الاثنين ثانى عشر شهر ربيع الأول، وهو قول ابن إسحاق وغيره.

---

[245] হাফিজ ইবনে কাছির: আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১ম খন্ড, ২৬৮ পৃ:; আল্লামা নুরুদ্দিন হালভী: ছিরাতে হলভিয়া, ১ম খন্ড, ৮৫ পৃ:;

[246] আল্লামা নুরুদ্দিন হালভী: ছিরাতে হলভীয়া, ১ম খন্ড, ৮৪ পৃ:;

[247] মাশাহিরিল উলামাইল আমছার, ১ম খন্ড, ২১ পৃ:;

[248] হাফিজ ইবনে কাছির: আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১ম খন্ড, ২৬৮ পৃ:;

-"মাশহুর বা সর্বজন বিধিত হলঃ আল্লাহর নবী (দঃ) রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখ জন্ম গ্রহণ করেছেন।"[২৪৯]

সুতরাং ১২ই রবিউল আওয়াল তারিখে আল্লাহর নবী (দঃ) জন্মগ্রহন করেছেন, ইহা জমহুর তথা সর্বজন বিধিত ও অধিকাংশের কাছে গ্রহণযোগ্য। হাদিস শরীফেও এর প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। এই কারণেই আমরা ১২ই রবিউল আওয়ালকে নির্দিষ্ট করে ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) এর অনুষ্ঠান করি। এছাড়া অন্য তারিখে ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) অনুষ্ঠান করলে আমরা নিষেধ করিনা। তবে ১২ই রবিউল আওয়ালে বিশেষ তাকিদে এই অনুষ্ঠান পালন করতে হবে যেহেতু এই তারিখ অধিকাংশের অভিমত ও সর্বজন বিধিত।

জন্ম দিবস পালন করব নাকি ওফাত দিবস

অনেকের জিজ্ঞাসা, রাসূল পাক (দঃ) যেদিন জন্ম হয়েছেন সেদিন তো তিনি ইন্তেকালও করেছেন। তাহলে জন্ম দিবস পালন না করে ওফাত দিবস পালন করা উচিত নয় কি?

তাদের জবাব, রাসূলে পাক (দঃ) সামান্য সময়ের জন্য ইন্তেকাল করেছেন কিন্তু পরক্ষনেই রুহ মুবারক ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে আল্লাহর নবী (দঃ) জিন্দা আর জিন্দা মানুষের কোন ওফাত দিবস পালন হয়না। যেমন এ সম্পর্কে ছহীহ্ হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ الْأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، **عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ يُصَلُّونَ فِي قُبُورِهِمْ.**

-"হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেনঃ সমস্থ নবীগণ জিবীত এবং তাঁদের কবরে সালাত পাঠ করেন।"[২৫০]

---

[249] ইমাম কাস্তালানীঃ মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, ১৪২ পৃঃ;

[250] মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস নং ৩৪২৫; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৬৩৯১ ও ৬৮৮৮; ইমাম ছিয়তীঃ জামেউল আহাদিছ, হাদিস নং ১০২১৩; ইমাম বায়হাক্বীঃ হায়াতুল আম্বিয়া, হাদিস নং ১ ও ২; ফাওয়াইদে তামাম, হাদিস নং ৫৮; ইবনে আদীঃ আল-কামিল, রাবী নং ৪৬০; ইবনে আসাকিরঃ তারিখে দামেস্ক, রাবী নং ১৪০৪; আল্লামা ইবনে মুলাক্কিনঃ বাদরুল মুনীর, ৫ম খন্ড, ২৮৪ পৃঃ; ইমাম হায়ছামীঃ মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১৩৮১২; ইমাম

এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে ইমাম নূরুদ্দিন হায়ছামী (রঃ) বলেন:

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى ثِقَاتٌ. -"ইমাম আবু ইয়ালা ও বাজ্জার (রঃ) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, আর 'আবু ইয়ালা' এর রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত।"[২৫১]

এই হাদিসে উল্লেখ করার সময় আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার হায়তামী মক্কী (রঃ) {ওফাত ৯৭৪ হি.} বলেন,

وبالحديث الصحيح الانبياء احياء... -"আর ছহীহ্ হাদিস হচ্ছে, সকল নবীগণ জিবীত....।"[২৫২]

এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে নাছিরুদ্দিন আলবানী বলেন,

بل ثبت عنه ﷺ أنه قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون.أخرجه أبو يعلى باسناد جيد،

-"বরং হযরত আনাস (রাঃ) থেকে প্রমাণিত আছে: 'সমস্থ নবীগণ মাজারে জিবীত ও সালাত পাঠ করেন'। ইহা ইমাম আবু ইয়ালা (রঃ) অতি-উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।"[২৫৩]

এই হাদিস সম্পর্কে নাছিরুদ্দিন আলবানী তার সিলসিলায়ে ছহীহা কিতাবের ৬২১ নং হাদিসে আরো বলেন,

قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات، -"আমি (আলবানী) বলছি: এই সনদ অতি-উত্তম এবং এর সকল রাবীগণ বিশ্বস্ত।"

এ সম্পর্কে হাফিজুল হাদিস ইমাম আবু বকর বায়হাক্বী (রঃ) তদীয় কিতাবে বলেছেন,

وَالْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بَعْدَمَا قُبِضُوا رُدَّتْ إِلَيْهِمْ أَرْوَاحُهُمْ فَهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ كَالشُّهَدَاءِ

-"সমস্থ নবীগণ (আঃ)এঁর রুহ কবজ করার পরেও পুনরায় রুহ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ফলে তাঁরা শহিদগণের মতই আল্লাহর দরবারে জিবীত।"[২৫৪] এ বিষয়ে শায়েখ ইমাম ত্বকিউদ্দিন সুবকী (রঃ) বলেন,

---

ছিয়তী: ফাতহুল কবীর, হাদিস নং ৫০৭৫; ইমাম ছিয়তী: আল-হাভী লিল ফাতওয়া, ২য় খন্ড, ১৭৮ পৃ:;

[251] ইমাম হায়ছামী: মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১৩৮১২;

[252] ইমাম ইবনে হাজার মক্কী: আল্-দুর্‌রুল মানদুদ্, ৯৫ পৃ:;

[253] আলবানী: আহ্কামে জানাইজ, ১ম খন্ড, ২১৩ পৃ:;

وقال الشيخ تقى الدين السبكى: حياة الانبياء والشهداء فى القبر كحياتهم فى الدنيا

-"শায়েখ ত্বকিউদ্দিন ছুবুকী (রঃ) বলেছেন: সকল নবীগণ ও শগিহগণ কবরের মধ্যে তেমনিভাবে জিবীত আছেন যেমনিভাবে দুনিয়াতে জিবীত আছেন।"[২৫৫]

সুতরাং সর্ব সম্মতিক্রমে রাসূল (দঃ) স্বশরীরে জিন্দা আর জিন্দা নবীর ওফাত দিবস পালন করা বেয়াদবী বৈ কিছুই নয়। হাদিস শরীফে আছে প্রিয় নবীজি (দঃ) বলেছেন,

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُحَدِّثُونَ وَنُحَدِّثُ لَكُمْ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، فَمَا رَأَيْتُ مِنَ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنَ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলে করিম (দঃ) বলেছেন: আমার জিবন তোমাদের জন্য কল্যাণকর, তোমরা আমার সাথে কথা বল আমিও তোমাদের সাথে কথা বলি। আমার ওফাতও তোমাদের জন্য কল্যাণকর, তোমাদের সকল আমল আমার কাছে পেশ করা হয়। যখন দেখি ভাল আমল করেছ তখন আল্লাহর গুণকীর্তন করি, আর যখন দেখি মন্দ আমল করেছ তখন তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।"[২৫৬]

এই হাদিস উল্লেখ করার সময় হাফিজ যায়নুদ্দিন ইরাকী (রঃ) ওফাত ৮০৬ হিজরী তদীয় কিতাবে বলেন:

وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ

-"ইমাম আবু বকর বাজ্জার হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে অতিউত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।"[২৫৭]

ইমাম কাস্তালানী (রঃ) ও ইমাম যুরকানী (রঃ) বলেছেন:

---

[254] ইমাম বায়হাক্বী: আল-এ'তেকাদ, ১ম খন্ড, ৩০৫ পৃ:;

[255] ইমাম ছিয়তী: আল-হাভী লিল ফাতওয়া, ২য় খন্ড, ১৮৪ পৃ:;

[256] মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ১৯২৫;

[257] হাফিজ ইরাকী: তারহুদ তাছরীব ফি শারহি তাকরীব, ৩য় খন্ড, ২৯৭ পৃ:;

رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ -"ইমাম বাজ্জার অতিউত্তম সনদে ইহা বর্ণনা করেছেন।"[২৫৮]

এই হাদিসের রাবী **عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادَ** 'আব্দুল মাজিদ ইবনে আব্দুল আযিয' ছহীহ্ মুসলীমের রাবী ও বিশ্বস্ত। নাছিরুদ্দিন আলবানী বেহুদাই তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম যাহাবী (রঃ) তার ব্যাপারে বলেন:

العَالِمُ، القُدْوَةُ، الحَافِظُ، الصَّادِقُ، شَيْخ الحَرَمِ، -"সে আলিম, ওলী, হাফিজ, সত্যবাদী ও হেরেম শরীফের শায়েখ।"[২৫৯]

ইমাম ইবনে মাঈন, ইমাম আবু দাউদ তাকে **ثقة** বিশ্বস্ত বলেছেন। ইমাম আহমদ (রঃ) বলেছেন: তার ব্যাপারে অসুবিধা নেই।[২৬০]

ইমাম ইবনে খালিফুন তাকে **ثقة** বিশ্বস্ত বলেছেন।[২৬১]

ইমাম নাসাঈ এক জায়গায় তাকে **ثقة** বিশ্বস্ত বলেছেন আরেক জায়গায় বলেছেন তার ব্যাপারে অসুবিধা নেই।[২৬২]

সুতরাং হাদিসটি ছহীহ্। এ বিষয়ে হাদিসটি আরেকটি সূত্রেও হাদিস বর্ণিত আছে,

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ ,ثنا جَسْرُ بْنُ فَرْقَدٍ ,**عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُحَدِّثُونَ وَيُحَدَّثُ لَكُمْ ,وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ , فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ ,وَمَا كَانَ مِنْ سَيِّئٍ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ**

-"বাকর ইবনে আব্দুল্লাহ মুজানী (রাঃ) বলেন, রাসূলে করিম (দঃ) বলেছেন: আমার জিবন তোমাদের জন্য কল্যাণকর, তোমরা আমার সাথে কথা বল আমিও তোমাদের সাথে কথা বলি। আমার ওফাতও তোমাদের জন্য কল্যাণকর, তোমাদের সকল আমল আমার কাছে পেশ করা হয়। যখন দেখি ভাল আমল করেছ তখন আল্লাহর গুণকীর্তন করি। আর যখন

---

[258] ইমাম কাস্তালানী: শরহে বুখারী, ২য় খন্ড, ৪৪০ পৃ:; শরহে যুরকানী আলাল মুয়াত্তা, ১ম খন্ড, ১৫১ পৃ:;

[259] ইমাম যাহাবী: সিয়ারে আলামিন নুবালা, রাবী নং ১৬২;

[260] ইমাম যাহাবী: মিযানুল এতেদাল, রাবী নং ৫১৮৩;

[261] ইমাম মুগলতাঈ: ইকমালু তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৩৩২২;

[262] ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৩৫১০;

দেখি মন্দ আমল করেছ তখন তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।"[২৬৩]

এই সনদ সম্পর্কে আল্লামা মানাভী (রঃ) বলেছেন: **وَرِجَاله ثِقَات**

-"এর বর্ণনাকারী সকলেই বিশ্বস্ত।"[২৬৪]

হাফিজুল হাদিস ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সাদ (রঃ) এর সনদটি নিম্নরূপ:

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَالِبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

-"ইউনুছ ইবনে মুহাম্মদ মুয়াদ্দাব- হাম্মাদ ইবনে ইয়াজিদ- গালিব- বাকর ইবনে আব্দুল্লাহ।"

হাদিসটি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে জয়ীফ সনদে বর্ণিত আছে। সব মিলিয়ে বিষয়টি ক্বাবী বা শক্তিশালী। অতএব, আল্লাহর নবী (দঃ) এর ওফাত আমাদের জন্য দুঃখের নয় বরং কল্যাণকর। এটাই ছহীহ্ হাদিসের শিক্ষা। তিনি আমাদের মাঝে এসেছেন, ছিলেন ও আছেন এটাই আমাদের বিশ্বাস। সুতরাং কস্টের কোন কারণ নেই বরং তিনি আমাদের মাঝে জিবীত আছেন ও আমাদের আমলের খবরও নিচ্ছেন এটাই আমাদের বিশ্বাস।

প্রিয় নবীজি (দঃ)'র ইন্তেকাল কি ১২ রবিউল আওয়াল?

সকল ইমামগণের মতে রাসূলে পাক (দঃ) এর ইন্তেকাল শরীফ ছিল সোমবার। এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। যেমন শারিহে বুখারী ইমাম বদরুদ্দিন আইনী (রঃ) বলেছেন,

وَلَا خلاف أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم توفّي يَوْم الْإِثْنَيْنِ، وروى الإِمَام أَحْمد من حَدِيث عَائِشَة، قَالَت: توفّي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم الْإِثْنَيْنِ وَدفن لَيْلَة الْأَرْبَعَاء

-"কোন মতানৈক্য নেই যে, রাসূলে পাক (দঃ) সোমবার ইন্তেকাল করেছেন। ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) এর হাদিস বর্ণনা

---

[263] মুসনাদে হারেছ, হাদিস নং ৯৫৩; ইমাম ইবনে সাদ: তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খন্ড, ১৪৯ পৃ:;

[264] আল্লামা মানাভী: আত তাইছির শরহে জামেইছ ছাগীর, ১ম খন্ড, ৫০২ পৃ:;

করেছেন, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল (দঃ) সোমবার ইন্তেকাল করেছেন ও বুধবারে দাফন করা হয়েছে।"[২৬৫]

অনুরুপ হাফিজুল হাদিস ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী (রঃ) তদীয় কিতাবে বলেছেন,

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَكَانَتْ وَفَاتُهُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ بِلَا خِلَافٍ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ

-"ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) ছহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল (দঃ) রবিউল আওয়ালের সোমবারে ইন্তেকাল করেছেন। আর এতে কোন মতানৈক্য নেই।"[২৬৬]

অতএব, রাসূলে পাক (দঃ) রবিউল আওয়ালের সোমবারে ইন্তেকাল করেছেন এই ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই। তবে আইম্মায়ে কেরামের দৃষ্টিতে রাসূলে পাক (দঃ)'র ইন্তেকাল শরীফ ১২ রবিউল আওয়াল নয়, বরং রবিউল আওয়ালের প্রথম দিকে ২/৩ রবিউল আওয়াল সোমবারে। এই মতটি নির্ভরযোগ্য ও বাস্তব সম্মত। **যেমন ইমাম সুহাইলী (রঃ) অভিমত,**

وَقَالَ السُّهيْلِي فِي (الرَّوْض) لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُ وَفَاتِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم الِاثْنَيْنِ ثَانِي عشر ربيع الأول من سنة إِحْدَى عشرَة، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وقف فِي حَجَّةِ الوَداعِ سَنَةَ عَشْرٍ يَوْم الْجُمُعَة، وَكَانَ أول ذِي الْحجَّة يَوْم الْخَمِيس، فعلى تَقْدِير أَنْ تُحْسَبَ الشُّهُور تَامَّة أَو نَاقِصَة أَو بَعْضهَا تَامّ وَبَعضهَا نَاقص لَا يُتَصَوَّرُ أَن يكون يَوْم الْإِثْنَيْنِ ثَانِي عشر ربيع الأول.

-"ইমাম সুহাইলী (রঃ) তার 'রাওদ্ব' গ্রন্থে বলেছেন: ১১ হিজরীর রবিউল আওয়ালের ১২ তারিখ সোমবার প্রিয় নবীজি (দঃ)'র ইন্তেকাল ইহা সামঞ্জস্যশীল তথা বাস্তব সম্মত হয়না। আর ইহা এ কারণেই যে, রাসূলে পাক (দঃ) ১০ হিজরীতে বিদায় হজ্বে আরাফায় অবস্থান করেছেন শুক্রবার। আর জিলহাজ্ব এর প্রথম দিন ছিল বৃহস্পতিবার। আর সেই হিসাবে পরবর্তী মাস গুলোর কোনটিকে পূর্ণ ৩০ দিন আর কোনটির ২৯ দিন হিসাব অথবা

---

[265] ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী, ৮৪ নং বাবে;

[266] ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী, بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ;

সব গুলো ৩০ দিন অথবা সব গুলোকে ২৯ দিন ধরে হিসাব করে ১২ রবিউল আওয়ালে সোমবার হয়না।"[২৬৭]

অতএব, বাস্তব হিসাবে ১১ হিজরীর ১২ রবিউল আওয়ালে সোমবার হয়না। বরং ২ অথবা ৩ রবিউল আওয়ালে রাসূলে পাক (দঃ) এর ইন্তেকাল শরীফ এটাই বাস্তব সম্মত ও একাধিক আছারের সমর্থিত। তবে কোন কোন কিতাবে ১২ রবিউল আওয়ালে রাসূলে পাক (দঃ) এর ইন্তেকাল এই কথা রয়েছে। তবে আইম্মায়ে কেরামের দৃষ্টিতে এই শব্দদ্বয় ছিল 'ছানী শাহরি' কিন্তু **ভুলে 'ছানী শাহরি' হয়ে যায় 'ছানী আশারা'**। যেমন হাফিজুল হাদিস ও শারিহে বুখারী, **ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী (রঃ)** বলেছেন,

فَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَ أَبُو مِخْنَفٍ وَكَأَنَّ سَبَبَ غَلَطِ غَيْرِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا مَاتَ فِي ثَانِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ فَتَغَيَّرَتْ فَصَارَتْ ثَانِي عَشَرَ وَاسْتَمَرَّ الْوَهْمُ بِذَلِكَ يَتْبَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

-"আর অধিক নির্ভরযোগ্য করা হল যা ইমাম আবু মিখনাফ (রঃ) বলেছেন। একাধিক লোক ইহা (১২ রবিউল আওয়ালের কথা) ভুলে উল্লেখ করেছেন। নিশ্চয় আইম্মায়ে কেরাম বলেছেন: ছানী শাহরি তথা রবিউল আওয়ালের ২ তারিখ প্রিয় নবীজি (দঃ) ইন্তেকাল করেছেন, কিন্তু এই শব্দ পরিবর্তন করে লিখা হয়েছে ছানী আশারা বা ১২ রবিউল আওয়াল। ফলে পরবর্তীতে এভাবে পরস্পর পরস্পরকে অনুসরণ করে এই ভুল কথাটি প্রচলিত করে আসছে। আল্লাহ তা'লা সর্বোজ্ঞ।"[২৬৮] অনুরুপ শারিহে বুখারী **ইমাম কাস্তালানী (রঃ)** তদীয় কিতাবে বলেছেন,

والمعتمد ما قاله أبو مخنف: أنه توفي في ثاني ربيع الأول. وَكَأَنَّ سَبَبَ غَلَطِ غَيْرِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا مَاتَ فِي ثَانِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ فغيرت فصار: ثاني عشر، وَاسْتَمَرَّ الْوَهْمُ بِذَلِكَ يَتْبَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ انتهى.

-"আর অধিক নির্ভরযোগ্য করা হল যা ইমাম আবু মিখনাফ (রঃ) বলেছেন। একাধিক লোক ইহা (১২ রবিউল আওয়ালের কথা) ভুলে উল্লেখ করেছেন। নিশ্চয় আইম্মায়ে কেরাম বলেছেন: ছানী শাহরি তথা রবিউল আওয়ালের ২ তারিখ প্রিয় নবীজি (দঃ) ইন্তেকাল করেছেন, কিন্তু এই শব্দ পরিবর্তন করে

---

[267] ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী, ৮৪ নং বাব;

[268] ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী, بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ;

লিখা হয়েছে ছানী আশারা বা ১২ রবিউল আওয়াল। ফলে পরবর্তীতে এভাবে পরস্পর পরস্পরকে অনুসরণ করে এই ভুল কথাটি প্রচলিত করে আসছে।"[২৬৯]

অতএব, রাসূলে আকরাম (দঃ) এর পবিত্র ইন্তেকাল শরীফ ১১ হিজরীর ২ রবিউল আওয়াল ছিল, ইহাই বাস্তব সম্মত ও আছার দ্বারা সমর্থিত। পাশাপাশি এই ব্যাপারে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। যেমন ইমাম ইবনে নছিরুদ্দিন দামেস্কী (র:) ওফাত ৮৪২ হি: তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض ثمانية فتوفي لليلتين خلتا من ربيع الاول

-"হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন, রাসূলে পাক (দঃ) এর পবিত্র রুহ মোবারক যখন কবর করা হয় তখন তিনি ৮ দিন অসুস্থ ছিলেন। ফলে রবিউল আওয়ালের দুই রাত অতিবাহিত হওয়ার পর অর্থাৎ দুই তারিখ তিনি ইন্তেকাল করেন।"[২৭০]

অনুরুপ আরো কয়েকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

وَقَدْ جزم سُلَيْمَان التَّيْمِيّ أحد الثقاة بِأَن ابْتِدَاء مَرَض رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمَ السَّبْت الثَّانِي وَالْعِشْرِينَ مِنْ صَفَرٍ وَمَاتَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ

-"বিশ্বস্তদের অন্যতম একজন ইমাম সুলাইমান আত তাইমী (রঃ) দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, রাসূলে পাক (দঃ) এর অসুস্থ শুরু হয়েছিল সফর মাসের ২২ তারিখ শনিবার। আর তিনি ইন্তেকাল করেছেন রবিউল আওয়ালের দুই রাত অতিবাহিত হওয়ার তথা দুই তারিখে।"[২৭১]

হযরত আনাস ও আবু হুরায়রা (রাঃ) এর ছাত্র মুহাম্মদ বিন ক্বায়েছ (রঃ) বলেছেন,

---

[269] মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া;

[270] জামেউল আছার ফি ছিয়ারে ওয়া মাওলিদিল মুখতার;

[271] ফাতহুল বারী, بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ; উমদাতুল ক্বারী, ৮৪ নং বাব, আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া;

وقال الواقدي: حدثنا أَبُو مَعْشَرَ، **عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَتُوُفِّيَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا من ربيع الأول سنة إحدى عشرة.**

-"মুহাম্মদ বিন ক্বায়েছ (রঃ) বলেছেন, রাসূলে পাক (দঃ) ১৩ দিন অসুস্থ ছিলেন আর ইন্তেকাল করেছেন ১১ হিজরীর রবিউল আওয়ালের দুই রাত অতিবাহিত হওয়ার তথা দুই তারিখে।"[২৭২]

ইমাম যাহাবী (রঃ) আরেকটি মত উল্লেখ করেছেন,

وذكر الطَّبَرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْكَلْبِيِّ، وَأَبِي مِخْنَفَ وَفَاتَهُ فِي ثَانِي رَبِيعٍ الْأَوَّلِ.

-"ইবনে কালবী (রঃ) আবু মিখনাফ (রঃ) থেকে ইমাম তাবারী (রঃ) উল্লেখ করেছেন: আল্লাহর রাসূল (দঃ) এর ইন্তেকাল রবিউল আওয়ালের ২ তারিখ।"[২৭৩]

অনুরুপ হযরত লাইছ (রঃ) ও সাদ ইবনে ইব্রাহিম যুহুরী (রঃ) থেকেও বর্ণিত আছে।

সুতরাং আল্লাহর রাসূল (দঃ) ১২ রবিউল আওয়ালে জন্ম তথা আগমন করেছেন ইহা জমহুর আইম্মায়ে কেরামের কাছে প্রসিদ্ধ। তবে ১২ রবিউল আওয়াল রাসূলে পাক (দঃ) ইন্তেকাল করেছেন ইহা বাস্তব সম্মত নয়। বরং একাধিক আছার ও আইম্মায়ে কেরামের অভিমত অনুযায়ী ১১ হিজরী ২ রবিউল আওয়ালে আল্লাহর রাসূল (দঃ) ইন্তেকাল করেছেন।

অতএব, "রাসূলে পাক (দঃ) যেদিন জন্ম হয়েছেন সেদিনই ইন্তেকাল করেছেন" এরুপ বলে সুন্নী মুসলমানদের ঈদে মিলাদুন্নাবী (দঃ) পালনে বাধা দেওয়ার মানসে ধাধা লাগানোর কোন সুযোগ নেই।

মিলাদ শরীফ পাঠের নিয়ম ও কাছিদা

প্রথমে আদবের সাথে নামাজের কায়দায় বসে তাউজ ও তাসমিয়া পাঠের পর পবিত্র কোরআন থেকে রাসূলে পাক (দঃ) এর শানে কয়েকটি আয়াত পাঠ করবেন। তারপর পাঠ করবেন:

---

[272] তারিখুল ইসলাম, উমদাতুল ক্বারী, ৮৪ নং বাব; বায়হাক্বী: দালাইলুন নবুয়াত;

[273] তারিখুল ইসলাম;

مَا كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً

-""মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম অলাকির রাসূলাল্লাহি ওয়া খাতামান নাবিয়্যিন, ওয়াকানাল্লাহু বিকুল্লে শায়ইন আলিমা।" তারপর পাঠ করবেন:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

-"ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউ ছাল্লুনা আলান্নাবী, ইয়া আইয়ূহাল্লাজিনা আমানো ছাল্লো আলায়হি ওয়া ছাল্লিমু তাছলিমা"। এরপরেই দুরূদ শরীফ পাঠ করা শুরু করবেন। যেমন:

"আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছায়্যিদীনা মাওলানা মুহাম্মদ"

"ওয়ালা আলি ছায়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ"

এই দুরূদ শরীফ পাঠ করার মাঝে মাঝে কিছু কাছিদা পাঠ করবেন। যেমন:

তুমি আল্লাহর পিয়ারা হাবীব
তোমার সাথে তুলনা কার?
তোমার মত আকাশ ভ্রমণ
করেনাই কোন পয়গাম্বর।

যে মইজাছে এশ্‌কে নবী
কি-বা তাঁর যাতনা?
তরাইবেন রাসূলুল্লাহ্‌
নাহি কোন ভাবনা।

নবীজির এশ্‌কের তীর
কলিজায় বিধিল যার!
ছেড়ে দিছে বাড়ি ঘর
সার করেছে রোদন।

সারা নিশি জেগে জেগে
আরাধনা বিভোরে,
কান্দিয়া কাটাইতেন নবী
পাপি উম্মতের ত্বরে।

তুমি হে ইসলাম রবি
হাবীবুল্লাহ নূর নবী,
নত শীরে তোমায় শেবী
ছাল্লে আলা মুহাম্মদ।

এই দুনিয়া পরে থাকবে
আমরা একদিন থাকব না,
সবাই আমাদের ভুলে যাবে
নবী- গো আপনি ভুইলেন না।

নবী আপনাকে পা'ইল যারা
ধন্য তাঁরা জীবনে,

নবী আপনাকে পা'ইবার আশে
আমরা মুরিদ হইলাম পীরের কাছে,

ভয় নাই তাঁদের কোন কালে
ভয় নাই তাঁদের মরনে।

তোমার সেই নূর দিয়া
আসমান জমীন আউলিয়া,
ছারে জাহা পয়দা কিয়া
পাঁক নামে মুহাম্মদ।

আমার খাজা বাবার প্রেম বাগানে
নবী আপনি গোলাপ ফুল-গ
সেই ফুলে'র মালা গেথে
পড়ব মোরা গলে-গ।

নবীর এশ্‌কে যার দিল ভাই
এ জগতে কান্দেনা,
রোজ হাঁশরে ভাইজান তারা
নবীর দেখা পাবেনা।

অধম কাঙ্গাল আমি
কাঁদি বসে দিন রজনী,
কবে জানি মিটবে আশা
যাব আমি মদিনায়।

ধন্য'গ আমেনা বিবি
ধন্য আপনার জিন্দেগী,
আপনার কোলেতে ছিলেন
রাহমাতাল্লিল আলামিন।

দয়া করে দেন-গো দেখা
গোলামেরা কাঁন্তেছে।

আমরা পাপি গোনাহ্ গার-গ
নবীজি আপনায় চিনলাম না,
এই কারণে রোজ হাঁশরে
আমাদেরকে ভুইলেন না।

দরবার শরীফের মাটি
আমি চোঁখে দিব সুরমা বলি,
যাবে আমার পর্দা খুলি
দেখব নবী মোস্তফা।

নবী আমার জানের জান-গ
নবী আমাদের ঈমান,
নবী বিনে রোজ হাঁশরে
কে আমারে করবে পার।

পাক নামে মুহাম্মদ
পাক নামে মুহাম্মদ,
হর দম পড় সবে
ছাল্লে আলা মুহাম্মদ।

আদম হাওয়া তৈয়ার করে
বেহেস্তেতে রাখিলেন,
কোর কারণে আদম-হাওয়া
দুনিয়াতে ফেলিলেন।

ছেলে মা'কে/বাবাকে ভুলে থাকে আর কতকাল করবেন হেলা

মা'ত/বাবা'ত ছেলেকে ভুলেনা,
রোজ হাশরে দয়াল নবী'গ
আমাদেরকে ভুইলেন না।

ডুবে গেছে আয়ুবেলা,
পড়েন ছেড়ে খেলা-ধুলা
ছাল্লে আলা মুহাম্মদ।

এস নবীর মায়ার উম্মত
বস নবীর মাহফিলে,
নবী ছাড়া উপায় নাইরে
রোজ হাশরের ময়দানে।

খেজুর গাছের প্রাণ ছিলনা
আশেক ছিল নূর নবীর
নবীর এশকে কান্নার ফলে
হয়ে গেল জান্নাতী।

নবীজির ছোয়া লাগল
শুকনা স্তনে দুধ আসিল,
মরা গাছে ফুল ফুটিল
নূর নবীজির উছিলায়।

দিবা নিশি মনরে আমার
আর দিওনা যন্ত্রনা,
ধনে যদি হইতাম ধনী
যাইতাম সোনার মদিনায়।

তুমি আদি নূর অংশ
করিলে কাফের ধংশ,
উজ্জল করলে কোরেশ বংশ
পাক নামে মুহাম্মদ।

তারপর কিছুক্ষন নফি এছবাতের জিকির করবেন। এভাবে:
"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"
"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্" জিকিরের মাঝে মাঝে কিছু কাছিদা পাঠ করা যায়। যেমন:

⇨ আল্লাহ্ ছাড়া মাবুদ নাই- রাসূল বিনে উপায় নাই,
সেই রাসূলকে পাইতে হলে- কামেল পীরের দয়া চাই।

⇨ রবিউল আওয়াল চন্দ্র মাস- নূরেতে নবীজি প্রকাশ,
বিমোহিত আকাশ বাতাস- পড়ুন কালেমা জাকেরান।

⇨ আওয়াল আখের দুই কূল- দয়াল নবী সৃষ্টির মূল,
কামেল পীরের চরন ধর- কাল্বে মাওলার জিকির কর।

⇨ চাঁদ সুরুয যার নূরের ছায়ায়- এলেন নবীজি এ ধরায়,

করবে মত্ব এ জাহান- পড়ুন কালেমা আশেকান।
⇨ মাশরিক মাগরীব দিক বিদিক- চলিল সে আলোর চিক,
উড়িল নিশান তাওহীদের- পড়ুন কালেমা মুসলমান।
⇨ হাছবী রাব্বি জাল্লাল্লাহ্ -মাফি ক্বাল্বি গাইরুল্লাহ,
নূর মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ্- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
⇨ আছিয়া বলে আল্লাহ আল্লাহ- ফেরাউন দিল কত জ্বালা,
আমার আল্লাহ বলে অ'জিব্রাইল- খুলে দাও জান্নাতের তালা।
⇨ আসমান-জমীন গ্রহ তারা- সবই নবীর নূরের ইশারা,
নূরে নবীজির নূর দ্বারা- জগৎ হইল উজালা।
⇨ আসমান বলে এক আল্লাহ জমীন বলে এক আল্লাহ,
আমরাও বলি এক আল্লাহ (২বার) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
⇨ যার উছিলায় পয়দা হলি- তাঁরে কেন ভুলে গেলি,
নবীর উপর দুরুদ পড়- কাল্বে মাওলার জিকির কর।
⇨ এই কলেমা যে পড়বে- তার অন্ধ কলব না রবে,
নূরেতে নূর বয়ে যাবে- নূর মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ।

অত:পর আবার কিছুক্ষন দুরুদ শরীফ পাঠ করবেন। যেমন:
"আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মদ– ১বার, ওয়ালা আলি ছাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ– ২বার"
দুরুদ শরীফের মাঝে মাঝে কিছু কাছিদা পাঠ করা যায়। যেমন:
✡ এই দুনিয়ার সবাই যেদিন আমায় ভুলিবে,
রাসূল সেদিন দেখতে আসবে কবরে।
✡ বন্ধু নাইরে বান্ধব নাইরে যেই জায়গায়,
ঐ জায়গার বান্ধব নবী মোস্তফায়।
✡ দেখা দাও দেখা দাও নবী আমারে,
পরাণ ভইরা দেখব আমি তোমারে।
✡ আমি পাপি তুমি দয়াল চিরদিন,
কোন কালে শোধ হবেনা তোমার ঋণ।
✡ দয়া কর দয়াল নবী আমারে,
তোমার নায়েব খাজা বাবার খাতিরে।

✡ এমন-অ অভাগা আমি হইলাম,
একদিনও না নবীর দেখা পাইলাম।

✡ উম্মতের মায়ায় নবী কান্দিত,
কাফেরেরা ঢিলা পাথর মারিত।

✡ সেজদায় পরে কান্তেন নবী উম্মাতী,
আমার উম্মতের হবে কোন গতি।

✡ কাফেরেরা আমাকেত মাওলা চিনেনা,
মাফ করে দাও মাবুদ তাদের এই গোনাহ্।

✡ কোথায় গেলে পাইব নবী তোমারে,
ঘুমের ঘরে কইয়া যাইও আমারে।

✡ ভুলি নাইও দয়াল নবী তোমারে,
তুমিও না ভুইলা যাইও আমারে।

✡ অন্ধকার কবরে যেদিন আমায় শুয়াইবে,
রাসূল বিনে কে আমারে ত্বরাইবে।

অত:পর তাওয়াল্লুদ শরীফ পাঠ করার মাধ্যমে কিয়াম শরীফে দাড়াবেন। তাওয়াল্লুদ শরীফটি হল:

"ওয়ালাম্মা তাম্মা মিন হামলিহী ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম শাহরানে আলা আশহুরিল আকওয়ালিল মারাবিয়া তুয়াফফিয়া বিল মাদিনাতিশ শারিফাতি আবুহু আব্দুল্লাহ ওয়া কানা কাদিজতাজা বি-আখওয়ালী বানি আদিম মিনাত তায়িফাতিন নাজ্জারিয়া ওয়ামা কাছাফিহিম ছাহরানে ছাকিয়াও ইউআনুনা ছুকমাহু ওয়া ছাকুয়া। ওয়ালাম্মা তাম্মা মিন হামলিহী ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াছাল্লাম আলার রাজিয়ী তিছয়াতু আলা আশহুরিল কামারিয়া, ওয়া আনা লিজ জামানে আই ইয়ানজাল্লু আনহু ছাদা হাদ্বারাত উম্মুহু লাইলাতা ওয়া মাওলুদি আছিয়াতু ওয়া মারইয়ামু ফি নিছওয়াতিম মিলাল হাদ্বিরাতিল কুদছিয়া। ওয়া আখাজাহুল মাখাজু ফা ওয়ালাদাতুন্নাবী ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াছাল্লাম নূরাইয়া তা'লা আলা উছেনা" অত:পর দাড়িয়ে সালাত-ছালাম পাঠ করবেন এভাবে:-

ইয়া নবী ছালামু আলায়কা— ইয়া রাসূল ছালামু আলায়কা,
ইয়া হাবীব ছালামু আলায়কা— ছালাওয়া তুল্লাহ আলায়কা।

ছালাতু-ছালামের মাঝে মাঝে কাছিদা পাঠ করবেন। যেমন:

✶ আমরা যে অধম গোনাহ্ গার- আবেদন দরবারে আপনার,
কঠিন হাশরের ময়দান- পাই যেন শাফায়াত আপনার।

✶ নবীদের সম্রাট সাজিয়া- নবী আসিলেন আরবের মক্কায়,
কান্দিতেন উম্মতের মায়ায়- এখনো কান্দেন মদিনায়।

✶ আপনিত রহমতের নবী- দেখতেছেন উম্মতের সবি,
উম্মতরা বড়ই অসহায়- মারতেছে ইহুদী নাছারায়।

✶ নবী'গ আমরা কি মদিনায় যাবনা?- যদি যাই কেন'গ নেননা?
গোলামদের মনে মানেনা- একবার নিয়ে যান সোনার মদিনায়।

✶ কেবলাজান হুজরায় বসিয়া- কান্দিতেন মুরিদের মায়ায়,
এখনো কান্দেন রওয়াজায়- আশেকদের কানে শুনা যায়।

✶ আটরশির ফুলের বাগিচায়- জাকেরান মধু লুটে খায়,
আশেকরা গানেতে মাতায়- আমার বাবার পবিত্র দায়রায়।

✶ দোজখের দরজায় দাড়াইয়া- নবী উম্মতকে বলবেন ডাকিয়া,
ভয় নাইরে উম্মত আমার- আমি যাইতেছি মাওলার দরবার।

✶ কঠিন হাশরের দিনে- নবী আপনারি শাফায়াত বিনে,
গতি নাই কোন জনের- তরাইও নবী উম্মত বলে।

✶ কে বলে আপনি দূরে- আছেন'গ আমাদের অন্তরে,
দাওনা'গ পর্দা'অ তুলে- আমরা দেখিব নয়ন ভরে।

✶ নবীজি আসিবার আগে- খবর তাওরাত ইঞ্জিলে,
আসিবেন নূরের বুলবুল- নামেতে মুহাম্মদ রাসূল।

✶ যে করবে খাজাবার অনুসরণ- সে পাবে নবীজির দর্শন,
হবে তার এলাহির দর্শন- রইবেনা দুঃখ জ্বালাতন।

✶ এতিম ছিলেন নবীজি- শুনিতেন এতিমের বাণী,
কাঁদিতেন দিন রজনী- ফেলিতেন চোখের পানি।

✶ উছিলা আপনাকে লইয়া- কান্দিলেন আদম ও হাওয়া,

মা'বুদের হইল দয়া- কবুল করিলেন দোয়া।

✶ কোথায় যে আপনার ঠিকানা- শুনতে পাই সোনার মদিনা,
কোন পথে হব রওয়ানা- বলে দাও শাহে মদিনা।

✶ মক্কামে আল্লাহকা ঘর'হে- মদিনামে রাসূলুল্লাহকা ঘর'হে,
মক্কামে আবে জমজম'হে- মদিনামে আবে কাউছার'হে।

✶ আমার মরণের কালে- নবী আপনাকে নিকটে পেলে,
থাকবেনা মরণ যন্ত্রনা- এই শুধু মনের বাসনা।

✶ তুমহি হায় রাহবার হামারা- সবকুহে তেরা ছাহারা,
রহমকার ছফ্ফার খুদারা- ছালাওয়া তুল্লাহ আলায়কা।

✶ তৌহিদের ফুলের বাগিছায়- ওলীগণ মুধু লুটে খায়,
বুলবুল সব গানেতে মাতায়- আমার বাবার নূরের হুজরায়।

✶ তায়েফের রাস্তার কিনারে- আমেনার দুলাল কাঁন্দেরে,
মায়া নাই তাদের অন্তরে- পাথর মারল নবীকে।

✶ নবী আপনিত বড় মেহেরবান- তার প্রমাণ আমার কেবলাজান,
চিনলনা এজিদী মুসলমান- চিনিল বিশ্বের জাকেরান।

✶ তোমারি নূরের আলোকে- জাগরণ এল ভূলকে,
গাহিয়া উঠিল বুলবুল- ফটিল কুশুম পুলকে।

✶ তুমিহে আল্লাহ'র নবী- নিখিলের ধেনের ছবি,
তুমি না হলে দুনিয়া- আধারে ডুবিত সবি।

✶ হাশরে নবীরা সবে- কাতরে কাদিতে রবে,
তুমিহে কহিতে রবে- উম্মতী ইয়া উম্মতী।

✶ করিলেন ইসলাম প্রচার- সহিলেন কত অত্যাচার,
দেখিয়া আদর্শ আপনার- ঈমান আনিল কুফ্ফার ।

✶ কবরে যখন শুয়াইবে- বাঁশরের কপাট লাগাইবে,
সেইনা ঐ নিদানের কালে- নবী লইওগ আপন কোলে।

অত:পর ছালাওয়া তুল্লাহ আলায়কা বলার শেষের দিকে সকলেই বসে যাবেন এবং বলতে থাকবেন:

"বালাগাল উলা বিকা মালিহী– কাশাফাত দোজা বিজামালিহী"

"হাছানাত জামিউ খেছালিহী– ছাল্লু আলায়হি ওয়া আলেহী"

তারপর পাঠ করবেন:

"ছাল্লিমু ইয়া কাসুবাল– ছাল্লু আলা ছাদরিল আমিন"

"মোস্তাফামা জাইল্লাহ রহ্মাতাল্লিল আলামিন"

তারপর আপন পীরের শিক্ষা অনুযায়ী সওয়াব রেছানী বা মোনাজাত করবেন। আমিন!!!

বিশ্বওলী খাজাবাবা ফরিদপুরী (রাঃ) এর মুখ নিঃসৃত মৌলানা দাদালী (রঃ) এর লিখিত কয়েকটি পংকক্তি মালা দেওয়া হলঃ-

*তব দরশনে জ্বালা জুড়াইব– পদ পরশনে তনু শীতলীব।
দাস সম্ভাষণে মনে পুলকীব– পদ নিরজ ভেষদ এই বিষে।
*এসো শাফিয়ে মাহশার দেখ এসে– মোরে দংশিছে বিচ্ছেদ আশী বিষে।
এর উক্ষা নাহি নবী তোমা বিনে– তব পাশে আছে এর মন্ত্রষধী।
*আরবের মরুর ভানে– দ্বাদশ রবিউল আওয়ালে।
এসো হে করি সকলে– সালাম নব হেলালে।
*কিছু চাহিনে তোমার নিকটে হে– শুধু দরশন অভিলাষ মনে।
ভবে রাজ অধিরাজ কর যদি– কভু ধরিবেনা মনে তোমা বিনে।
*নবী প্রেম সুধা পান কর সবে– মন বেদনা যাতনা জুড়াইবে।
খোদা প্রাপ্তি তোর তরে লাভ হবে– নবী পদ বিনে ভাব সব মিছে।
*তোরে ভাল বেসে মোর এই হলো– কোন কুল নাহি পাই হে রাসুল।
তিল অর্ধ নাহি সুখ এই হৃদে– সদা বর্তমান দেখি মাত্র ভুল।
*আগে জানিতাম যদি তোরে ভালবেসে– দুঃখে যাইবে সুখের এ জীবন।
তবে সাধ করে মন কে দিতরে– সুধা দিয়া বিষ কিনে কোন জনে।
*চির ঘুমে যবে ঘুমাইবে তরে– আসি মনকীর–নকীর জিজ্ঞাসিবে।
বিকটাকৃতিতে দেখিয়া ভয় হবে– নবী পদ বিনে ভাব সব মিছে।
*ছিল ছাদ্দাদ–নমরুদো কারুন– ছিল মিশর অধিপ ফেরাউন।

ধনে জনে মানে নাহি ছিল নূন্য– নবী পদ বিনে ভাব সব মিছে।
*দু'দিনের পরে যাহা যাবে চলে– সেই গিলোটি ঙলটি পালটিলে।
মিছে মোহ বসে জ্ঞান হারাইলে– নাহি বুইঝে নিলে আক্ষেপের শেল।
*দু'দিনের তরে মিছে মোহবশে– মিছে মায়াজালে কেন জুরাইলে।
হীরা মানিক কিছুই না চিনিলে– নাহি বুইঝে নিলে আক্ষেপের শেল।
*যারো কারণে জগৎ সৃজন রে– দেখ চন্দ্র–সূর্য তারা শূন্য ভরে।আছে
অচল নিশ্চল ধরাধরে– নবী পদ বিনে ভাব সব মিছে।
*যাবে ধাঁধা ছুটে দিব্য চক্ষুদাবে– বাহিরের রূপে ভ্রম না জন্মিমে।
শুদ্ধ তত্ব সবই আশু প্রকাশিবে– তোরে কে ঠকাবে মদিনায়ে চল।
*যদি ঠকিতে না চাহো হাটে এসে– বস গুরুও নিকটে যেয়ে ঘেষে।
হৃদে আক সে–ই মহা ঙপদেশে– মনে মুখে মুহাম্মদ শব্দ বল।
*ভবে হাটত হাটক কিনতে এসে– চিনতে নারিলি দিতল কেমিক্যালো।
বাহিরের রূপে ধাঁধা লাগিলো রে– তুই মজিলি মাকাল দেখি ভেল।
*ওই পদ বিনা অন্য অভিলাষ– নাহি হৃদে হৃদয়েশ! হৃদাকাশ।
আলো কর আলো কর! এ এই আশ– মোর মিটাও বারেক মৃদু হেসে।
*যদি জাগ্রত দেখাতে ও বদন– মনে নাহি লয়ে তবে অচেতন।
যবে হই ঘুমে স্বপ্নে দরশন– দাও নূরুল হুদা দীন হীন দাসে।
*মন যাতনা জাননা তাও নহে– শুনে শুননা মন্ত্রনা কে দিল হে।
দাসে জানেনা সাধনা স্পষ্ট কহে– দুরে রইতে নারে সে–যে ভাল বাসে।
*যদি জুরাইতে চাহ মর্ম জ্বালা– ভব–বারিধি তরিতে চাহ ভেলা।
মনসাধ মিটাইয়া এই বেলা– গাহ গাহ মুহাম্মদ মাল্লে আলা।
*যেই মুসলেম আকাশে পূর্ণ শশী– যার জোৎসনায় পাপ তমো রাশি।
দুরে যাবে, আলো কিবে দশ দিশি– গাহ গাহ মুহাম্মদ মাল্লে আলা।
*শুন্যে অনিল সলিল তটিনীতে–নানারূপ মহীরুহ অবনীতে।
পুন্য পন্য দেখ পৃথী বিপনী তে– গাহ গাহ মুহাম্মদ মাল্লে আলা।
*বিনে পন্নগ বিহগ তরুপরে– মীন কচ্ছপ কুম্ভীর দেখ নীরে।
ঙল পুষ্প শোভিছে বিটপী শিরে– গাহ গাহ মুহাম্মদ মাল্লে আলা।
*দেখ সরসী সরিৎ রত্নাকর– বিল পল্বল ঝরনা আর চর।

দ্বীপ সৈকত প্রতীর পঙ্ক ধর– গাহ গাহ মুহাম্মদ সাল্লে আলা।
*নানা ঔষধী তরুদে ধরা ভরা– ধান্য গুধুম চনক ভুক্ত হরা।
কত মানিক মুকুতা আর হীরা– গাহ গাহ মুহাম্মদ সাল্লে আলা।
*লাও লাক বানী যার কারনে রে– জেন্ন এনছান মালা এক নাগহুরে।
শোভে ত্রিপুর বিধুর যাঁর তরে– গাহ গাহ মুহাম্মদ সাল্লে আলা।
*যেই আরব ভাস্কর হিম কর– আছে আজম বিখ্যাত চরাচর।
যেই মক্কায় কোরেশ বংশধর– গাহ গাহ মুহাম্মদ সাল্লে আলা।
*পূর্ব হইতে পশ্চিমে নাম যাঁর– দক্ষিন হইতে উত্তর মন্ত্র তাঁর।
সদা মোসলেম কণ্ঠেতে চীৎকার– গাহ গাহ মুহাম্মদ সাল্লে আলা।
*রুমে ভেরী শামে তুরী বাজিল রে– আরবেতে রন–শিঙ্গা নাদিল রে।
চিন পাকিস্থান তাতে মোহিল রে– গাহ গাহ মুহাম্মদ সাল্লে আলা।
*আজি যাইবে যথায় পৃথিবী মাঝে– পাবে পল্লীতে নগরে নব সাজে।
কত ধর্মী বিধর্মী প্রেমে মজে– গাহ গাহ মুহাম্মদ সাল্লে আলা।
*কত প্রতিমা অর্চনা হেয় জ্ঞানে– কত বৌদ্ধ ধরমে তুচ্ছ মনে।
দিলা বিসর্জ্জন যাঁর মন্ত্রগুনে– গাহ গাহ মুহাম্মদ সাল্লে আলা।
*চারি সাহাবা তাঁহার জ্ঞানবান– আবু বকর উমর ও উছমান।
আলী শেরে খোদা পুন্য গত প্রান– গাহ গাহ মুহাম্মদ সাল্লে আলা।
*এরা চারিজন রাসুলের সাথী– ধন প্রান দিয়া এসলামের জ্যোতি।
ছড়াতেন দিগন্তে দমি আরতি– গাহ গাহ মুহাম্মদ সাল্লে আলা।
*ধরমোন্নতী ব্যতীত স্বার্থ সুখে– দিয়াছিলা জলাঞ্জলী সকৌতুকে।
রবে অক্ষয় সুযশ: দুই লোকে– গাহ গাহ মুহাম্মদ সাল্লে আলা।
*পড় দুরুদ সর্বদা নবী পরে– কর সালাম চারিটি সাহাবারে।
নবীবর আদেশ ধরনা শিরে– গাহ গাহ মুহাম্মদ সাল্লে আলা।
*যিনি খয়রুন্নেছা নবীবরাত্মজা– দুই লোকে যার গৌরবে ধ্বজা।
যাঁর গুন গাহে হুর সমুরজা– গাহ গাহ মুহাম্মদ সাল্লে আলা।
*হাসান হোসেন তাঁহারি সুত– রাজি আল্লাহু আনহুম গুন যুত।
এই পঞ্চতনু হন অতিপুত– গাহ গাহ মুহাম্মদ সাল্লে আলা।
*যত দিন শশী আলো দিবে– যত দিন বসুন্ধরা না টুটিবে।

কহে 'দাস' ততদিন লোকে গাবে– গাহ গাহ মুহাম্মদ মাল্লে আলা।

"ইয়া আল্লাহু- ইয়া রাহমানু- ইয়া রাহিম" এই তিন নামের পাঠের মাঝে নিম্ন লিখিত কাছিদা গুলো পাঠ করা যায়:

#এলেমের বাহাদুরী– বংশের গৌরব দাম্ভ ছাড়ি'
কামেলের পদতলে– জীবনটারে দাম্ভ ছাড়ি।
#এলমে বাতেন নাহি যার– হাশরে সে অন্ধ রয়,
ইশকে খোদা নাহি যার– দোজখেতে সেইত রয়।
#দেখনা ফরিদ করিল দান– অমূল্য চক্ষু রতন,
ইব্রাহিম ছাড়িয়া দিল– মহা মূল্য সিংহাশন।
#করিল কামেল খুশি– উদয় হইল ভাগ্য শশী,
অক্ষয়'অ দীরিতী তাঁদের– দেখনা ধরায় অন্ধজন।
#খাজা বাবার প্রেম সুধায়'অ– আছেন যেজন দিপাশায়,
ফয়েজ'অ বিজলীতে তার– ইলমে লাদুন্নী শিক্ষা হয়।
#যুগ শ্রেষ্ট মহা অলী– আমার বাবা মাওলানা,
সু'নজরে চাইলে বাবায়– দিলে ময়লা থাকেনা।
#এশকের গভীর তত্ত্ব– যদিরে মন জানতে চাও,
কামেলের পদ তলে নেছার'অ হইয়া যাও।
#পীর যে অমূল্য ধন– ধররে পীরের চরণ,
ঐ কদমে নেছার হইলে– পাইবে মাওলার দরশন।
#পীর যারে দয়া করে– মুর্দা দেল তার জিন্দা হয়,
অ'কূল সাগরের মাঝে– ডুবা নৌকা ভেসে যায়।
#শাহী তখত দেনা ছেড়ে– ধররে পীরের চরণ,
ঐ চরণে নেছার হইলে– পাইবি মাওলার দরশন।
#কেউ জানেনা কেউ বুঝেনা– করে যে অবহেলা,
শেষ জামানার শেষে বাবা আইলেন'গ সন্ধ্যা বেলা।